

নৌপরিক্রমা

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ত্রৈমাসিক মুখপত্র

www.navy.mil.bd

Vol 39 ■ Issue 01 ■ January 2023 ৩৯ বর্ষ ■ ১ম সংখ্যা ■ জানুয়ারি ২০২৩

শীতকালীন
রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজে প্রধানমন্ত্রী

জাপানের ইন্টারন্যাশনাল ফ্লিট রিভিউতে
অংশ নিয়েছেন নৌপ্রধান

ব্যাটল অব নাইল
দুই পরাশক্তির অসম নৌযুদ্ধ



আন্তর্জাতিক
ফ্লিট রিভিউ

(আইএফআর)-২০২২

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও বঙ্গবন্ধুর
জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে নৌবাহিনীর
অনবদ্য আয়োজন

নৌপরিক্রমা এ সংখ্যায় থাকছে

বাংলাদেশ নৌবাহিনী এখন আরও দক্ষ ও ভারসাম্যপূর্ণ ত্রিমাত্রিক শক্তিসম্পন্ন বাহিনী। এই অগ্রযাত্রার প্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখতে প্রয়োজন সমসাময়িক কলাকৌশল ও তথ্যভিত্তিক একটি মুখপত্র, যা হতে পারে সম্মিলিত প্রেরণার অংশ। আর সে লক্ষ্যেই ক্রমশ পাল্টে যাচ্ছে আমাদের প্রিয় নৌপরিক্রমা। উন্নত ও সমৃদ্ধ নৌপরিক্রমার প্রয়োজনে, আমরা আরও বহুদূর এগোবার প্রত্যাশায় আপনার সক্রিয় অংশগ্রহণ কামনা করছি।

শীর্ষ সংবাদ



০৫

শীতকালীন রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজে প্রধানমন্ত্রী

চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে ২২ ডিসেম্বর ২০২২ মিডশিপম্যান ২০২০/এ ব্যাচ এবং ডাইরেক্ট এন্ট্রি অফিসার (ডিইও) ২০২২/বি ব্যাচের নবীন কর্মকর্তাদের শীতকালীন রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি থেকে মনোজ্ঞ কুচকাওয়াজ পরিদর্শন ও সালাম গ্রহণ করেন। এর মধ্য দিয়ে ৩৭ জন মিডশিপম্যান এবং ৬ জন ডাইরেক্ট এন্ট্রি অফিসারসহ মোট ৪৩ জন নবীন কর্মকর্তা কমিশন লাভ করেন। এদের মধ্যে ৯ জন নারী এবং ২ জন ফিলিস্তিনের কর্মকর্তা রয়েছেন।

বৌশক্তি দেশে দেশে



২১

উত্তরণের ধারায় তিন দশকের সর্বনিম্ন সামুদ্রিক জলদস্যুতা

দুই বছর ধরে সমুদ্র শিল্পে জলদস্যুতার ঘটনা পতনমুখী রয়েছে। সেই ধারাবাহিকতা ধরে রেখে তিন দশকের সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে এসেছে সামুদ্রিক জলদস্যুতা ও সশস্ত্র ডাকাতি। চলতি বছরের প্রথম নয় মাসের পরিসংখ্যান প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সের (আইসিসি) সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম ব্যুরো (আইএমবি)।

বৈশ্বিক সামুদ্রিক জলদস্যুতা নিয়ে আইএমবির সর্বশেষ প্রান্তিক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, চলতি বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নয় মাসে সারা বিশ্বে জাহাজগুলোর ওপর জলদস্যু ও সশস্ত্র ডাকাতদের হামলার ঘটনার খবর পাওয়া গেছে ৯০টি।



আন্তর্জাতিক ফ্লিট রিভিউ (আইএফআর)-২০২২

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে নৌবাহিনীর অনবদ্য আয়োজন

প্রধান রচনা

সম্পাদকীয় ■ ০৪

শীর্ষ সংবাদ ■ ০৫

নৌবাহিনীর প্রধান সংবাদ

নৌশক্তি দেশে দেশে ■ ২০

আন্তর্জাতিক নৌবাহিনী ও নৌবিষয়ক সংবাদ

জনস্বার্থে নৌবাহিনী ■ ১৯

জাতীয় জীবনে নৌবাহিনীর কল্যাণ তৎপরতার খবর

সমুদ্রে দুর্জয় ■ ২৪

দেশের জলসীমার নিরাপত্তায় মহড়া ও প্রশিক্ষণ সংবাদ

সংবাদ পরিক্রমা ■ ৩০

নৌঅঞ্চলের নিয়মিত সংবাদ

উন্নয়ন পরিক্রমা ■ ৩৬

নৌবাহিনীর চলমান অবকাঠামো ও সরঞ্জামাদির উন্নয়ন সংবাদ

সংবাদ পরিক্রমা ■ ৩৭

ক্রীড়া, সংস্কৃতি, স্কাউট ও শিক্ষা

নৌপরিবার পরিক্রমা ■ ৪২

নৌপরিবার কল্যাণ সংঘের বিভিন্ন কার্যক্রম ও আয়োজনের খবর

৪৬

ঐতিহাসিক নৌযুদ্ধ

ব্যাটল অব নাইল : দুই পরাশক্তির অসম নৌযুদ্ধ

বিকট শব্দে বিস্তারিত হলো ফরাসি ফ্ল্যাগশিপ ল'ওরিয়েন্ট। রাতের আকাশ ক্ষণিকেরি আলোকিত হয়ে উঠল। সেদিকেই তাকিয়ে আছেন ব্রিটিশ রিয়ার এডমিরাল হোরাশিও নেলসন। চোখের সামনে জ্বলছে চরম এক বিভীষিকা। চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে যুদ্ধজাহাজটির টুকরো আর সৈন্যদের ক্ষতবিক্ষত দেহ। সবাই যেন ভুলে গেছে এটা একটা যুদ্ধক্ষেত্র, কোনো কামান আর বাজছে না। নেলসন জানেন, এখন বিপক্ষের কামানও ফলাফলের কোনো পরিবর্তন করতে পারবে না। মিশরের তীরে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাটলের নৌযুদ্ধে একচেটিয়াভাবে জিতে আবারও নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করল ব্রিটিশ রয়্যাল নেভি।



প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক ফ্লিট রিভিউ-২০২২ আয়োজনের পেছনে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অন্যতম লক্ষ্য ছিল বিশ্বমানব কল্যাণে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশিত শান্তি ও বন্ধুত্বের বার্তার প্রচার ও প্রসার। অর্থাৎ আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক সমুদ্র অঞ্চলে সমমনা নৌশক্তিসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র বৃদ্ধি এবং তাকে আরও জোরদার ও কার্যকর করে তোলা। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সাংগঠনিক সক্ষমতা প্রদর্শন করাটা ছিল এরই পাশাপাশি আরেকটি উদ্দেশ্য। বাংলাদেশের নিজস্ব জলসীমায় অন্যান্য নৌবাহিনীর সাথে অপারেশনাল কার্যক্রম পরিচালনারও এক অনন্য সুযোগ তৈরি করে আইএফআর-২০২২।

১০

শীর্ষ সংবাদ



০৬

জাপানের ইন্টারন্যাশনাল ফ্লিট রিভিউতে অংশ নিয়েছেন নৌপ্রধান

জাপানে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল ফ্লিট রিভিউ ও ১৮তম ওয়েস্টার্ন প্যাসিফিক নেভাল সিম্পোজিয়ামে অংশ নিয়েছেন নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল। সফরকালে নৌপ্রধান জাপানের মেরিটাইম সেলফ ডিফেন্সের প্রধান এডমিরাল সাকাই রিও, ইউএস প্যাসিফিক ফ্লিট কমান্ডার এডমিরাল স্যামুয়েল পাপারো, ভারতীয় নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল আর হরি কুমার, রয়েল থাই নৌবাহিনীর কমান্ডার ইন চিফ চোয়েংচাই চোমচোয়েংপেট এবং কোরিয়ার নৌবাহিনীর চিফ অব নেভাল অপারেশন এডমিরাল লি জং হো'র সাথে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন দ্বিপাক্ষীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে মত বিনিময় করেন।

শীর্ষ সংবাদ



০৭

শান্তিকালীন পদক প্রদান ও খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা

সশস্ত্র বাহিনী দিবস-২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে নৌবাহিনীর খেতাবপ্রাপ্ত ২২ জন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের উত্তরাধিকারীগণকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া ২০২১ সালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বীরত্ব ও সাহসিকতাপূর্ণ কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ৩৯ জন নৌসদস্যকে শান্তিকালীন পদকে ভূষিত করা হয়। ২১ নভেম্বর নৌসদরের সাগরিকা হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সম্মাননা ও শান্তিকালীন পদক তুলে দেন।



উপদেষ্টা

রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন,
এনজিপি, পিসিজিএম, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি

প্রধান সম্পাদক

কমান্ডার এম মনিরুজ্জামান, (ট্যাজ), এনজিপি, পিএসসি, বিএন

উপপ্রধান সম্পাদক

কমান্ডার মোহাম্মদ তামিজুল আলম, (এইচ১), পিএসসি, বিএন

সম্পাদক

লেঃ কমান্ডার বরণ কুমার সরকার, (শিক্ষা), বিএন

সহকারী সম্পাদক

লেঃ কমান্ডার এস এম বাদিউজ্জামান, (শিক্ষা), বিএন

সম্পাদনা সহকারী

রাসেল রানা, পিও (রাইটার)

এম মোরশেদ আলম, রাইটার-১

মোঃ শাহিনুর রহমান, এলএমই

আঞ্চলিক প্রতিনিধি

ঢাকা নৌঅঞ্চলঃ লেঃ কমান্ডার গফুর মিয়া, (শিক্ষা), বিএন

চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলঃ লেঃ কমান্ডার এম সোহেল রানা, (শিক্ষা), বিএন

খুলনা নৌঅঞ্চলঃ লেঃ কমান্ডার মোঃ আনোয়ার হোসেন, (শিক্ষা), বিএন

কমান্ডার বিএন ফ্রিটঃ কমান্ডার এম লোকমান হাকিম, (এনডি),

পিএসসি, বিএন

কমান্ডার ফ্লোটিল্যা ওয়েস্টঃ লেঃ কমান্ডার এস এম আর-রাহবারুল

ইসলাম, (শিক্ষা), বিএন

বিএন ডকইয়ার্ডঃ লেঃ উম্মে ফারহানা এলিন, (শিক্ষা), বিএন

কমসোয়াডঃ লেঃ কমান্ডার সৈয়দ আব্দুস সামাদ, (এস), বিএন

কমান্ডারঃ লেঃ কমান্ডার এহতেশাম মুহতাদী, (এক্স), বিএন

বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিঃ লেঃ মোঃ রুহুল কুদ্দুস, (শিক্ষা), বিএন

বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জমঃ লেঃ নুসরাত জাহান, (শিক্ষা), (এইচ৪),

বিএন

সম্পাদকীয় যোগাযোগ

নৌপরিক্রমা, নৌ গোয়েন্দা পরিদপ্তর, নৌসদর, বনানী,

ঢাকা-১২১৩

ইমেইল: dninauporikroma@gmail.com

dninp2@gmail.com

ওয়েব: www.navy.mil.bd

কনটেন্ট পরিকল্পনা, রচনা, পরিমার্জনা, মুদ্রণ ও প্রকাশনা

ENLIGHTEN | VIBES

বাড়ি ০৬, সড়ক ০৩, সেক্টর ০৫

উত্তরা, ঢাকা-১২৩০

ফোন: +৮৮০২৪৮৯৫৬৭৪৮

ইমেইল: enlightenvibes@gmail.com

বৃহত্তর নৌ-সংহতি অর্জনের পথে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক আন্তর্জাতিক ফ্রিট রিভিউ (আইএফআর)-২০২২

দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক ফ্রিট রিভিউ (আইএফআর)-২০২২ আয়োজন করে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। ৬-৯ ডিসেম্বর, ২০২২ অনুষ্ঠিত এই জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনের পেছনে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অন্যতম লক্ষ্য ছিল বিশ্বমানব কল্যাণে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশিত শান্তি ও বন্ধুত্বের বার্তার প্রচার ও প্রসার। উপলক্ষ্য ছিল মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন। আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক সমুদ্র অঞ্চলে সমমনা নৌশক্তিসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র বৃদ্ধি এবং তাকে আরও জোরদার ও কার্যকর করে তোলা, পাশাপাশি বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সাংগঠনিক সক্ষমতা প্রদর্শন করাও ছিল এই আয়োজনের বিশেষ উদ্দেশ্য। বাংলাদেশের নিজস্ব জলসীমায় অন্যান্য নৌবাহিনীর সাথে অপারেশনাল কার্যক্রম পরিচালনার এক অনন্য সুযোগ তৈরি করে আইএফআর-২০২২। সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয়- স্বাধীন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশিত এই মূলনীতির প্রকৃষ্ট প্রতিফলন আইএফআর-২০২২। এই আয়োজনের মাধ্যমে যোগাযোগ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে আবির্ভূত একক বিশ্বের অভিন্ন সমুদ্রের সামগ্রিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করেণীয় কার্যক্রমে সবাইকে शामिल হওয়ার আহ্বান জানায় বাংলাদেশ নৌবাহিনী।

নৌবাহিনীর এই গুরুত্বপূর্ণ আয়োজনে বন্ধুপ্রতিম দেশের নৌপ্রধান ও তাদের প্রতিনিধিসহ বিশ্বের ২৭টি দেশের রাষ্ট্রীয় এবং নৌবাহিনীর শীর্ষস্থানীয় প্রতিনিধিবর্গ ফ্রিট রিভিউতে অংশ নেন। এর মূল মহড়া অনুষ্ঠিত হয় বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত কক্সবাজারের ইনানী সৈকত-সংলগ্ন বঙ্গোপসাগরে। স্বাগতিক বাংলাদেশ নৌবাহিনীর পাশাপাশি ভারত, মালয়েশিয়া, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, চীন ও মার্কিন নৌবাহিনী ডেস্ট্রয়ার, করভেট, ফ্রিগেট ও কমব্যাটশিপসহ আটটি জাহাজ নিয়ে নৌমহড়ায় অংশ নেয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৭ ডিসেম্বর উৎসবমুখর পরিবেশে উদ্বোধনী আয়োজনের প্রধান অতিথি ছিলেন। তিনি ঐতিহ্যবাহী নৌপ্রথা অনুযায়ী 'শিপস বেল' বা 'জাহাজ-ঘণ্টি' বাজিয়ে আইএফআর-২০২২ উদ্বোধন করেন।

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর আন্তর্জাতিক ফ্রিট রিভিউ-২০২২ আয়োজনে যোগদানকারী ২৭ দেশের অতিথিবর্গকে স্বাগত জানাতে উৎসবের পরিচ্ছদে অনন্য মোহনীয় রূপে আবির্ভূত হয় ইনানী সমুদ্রসৈকত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার উদ্বোধনী ভাষণে বাংলাদেশের প্রথম আন্তর্জাতিক ফ্রিট রিভিউ-২০২২ সফলভাবে আয়োজনের জন্য বাংলাদেশ নৌবাহিনী এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অংশগ্রহণকারী নৌবাহিনীকে অভিনন্দন জানান। তিনি বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতির মূলনীতি স্মরণ করে বলেন, আন্তর্জাতিক ফ্রিট রিভিউ-২০২২ এর মহাসম্মেলনে অংশগ্রহণকারী নৌবাহিনীগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার বন্ধন আরও মজবুত ও কার্যকর করবে। তিনি আরও বলেন, মিত্র নৌবাহিনীসমূহের যুদ্ধজাহাজ এবং প্রতিনিধিদলের এ সমাবেশ সামগ্রিকভাবে বিশ্বশান্তি এবং বিশেষভাবে বিশ্বের অর্থনৈতিক সমুদ্রপথ রক্ষার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংহতি, আস্থা এবং সহযোগিতার বহিঃপ্রকাশ। সুচিন্তিত পরিকল্পনার মাধ্যমে আইএফআরের ত্রুটিশূন্য বাস্তবায়নের জন্য নৌসদস্যদের প্রতি অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন, এটি বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জন্য এক অসামান্য অর্জন।

৭ ডিসেম্বর বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সোয়াডস সদস্যদের উপস্থাপিত ভিজিট, বোর্ড, সার্চ এবং সিজার (ভিবিএসএস) অপারেশনের মাধ্যমে ফ্রিট রিভিউর মূল আয়োজন শুরু হয়। মহড়ার পরবর্তী ইভেন্ট ছিল 'উইথিং-অ্যাড-ডেক-ল্যান্ডিং অপারেশন'। এতে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর নেভাল এভিয়েশন শাখার একটি অগাস্টা ওয়েস্টল্যান্ড হেলিকপ্টার থেকে রজু বেয়ে দুঃসাহসী এক নৌসেনা ভাসমান একজন বিপন্ন মানুষকে উদ্ধার করে, এবং তাকে নিয়ে হেলিকপ্টারটি জাহাজের ডেকে নিখুঁত দক্ষতায় অবতরণ করে। এরপর একাধিক সারিতে সুসজ্জিত বিভিন্ন দেশের যুদ্ধজাহাজ প্রথামাফিক প্রধানমন্ত্রীকে অভিবাদন জানিয়ে এগিয়ে যায়। পরের দিন হোটেল সি পার্ল এর সাফিনা হলে বর্তমান বিশ্বের সমুদ্র নিরাপত্তাজনিত বহুমাত্রিক সংকট ও তা মোচনের লক্ষ্যে সমন্বিত উদ্যোগের গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করে একটি মেরিটাইম ডিসকোর্স বা সমুদ্রবিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন। ফ্রিট রিভিউতে অংশ গ্রহণকারী বিদেশি নৌপ্রধান এবং উচ্চপদস্থ প্রতিনিধিরা তথ্যবহুল ও প্রাণবন্ত এ সেমিনারে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত তুলে ধরেন।

বর্তমান নৌবিশ্বে অন্তর্ভুক্তি ও পারস্পরিক সহযোগিতার কোনো বিকল্প নেই। সে আলোকে বাংলাদেশ নৌবাহিনী আয়োজিত এই আন্তর্জাতিক ফ্রিট রিভিউ-২০২২ বৈশ্বিক প্রেক্ষিতে কাঙ্ক্ষিত বৃহত্তর নৌ-সংহতি অর্জনের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হয়ে থাকবে দেশ ও বিশ্বের ইতিহাসে।



বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে শীতকালীন রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজ পরিদর্শন ও সালাম গ্রহণ করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

শীতকালীন রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে ২২ ডিসেম্বর ২০২২ মিডশিপম্যান ২০২০/এ ব্যাচ এবং ডাইরেক্ট এন্ট্রি অফিসার (ডিইও) ২০২২/বি ব্যাচের নবীন কর্মকর্তাদের শীতকালীন রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি থেকে মনোজ্ঞ কুচকাওয়াজ পরিদর্শন ও সালাম গ্রহণ করেন। এর মধ্য দিয়ে ৩৭ জন মিডশিপম্যান এবং ৬ জন ডাইরেক্ট এন্ট্রি অফিসারসহ মোট ৪৩ জন নবীন কর্মকর্তা কমিশন লাভ করেন। এদের মধ্যে ৯ জন নারী এবং ২ জন ফিলিস্তিনি কর্মকর্তা রয়েছেন। সদ্য কমিশনপ্রাপ্তদের মধ্যে মিডশিপম্যান শাহীদ আবেদীন আকিফ সকল বিষয়ে সর্বোচ্চ মান অর্জন করে সেরা টোকস মিডশিপম্যান হিসেবে 'সোর্ড অব অনার', মিডশিপম্যান এ এইচ এম মাহমুদুন নবী প্রশিক্ষণে ২য় সর্বোচ্চ মান অর্জনকারী হিসেবে 'নৌপ্রধান স্বর্ণপদক' এবং ডাইরেক্ট এন্ট্রি অফিসার ব্যাচের অ্যাঙ্কিং সাব লেফটেন্যান্ট আল রেদুয়ান মাজরু শ্রেষ্ঠ ফলাফল অর্জনকারী হিসেবে 'বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ রুহুল আমিন স্বর্ণপদক' লাভ করেন।

কুচকাওয়াজ শেষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার ভাষণে, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানের কথা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। এ ছাড়া তিনি জাতীয় চার নেতাসহ স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী সকল

বীর নৌসেনা ও মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বোচ্চ ত্যাগের কথা স্মরণ করেন। তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের প্রয়োজনে একটি আধুনিক ও শক্তিশালী নৌবাহিনী গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিলেন। সেই মহান প্রত্যয়ের আলোকেই

বর্তমানে নৌবাহিনীকে আধুনিক ও যুগোপযোগী ত্রিমাত্রিক বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়ন, যুদ্ধজাহাজ সংগ্রহ এবং বিদ্যমান জাহাজসমূহের অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বাস্তবমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে শীতকালীন রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজে সেরা টোকস মিডশিপম্যান হিসেবে শাহীদ আবেদীন আকিফ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে 'সোর্ড অব অনার' গ্রহণ করছেন





সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষ্যে শিখা অনির্বাণে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী সমুদ্রসীমার সার্বভৌমত্ব রক্ষায় নৌবাহিনীর ত্রিমাত্রিক সক্ষমতাকে যথার্থভাবে কাজে লাগানোর জন্য নবীন কর্মকর্তাদের প্রতি আশ্বাস জানিয়ে বলেন, সম্প্রতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ নৌবাহিনী প্রথমবারের মতো 'আন্তর্জাতিক ফ্লিট রিভিউ-২০২' আয়োজন করেছে, যা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে এবং বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বিশ্বের দরবারে সমুজ্জ্বল করেছে।

সশস্ত্র বাহিনী দিবস উদযাপন

যথাযোগ্য মর্যাদায় ২১ নভেম্বর সশস্ত্র বাহিনী দিবস উদযাপন করেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও নৌবাহিনীর সকল জাহাজ ও ঘাঁটিতে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে দিবসটি উদযাপিত হয়। সকল ঘাঁটি ও স্থাপনার মসজিদে ফজরের নামাজের পর দেশের কল্যাণ, সমৃদ্ধি এবং সশস্ত্র বাহিনীর উত্তরোত্তর উন্নতি ও অগ্রগতি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। নৌবাহিনীর সকল জাহাজ ও ঘাঁটিসমূহে মহান মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীর অবদানের ওপর নির্মিত বিশেষ প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়েছে।

নৌবাহিনী পরিচালিত স্কুল ও কলেজসমূহে সশস্ত্র বাহিনী দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে কবিতা আবৃত্তি, কুইজ ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকার সদরঘাটে বানৌজা

সুরমা, চট্টগ্রাম নেভাল জেটিতে বানৌজা সমুদ্র অভিযান, খুলনা বিআইডব্লিউটিএ রকেট ঘাটে বানৌজা সালাম, মোংলা দিগরাজ নেভাল বার্থে বানৌজা সাস্তু, বরিশাল বিআইডব্লিউটিএ ঘাটে বানৌজা বরকত এবং চাঁদপুর বিআইডব্লিউটিএ ঘাটে বানৌজা পদ্মা দুপুর ২টা থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সর্বসাধারণের পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়। বিপুল সংখ্যক দর্শনাধী জাহাজগুলো ঘুরে দেখেন।

এর আগে স্বাধীনতা যুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী সশস্ত্র বাহিনীর

সদস্যদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক মহামান্য রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী শেখ হাসিনা সেনানিবাসের শিখা অনির্বাণে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এ সময় সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার ও তিন বাহিনী প্রধানগণও নিজ নিজ বাহিনীর পক্ষ থেকে সম্মিলিতভাবে শিখা অনির্বাণে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। পরে তিন বাহিনী প্রধান মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয়

প্রধানমন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। দিবসটি উপলক্ষ্যে নৌবাহিনী প্রধান সর্বস্তরের নৌসদস্যদের উদ্দেশ্যে দেওয়া বাণীতে দেশ ও জাতির অগ্রযাত্রায় সততা ও নিষ্ঠার সাথে নিজেদের উৎসর্গ করার আশ্বাস জানান।

ইন্টারন্যাশনাল ফ্লিট রিভিউতে অংশ নিয়েছেন নৌপ্রধান

জাপানে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল ফ্লিট রিভিউ ও ১৮তম ওয়েস্টার্ন প্যাসিফিক নেভাল সিম্পোজিয়ামে অংশ নিয়েছেন

জাপানে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল ফ্লিট রিভিউ এ অংশগ্রহণকালে নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল জাপানের মেরিটাইম সেলফ ডিফেন্স প্রধানকে শুভেচ্ছা স্মারক প্রদান করেন





জাপানে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল ফ্লিট রিভিউ ও ১৮-তম ওয়েস্টার্ন প্যাসিফিক নেভাল সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণ করেন নৌবাহিনী প্রধান

নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল, এনবিপি, এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি। সিম্পোজিয়ামে অংশ নিতে তিনি ২ নভেম্বর জাপানের উদ্দেশে বাংলাদেশ ত্যাগ করেন। সফরকালে নৌপ্রধান জাপানের মেরিটাইম সেলফ ডিফেন্সের প্রধান এডমিরাল সাকাই রিও, ইউএস প্যাসিফিক ফ্লিট কমান্ডার এডমিরাল স্যামুয়েল পাপারো, ভারতীয় নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল আর হরি কুমার, রয়েল থাই নৌবাহিনীর কমান্ডার ইন চিফ চোয়েংচাই চোমচোয়েংপেট এবং কোরিয়ার নৌবাহিনীর চিফ অব নেভাল অপারেশন্স এডমিরাল লি জং হো'র সাথে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন দ্বিপাক্ষীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে মত বিনিময় করেন।

৫ থেকে ১০ নভেম্বর জাপানের ইয়াকোহামাতে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল ফ্লিট রিভিউয়ে বাংলাদেশ ও জাপানসহ ওয়েস্টার্ন প্যাসিফিক নেভাল সিম্পোজিয়ামের সদস্য এবং পর্যবেক্ষক দেশসমূহের নৌপ্রধানগণ, অর্ধশতাধিক জাহাজ, সাবমেরিন ও এয়ারক্রাফট অংশ নেয়। মহড়ায় ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের নৌশক্তিসমূহের শক্তিমত্তা ও কল্যাকৌশল প্রদর্শিত হয়েছে। সিম্পোজিয়ামের মাধ্যমে ভারত

মহাসাগরীয় অঞ্চলে বাংলাদেশের সমুদ্র নিরাপত্তা এবং সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের সাথে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বিদ্যমান পারস্পরিক সহযোগিতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও সুসংহত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

শান্তিকালীন পদক প্রদান ও খেতাব প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা

সশস্ত্র বাহিনী দিবস-২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে নৌবাহিনীর খেতাবপ্রাপ্ত ২২ জন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের

উত্তরাধিকারীগণকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া ২০২১ সালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বীরত্ব ও সাহসিকতাপূর্ণ কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ৩৯ জন নৌসদস্যকে শান্তিকালীন পদকে ভূষিত করা হয়। ২১ নভেম্বর নৌসদরের সাগরিকা হলে

সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষ্যে নৌসদরস্থ সাগরিকা হলে ২০২১ সালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বীরত্ব ও সাহসিকতাপূর্ণ কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ শান্তিকালীন পদকে ভূষিত নৌসদস্যদের সাথে নৌবাহিনী প্রধান এম শাহীন ইকবাল ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ





নবীন নাবিক শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজে সেরা চৌকস নাবিককে ট্রফি প্রদান করছেন নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল

আয়োজিত অনুষ্ঠানে নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সম্মাননা ও শান্তিকালীন পদক তুলে দেন।

শান্তিকালীন পদকপ্রাপ্তদের মধ্যে ২ জন নৌবাহিনী পদক (এনবিপি), ৫ জন অসামান্য সেবা পদক (ওএসপি), ৫ জন বিশিষ্ট সেবা পদক (বিএসপি), ৭ জন নৌ গৌরব পদক (এনজিপি), ১০ জন

নৌ উৎকর্ষ পদক (এনইউপি) এবং ১০ জন নৌ পারদর্শিতা পদক (এনপিপি) পদকে ভূষিত হয়েছেন। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ রুহুল আমিনের পরিবারসহ ৫ জন বীর উত্তম, ৮ জন বীর বিক্রম, ৮ জন বীর প্রতীক মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবারবর্গ, নৌসদরের পিএসও'গণ এবং ঢাকা নৌ অঞ্চলের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে

খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের উত্তরাধিকারীগণের হাতে সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়। একই কর্মসূচি চট্টগ্রাম ও খুলনা নৌঅঞ্চলেও অনুষ্ঠিত হয়েছে।

নবীন নাবিকদের শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজ

খুলনা নৌখাটি বানোজা তিতুমীর প্যারেড গ্রাউন্ডে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর

বি/২০২২ ব্যাচের ৭৭৮ জন নবীন নাবিকের শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়েছে ৩০ নভেম্বর। নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল প্রধান অতিথি থেকে মনোজ্ঞ কুচকাওয়াজ পরিদর্শন ও মার্চপাস্টের সালাম গ্রহণ করেন এবং কৃতী নবীন নাবিকদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। নবীন নাবিকদের মধ্যে মো. আশিকুল ইসলাম পেশাগত ও সকল বিষয়ে সেরা চৌকস নাবিক হিসেবে 'নৌপ্রধান পদক', মো. ইসাহাক ইসলাম দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে 'কমখুল পদক' এবং মো. কাউসার হোসেন ছাব্বির তৃতীয় স্থান অধিকার করে 'তিতুমীর পদক' লাভ করেন।

নৌপ্রধান নবীন নাবিকদের উদ্দেশে তাঁর ভাষণে, স্বাধীনতার স্বপ্নটি ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসামান্য অবদানের কথা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। সেই সাথে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী বীর নৌসেনা ও মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেন।

তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক ইচ্ছা ও পৃষ্ঠপোষকতায় ইতিমধ্যে বাংলাদেশ নৌবাহিনী একটি ত্রিমাত্রিক ও যুগোপযোগী নৌবাহিনী হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত। নৌবাহিনীর এই উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে এবং আগামী

নবীন নাবিকদের শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল





বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন

দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় উচ্চ মনোবল ও সাহস নিয়ে নবীন নাবিকদের একযোগে দেশের জন্য কাজ করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, নেভাল এডিয়েশনের কার্যক্রম গতিশীল করার জন্য সম্প্রতি দুটি নতুন মেরিটাইম প্যাট্রোল এয়ার ক্রাফট মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সংযোজিত হয়েছে। দেশীয় শিপইয়ার্ডে জাহাজ নির্মাণের সক্ষমতা বৃদ্ধির ধারাবাহিকতায় খুলনা শিপইয়ার্ডে ৫টি প্যাট্রোল ক্রাফট নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে, যা শিগগির নৌবহরে যুক্ত হবে বলে আশা করা যায়। এছাড়া নৌবাহিনীর অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নৌবহরে বিদ্যমান জাহাজসমূহের আধুনিকায়নের লক্ষ্যে আরও উন্নত মানের মিসাইল, গান এবং প্রযুক্তিসম্পন্ন অস্ত্র সংযোজনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

নৌবাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ বছর ২টি ইউটিলিটি হেলিকপ্টার, ৩টি বৃহদাকারের ল্যান্ডিং ক্রাফট ট্যাংক (এলসিটি) ক্রয়সহ বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

তিনি তার বক্তব্যে নৌখাঁটি তিতুমীরে নবীন নাবিক প্রশিক্ষণ বিদ্যালয় থেকে অর্জিত জ্ঞান যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে নিজেদেরকে যোগ্য নাবিক হিসেবে গড়ে তোলা এবং ভবিষ্যৎ

কর্মজীবনে এই প্রশিক্ষণ কাজে লাগিয়ে জাতীয় নিরাপত্তা ও অগ্রগতির পথে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান। তিনি পেশা হিসেবে দেশ সেবা ও দেশ গড়ার পবিত্র দায়িত্বকে বেছে নেওয়ায় নবীন নাবিকদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। একই সাথে তাদেরকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় নিজেদের নিয়োজিত করার পরামর্শ দেন।

কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মাঝে সহকারী নৌপ্রধান (পার্সোনাল), খুলনা নৌঅঞ্চলের আঞ্চলিক কমান্ডারসহ উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা এবং নবীন নাবিকদের অভিভাবকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

নৌপ্রধানের সাথে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের সাক্ষাৎ

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর (মিগ্রবাহিনী) ৩৬ জন বীরযোদ্ধা ১৫ ডিসেম্বর নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবালের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। বনানী নৌসদর দপ্তরের সাগরিকা হলে সৌজন্য সাক্ষাতে ভারতীয় দলের নেতৃত্ব দেন লে. জেনারেল অনিল কুমার লাম্বা (অব.)। এ সময় সশস্ত্র বাহিনীর

কর্মকর্তা এবং নৌসদরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে অনিল কুমার লাম্বা ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় যোদ্ধাদের বিভিন্ন অবদানের কথা স্মৃতিচারণ করেন। তিনি বাংলাদেশ ও ভারত বন্ধুপ্রতিম দুই দেশের ঐতিহ্যবাহী সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে এ সম্পর্ককে আরও এগিয়ে নিতে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান। এর আগে ভারতীয় প্রতিনিধিদলটি শিখা অনিবার্ণে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে শাহাদতবরণকারী সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। সফরের অংশ হিসেবে প্রতিনিধিদলটি বিজয় দিবসে জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন ও বিজয় দিবস কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। ছয়দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে আসা প্রতিনিধিদলটি ১৯ ডিসেম্বর বাংলাদেশ ত্যাগ করেন।

মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন

যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে নৌবাহিনীর সকল জাহাজ ও ঘাঁটিতে ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে। নৌঅঞ্চলসমূহের মসজিদে ফজরের নামাজের পর স্বাধীনতা যুদ্ধে শাহাদতবরণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মার মাগফিরাত,

দেশের শান্তি, সমৃদ্ধি ও উন্নতি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। অন্যান্য কর্মসূচির মধ্যে ছিল সকল জাহাজ ও ঘাঁটিতে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক বিশেষ প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী। নৌবাহিনী পরিচালিত স্কুল ও কলেজসমূহেও বিজয় দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বিশেষ আলোচনা সভা, আবৃত্তি, কুইজ ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়।

দিবসটি যথাযথভাবে পালনের অংশ হিসেবে খুলনা নৌঅঞ্চলের আঞ্চলিক কমান্ডার স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ বীরশ্রেষ্ঠ রত্নল আমিন ও শহীদ বীর বিক্রম মহিবুল্লাহ'র সমাধিতে 'গার্ড অব অনার' ও পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এছাড়া দিবসটি উপলক্ষ্যে ঢাকার সদরঘাটে বানোজা অদম্য, পাগলা নেভাল জেটি নারায়ণগঞ্জে বানোজা অতন্দ্র, চট্টগ্রাম নেভাল জেটিতে বানোজা সমুদ্র অভিযান, বিআইডব্লিউটিএ রকেট ঘাট খুলনায় বানোজা চিত্রা, দিগরাজ মোংলা নেভাল বার্থে বানোজা করতোয়া এবং বিআইডব্লিউটিএ ঘাট বরিশালে বানোজা যমুনা সর্বসাধারণের পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়। চট্টগ্রামের লাভলেনে অবস্থিত মেরিটাইম মিডিজিয়ার উন্মুক্ত রাখা হয়। এদিন বেলা ২টা থেকে ৪টা পর্যন্ত নৌবাহিনীর বাদকদল সদরঘাট এলাকায় বাদ্য পরিবেশন করেছে।



জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে আয়োজিত আন্তর্জাতিক ফ্লিট রিভিউ-২০২২ এ বঙ্গপ্রতিম দেশের নৌপ্রধান ও তাদের প্রতিনিধিদের সাথে অংশগ্রহণ করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

আন্তর্জাতিক ফ্লিট রিভিউ (আইএফআর)-২০২২ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে নৌবাহিনীর অনবদ্য আয়োজন



বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের লক্ষ্যে গত ৬-৯ ডিসেম্বর, ২০২২ দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক ফ্লিট রিভিউ (আইএফআর)-২০২২ আয়োজন করে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। বঙ্গপ্রতিম দেশের নৌপ্রধান ও তাদের প্রতিনিধিসহ বিশ্বের ২৭টি দেশের রাষ্ট্রীয় এবং নৌবাহিনীর শীর্ষস্থানীয় প্রতিনিধিবর্গ ফ্লিট রিভিউতে অংশ নেন।

ফ্লিট রিভিউর মূল মহড়া অনুষ্ঠিত হয় বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত কক্সবাজারের ইনানী সৈকত-সংলগ্ন বঙ্গোপসাগরে। স্বাগতিক বাংলাদেশ নৌবাহিনীর পাশাপাশি ভারত, মালয়েশিয়া, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, চীন ও মার্কিন নৌবাহিনী ডেস্ট্রয়ার, করভেট, ফ্রিগেট ও কমব্যাটশিপসহ আটটি জাহাজ নৌমহড়ায় অংশ নেয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৭ ডিসেম্বর উৎসবমুখর পরিবেশে উদ্বোধনী আয়োজনের প্রধান অতিথি ছিলেন এবং ঐতিহ্যবাহী নৌপ্রথা অনুযায়ী ‘শিপস বেল’ বাজিয়ে আইএফআর-২০২২ উদ্বোধন করেন।

প্রথম ফ্লিট রিভিউ

ইতিহাসে প্রথম ফ্লিট রিভিউ আয়োজনের কৃতিত্ব ব্রিটিশ রাজকীয় নৌবাহিনীর। আজ থেকে প্রায় ৭০০ বছর আগে ইংল্যান্ডের রাজা তৃতীয় অ্যাডওয়ার্ড (১৩২৭-১৩৭৭) তার ফ্রান্স অভিযানের প্রাক্কালে ১৩৪৬ সালে একটি ফ্লিট রিভিউ আয়োজনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রিটিশ নৌবহর পরিদর্শন করেন। রাজকীয় নৌবাহিনীর সাড়ে সাতশ জাহাজ অংশ নেয়

এ ফ্লিট রিভিউতে। ইতিহাসে সেটাই কোনো নৌবাহিনীর প্রথম ফ্লিট রিভিউ।

পরবর্তীকালে বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উদ্দেশ্যে অনুরূপ ফ্লিট রিভিউ আয়োজন করেছে। আগেকার দিনে মূলত তিন কারণে আয়োজিত হতো এসব ফ্লিট রিভিউ- ১. শত্রুর বিরুদ্ধে সেনাভিযান শুরুর প্রাক্কালে নিজের প্রস্তুতি যাচাইয়ের লক্ষ্যে, ২. মিত্র এবং শত্রু দেশের প্রতি নিজেদের শক্তিমত্তা

বিষয়ক বার্তা প্রেরণের উদ্দেশ্যে এবং ৩. জাতীয় পর্যায়ে বড় কোনো বিজয় কিংবা সাফল্য উদযাপনের লক্ষ্যে।

একুশ শতকের একক বিশ্ব

বিশ শতকে দুটি বড় যুদ্ধ পার করেছে বিশ্ব। সে অভিজ্ঞতার আলোকে একুশ শতকে পা রেখেছে বিশ্বের মানুষ। এ সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্মেষে

স্থানিক ও কালিক দূরত্ব অতিক্রম করে অভাবনীয় যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা হয়েছে মানুষে মানুষে। একক উন্নয়ন বা অগ্রগতির ধারণার জায়গা নিয়েছে বিশ্বের সকল মানুষের সামগ্রিক অগ্রগতি ও কল্যাণের ধারণা।

অনুরূপ, অবৈধ মৎস্য আহরণ বা আইইউইউ ফিশিং, পাইরেসি, অস্ত্র-মাদক ও মানব পাচার, জলবায়ু সংকট ও পরিবেশ বিপর্যয় মোকাবিলা এবং আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন বাস্তবায়নের পথে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মতো অভিন্ন সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে বিশ্বের সব দেশ আজ উপলব্ধি করছে, বিরোধ নয়, বরং সহযোগিতার মধ্যেই রয়েছে সমাধান, তথা বৃহত্তর মানবতার প্রগতি ও কল্যাণ। আর বিশ্বমানবের এ মানসিকতার প্রতিফলন ঘটছে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির নৌবাহিনীর মধ্যেও। ফলত একুশ শতকের আধুনিক বিশ্বে ফ্লিট রিভিউ এর অন্যতম উদ্দেশ্য একটাই—বিশ্বের বিভিন্ন নৌশক্তির মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া, সমন্বয় ও সহযোগিতার পরিধি বৃদ্ধির মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠের তিনভাগ জুড়ে অধিষ্ঠিত সমুদ্র ও সমুদ্রসম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের পথে অভিন্ন সংকটগুলো মোকাবিলার পথ আরও সুগম করা।

বন্ধুত্ব, দিগন্ত পেরিয়ে

মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক ফ্লিট রিভিউ-২০২২ আয়োজনের পেছনে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অন্যতম লক্ষ্য ছিল বিশ্বমানব কল্যাণে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশিত শান্তি ও বন্ধুত্বের বার্তার প্রচার ও প্রসার।

এর অর্থ আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক সমুদ্র অঞ্চলে সমমনা নৌশক্তিসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র বৃদ্ধি এবং তাকে আরও জোরদার ও কার্যকর



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক ফ্লিট রিভিউ ২০২২ উপলক্ষ্যে নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবালকে শুভেচ্ছা স্মারক প্রদান করেন

করে তোলা। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সাংগঠনিক সক্ষমতা প্রদর্শন করাটা ছিল এরই পাশাপাশি বিএন-এর আরেকটি উদ্দেশ্য। বাংলাদেশের নিজস্ব জলসীমায় অন্যান্য নৌবাহিনীর সাথে অপারেশনাল কার্যক্রম পরিচালনারও এক অনন্য সুযোগ তৈরি করে আইএফআর-২০২২।

সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয়— স্বাধীন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশিত এই মূলনীতির প্রকৃষ্ট প্রতিফলন আইএফআর-২০২২। যোগাযোগ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে আবির্ভূত একক বিশ্বের অভিন্ন সমুদ্রের সামগ্রিক নিরাপত্তা নিশ্চিত

করণীয় কার্যক্রমে সবাইকে शामिल হওয়ার আহ্বান জানাতেই বাংলাদেশ নৌবাহিনীর এ আয়োজন।

এসো সবে, সাগরের আহ্বানে

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর আন্তর্জাতিক ফ্লিট রিভিউ-২০২২ আয়োজনে যোগদানকারী ২৭ দেশের অতিথিবর্গকে স্বাগত জানাতে উৎসবের পরিচ্ছদে অনন্য মোহনীয় রূপে আবির্ভূত হয় ইনানী সমুদ্রসৈকত, যেখানে বঙ্গোপসাগরের অন্তহীন নীল চেউ একের পর এক এসে ভেঙে পড়ছে সাদা বালুকণার ঝিলিক তোলা সৈকতে।

আন্তর্জাতিক ফ্লিট রিভিউ ২০২২ এ ভাষণ প্রদান করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা





আন্তর্জাতিক ফ্লিট রিভিউ ২০২২ এ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কেক কাটিং এর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

উৎসবে যোগদানকারী গুরুত্বপূর্ণ অতিথিবর্গ, গণমাধ্যম ও অভ্যাগত দর্শকবৃন্দের জন্য সেখানে ছিল প্রশস্ত জায়গাজুড়ে বিস্তৃত সুসজ্জিত শামিয়ানার ছায়ায় চমৎকার বসার আয়োজন। প্রধান অতিথি ও বিশিষ্ট অতিথিবর্গের জন্য নির্ধারিত এলাকা এবং বক্তব্য প্রদান ও উদ্বোধনী আয়োজনের জন্য ছিল একটি বিশেষ মঞ্চ। উৎসব এলাকাজুড়ে ছিল রঙিন পতাকা, ফেস্টুন আর ব্যানারের আকর্ষণীয় সমাহার।

‘আইস ব্রেকিং’

চার দিনব্যাপী আইএফআর-২০২২ দৃশ্যত উজ্জ্বল হতে শুরু করে ৫ ডিসেম্বর থেকেই যখন বিভিন্ন দেশের অংশগ্রহণকারী নৌবাহিনীর জাহাজগুলো দিগন্তের ওপার থেকে উঠে আসতে শুরু করে, একে একে নোঙর ফেলে উপকূলের অদূরে বঙ্গোপসাগরে।

৬ ডিসেম্বর, বাংলাদেশ নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল ফ্লিট রিভিউতে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে আগত বিদেশি জাহাজ ও নাবিকদের স্বাগত জানান এবং সম্প্রীতি ও সহযোগিতার বার্তাবাহী স্মারক উপহার দেন।

পরদিন নির্ধারিত মূল আয়োজনে যাতে কোনো ভুল-ত্রুটি না ঘটে, সেজন্য এদিন দুপুরে ফ্লিট রিভিউতে যোগদানকারী সকল জাহাজের অংশগ্রহণে বঙ্গোপসাগরে একটি চূড়ান্ত মহড়া অনুষ্ঠিত হয়।

সন্ধ্যায় বিভিন্ন দেশের অভ্যাগত অতিথিবর্গের সম্মিলনে একটি ‘আইস ব্রেকিং সেশন’ বা পরিচয়পর্ব আয়োজিত হয়। অপরিচয়ের বেড়া ভেঙে এবং ভাষার জড়তা ঘুচে গিয়ে এর ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই ভিন্নভাষী ও ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষগুলোর মধ্যে একটি অন্তরঙ্গ সম্পর্ক তৈরি সম্ভব হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আইএফআর-২০২২ পরিদর্শন

৭ ডিসেম্বর সকালে কক্সবাজার বিমানবন্দরে এসে নামেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বিমানবন্দরে বাংলাদেশ নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল তাকে অভ্যর্থনা জানান। এখান থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে মোটর শোভাযাত্রাসহকারে ইনানী সমুদ্রসৈকতে সুসজ্জিত অনুষ্ঠানস্থলে নিয়ে যাওয়া হয়। এখানে একটি নজরকাড়া ‘গার্ড অব অনার’ প্রদানের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীকে অভিবাদন জ্ঞাপন করে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর একটি চৌকস দল।

উদ্বোধনী আয়োজনের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য দেন নৌপ্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল। এরপর একটি অডিও ভিজুয়াল উপস্থাপনার মাধ্যমে আইএফআর-২০২২

আন্তর্জাতিক ফ্লিট রিভিউ ২০২২ এ প্রধান অতিথি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বন্ধুপ্রতিম দেশের নৌবাহিনীর সদস্যরা অভিবাদন জানান



এর বিভিন্ন দিক ও আঙ্গিক তুলে ধরা হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অতঃপর নৌবাহিনীর চিরায়ত প্রথামাফিক নির্ধারিত মঞ্চের এক কোণে সুরক্ষিত একটি ‘শিপস বেল’ বাজিয়ে আইএফআর-২০২২ এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করেন। কয়েক সেকেন্ড পরই তার ঘণ্টাধ্বনির ডাকে সাড়া দিয়ে অনুরূপ ঘণ্টাধ্বনি বেজে ওঠে নিকটবর্তী সাগরে সারিবদ্ধ সুসজ্জিত যুদ্ধজাহাজের সমাহার থেকে।

এরপর আনুষ্ঠানিকভাবে বিউগল ধ্বনির মধ্য দিয়ে আইএফআর-২০২২ এর পতাকা এবং অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। অনুষ্ঠানস্থলের অদূরে নবনির্মিত কজওয়ার টাওয়ার থেকে আইএফআর-২০২২ এর বিশালাকার ড্রপডাউন-ব্যানার উন্মোচিত হয়।

একই সময় নৌবাহিনীর সুদৃশ্য ইউনিফর্ম পরিহিত ৫০ জন শিশু অনুষ্ঠানের মূল মঞ্চে উঠে আসে, এবং দলবদ্ধভাবে ‘আইএফআর-২০২২’ এর প্রতিপাদ্য সংগীত পরিবেশন করে।

বিশ্ব মানবতার সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনার পাশাপাশি সবার মাঝে সম্প্রীতি ও বন্ধুত্বের বার্তা ছড়াতে শান্তির প্রতীক একশ কবুতর আকাশে ওড়ানো হয়।

এরপর ফ্লিট রিভিউতে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জাহাজের সকল কর্মকর্তা ও নাবিকগণ এবং অংশগ্রহণকারী সকল বিদেশি জাহাজের কর্মকর্তা ও নাবিকগণ একটি অনবদ্য বিচ-প্যারেড বা সৈকত কূচকাওয়াজে অংশ নেন এবং মঞ্চ অতিক্রমকালে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথিকে অভিবাদন জানান।

পাশাপাশি নীল সাগরের বুকেও এ সময় শুরু হয় ত্রিমাত্রিক নৌ-শক্তির এক মনোমুগ্ধকর সামরিক প্রদর্শনী। শত্রুপক্ষের প্রস্তুতির আগেই দ্রুতগতির বোট নিয়ে ঝটিকা অভিযান চালিয়ে অতর্কিতে কীভাবে শত্রু জাহাজের দখল নিতে হয়, একটি দৃশ্যনন্দন মহড়ার মধ্য দিয়ে তা প্রদর্শন করে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর স্পেশাল ওয়ারফেয়ার ডাইভিং অ্যান্ড স্যালাভেজ (সোয়াডস্) সদস্যরা। এরপর সৈকতের মঞ্চে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী কৃষ্টি ও সংস্কৃতি তুলে ধরে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

বৃহত্তর নৌ-সংহতির আত্মন প্রধানমন্ত্রীর

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার উদ্বোধনী ভাষণে বাংলাদেশের প্রথম আন্তর্জাতিক ফ্লিট রিভিউ-২০২২ সফলভাবে আয়োজনের জন্য বাংলাদেশ নৌবাহিনী এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অংশগ্রহণকারী নৌবাহিনীকে অভিনন্দন জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশিত আমাদের পররাষ্ট্রনীতির মূল প্রতিপাদ্য ‘সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো প্রতি বৈরিতা নয়’; এই প্রতিপাদ্যের আলোকেই প্রণীত আইএফআর-২০২২ এর প্রতিপাদ্য ‘ফ্রেন্ডশিপ বিওন্ড দ্য হরাইজন’।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ‘দ্য টেরিটোরিয়াল ওয়াটারস অ্যান্ড মেরিটাইম জোনস অ্যাক্ট, ১৯৭৪’



আন্তর্জাতিক ফ্লিট রিভিউ ২০২২ উপলক্ষ্যে আয়োজিত ফটো গ্যালারি ‘বঙ্গবন্ধু কর্নার’ পরিদর্শন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

প্রণয়নের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে বাঙালি জাতির ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রথম আইনগত ভিত্তি তৈরি করেন। দূরদর্শী এই নেতা দেশের সমুদ্রসম্পদ সুরক্ষায় একটি শক্তিশালী নৌবাহিনী গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রথম যুদ্ধজাহাজ সংগ্রহ করেন। পাশাপাশি আগামী দিনের নৌবাহিনীর জন্য একটি মজবুত অবকাঠামো প্রতিষ্ঠাকল্পে চট্টগ্রামে নৌবাহিনীর প্রধান ঘাঁটি বানোজা ঈসা খানসহ ঢাকা ও খুলনায় বেশ কয়েকটি নৌঘাঁটি কমিশনিং করেন এবং নৌবাহিনীকে ‘নেভাল এনসাইন’ প্রদান করেন।

দেশ গঠনে নৌবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণে বঙ্গবন্ধুর গৃহীত প্রাথমিক পদক্ষেপের ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে একুশ শতকে বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে ত্রিমাত্রিক সক্ষমতা দিয়ে এক অনন্য উচ্চতায় উন্নীত করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে দীর্ঘদিনের সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত বিরোধ শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির মাধ্যমে বিপুল সমুদ্র অঞ্চলের ওপর দেশের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে।

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ব্যবস্থাপনায় কক্সবাজারের ইনানীতে নির্মিত দৃষ্টিনন্দন কজওয়ারে জেটির প্রবেশপথ





নীল সাগরের বুকে ত্রিমাত্রিক নৌ-শক্তির মনোমুগ্ধকর ফ্লিট রিভিউ উপভোগ করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

‘আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নির্বিঘ্ন রাখতে সমুদ্রপথ ও জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রসম্পদের সুরক্ষা ও তার সর্বোচ্চ কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে আধুনিক যুদ্ধজাহাজ, সাবমেরিন, হেলিকপ্টার, মেরিটাইম পেট্রোল এয়ারক্র্যাফট (এমপিএ) এবং অত্যাধুনিক সামরিক সরঞ্জাম সংযোজনের মধ্য দিয়ে একটি বৈশ্বিক মানের ত্রিমাত্রিক নৌবাহিনীতে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

পাশাপাশি তিনি আশা প্রকাশ করেন, আন্তর্জাতিক ফ্লিট রিভিউ-২০২২ এর মহাসম্মেলনে অংশগ্রহণকারী নৌবাহিনীগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার বন্ধন আরও মজবুত ও কার্যকর করবে। তিনি বলেন, মিত্র নৌবাহিনীসমূহের যুদ্ধজাহাজ এবং প্রতিনিধিদলের এ সমাবেশ সামগ্রিকভাবে বিশ্বশান্তি এবং বিশেষভাবে বিশ্বের অর্থনৈতিক সমুদ্রপথ রক্ষার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংহতি, আস্থা এবং সহযোগিতার বহিঃপ্রকাশ।

সুচিন্তিত পরিকল্পনার মাধ্যমে আইএফআরের ক্রটিশূন্য বাস্তবায়নের জন্য নৌসদস্যদের প্রতি অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন, এটি বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জন্য এক অসামান্য অর্জন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এরপর জাতির পিতার বঙ্গবন্ধুর প্রতি উৎসর্গিত ‘বঙ্গবন্ধু কর্নার’ পরিদর্শন করেন। এরপর প্রধানমন্ত্রী ইনানী সৈকতে নির্মিত এক কিলোমিটার দীর্ঘ কজওয়ে ও জেটির উদ্বোধন করেন।

প্রসঙ্গত, আইএফআর-২০২২ বাস্তবায়নের প্রাথমিক পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এই সামুদ্রিক জেটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত এক প্রকৌশল বিষয়। এখানে গভীর সমুদ্রচারী জাহাজ কিংবা নৌকার বার্থিং সুবিধা থাকার কারণে বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিচালিত বিভিন্ন ধরনের সামুদ্রিক অভিযান পরিচালনার কার্যক্রম আরও

সুগম ও সুসংহত হবে। সমুদ্রের এক কিলোমিটার গভীর অবধি বিস্তৃত এই কজওয়ে এতদাঞ্চলের অন্যতম পর্যটন আকর্ষণ হিসেবে ইতিমধ্যেই দেশে-বিদেশে সুখ্যাতি লাভ করেছে, ফলে বিকাশ ঘটছে দেশের পর্যটন শিল্পেরও।

যুদ্ধজাহাজের নৌমহড়া

জেটির বিশেষ মঞ্চ থেকেই ফ্লিট রিভিউ আয়োজনের প্রধান অতিথি হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আকাশে এমপিএ, হেলিকপ্টার, ও পানিতে যুদ্ধজাহাজ, ডুবোজাহাজ ও বিশেষায়িত নৌযানের অংশগ্রহণে আয়োজিত আকর্ষণীয় মহড়ার বিভিন্ন আয়োজন উপভোগ করেন এবং নৌসেনাদের অভিযান গ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সোয়াডস সদস্যদের উপস্থাপিত ভিজিট, বোর্ড, সার্চ এবং সিজার (ভিবিএসএস) অপারেশনের মাধ্যমে ফ্লিট রিভিউর মূল আয়োজন শুরু হয়।

মহড়ার পরবর্তী ইভেন্ট ছিল ‘উইকিং-অ্যান্ড-ডেক-ল্যান্ডিং অপারেশন’। এতে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর নেভাল এভিয়েশন শাখার একটি অগাস্টা ওয়েস্টল্যান্ড হেলিকপ্টার থেকে রঞ্জু বেয়ে দুঃসাহসী এক নৌসেনা নেমে আসে সাগরের পানিতে, সেখানে ভাসমান একজন বিপন্ন মানুষকে উদ্ধার করে, এবং এই দুজনকে নিয়ে হেলিকপ্টারটি জাহাজের ডেকে নিখুঁত দক্ষতায় অবতরণ করে।

এরপর একাধিক সারিতে সুসজ্জিত বিভিন্ন দেশের যুদ্ধজাহাজ প্রথামাফিক প্রধানমন্ত্রীকে অভিযান জানিয়ে এগিয়ে যায়। প্রধান অতিথির মঞ্চ অতিক্রমকালে প্রতিটি জাহাজের সকল নাবিক জাহাজের ডেকে মাথার টুপি খুলে হাত নেড়ে এবং

সকল কর্মকর্তা জাহাজের আপার ডেকে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রীকে সালাম জানান। তারা সমস্তরে ‘জয় বাংলা’ এবং অন্যান্য প্রীতিসূচক স্লোগানও দেন।

সাগরের বুকে যুদ্ধজাহাজের মহড়া উপভোগের পর মাননীয় প্রধান অতিথির সম্মানে আয়োজিত ভোজসভায় নৌপ্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতে আইএফআর-২০২২-এর স্মারক তুলে দেন। ঘটনাবহুল উৎসবমুখর দিনটি শেষ হয় সন্ধ্যায় সমাগত বিদেশি অতিথি ও শিল্পীদের অংশগ্রহণে সৈকতে একটি জমকালো সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা ও বার-বি-কিউ আয়োজনের মধ্য দিয়ে।

মেরিটাইম ডিসকোর্স : সমুদ্র নিরাপত্তার সমাধান সম্মিলিত উদ্যোগেই

৮ ডিসেম্বর হোটেল সি পার্ল এর সাফিনা হলে বর্তমান বিশ্বের সমুদ্র নিরাপত্তাজনিত বহুমাত্রিক সংকট ও তা মোচনের লক্ষ্যে সমন্বিত উদ্যোগের গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করে একটি মেরিটাইম ডিসকোর্স বা সমুদ্রবিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন। ফ্লিট রিভিউতে অংশগ্রহণকারী বিদেশি নৌপ্রধান এবং উচ্চপদস্থ প্রতিনিধিরা তথ্যবহুল ও প্রাণবন্ত এ সেমিনারে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত তুলে ধরেন।

বিশ্বের সমুদ্রগুলোতে অবৈধ মৎস্য আহরণ (আইইউইউ ফিশিং), বাণিজ্য জাহাজে পাইরেসি বা জলদস্যুতা, অস্ত্র-মাদক ও মানব পাচার, পরিবেশ দূষণ ইত্যাকার অভিন্ন হুমকি মোকাবিলায় মাধ্যমে সাগরে ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশন (আইএমও) প্রবর্তিত সার্বজনীন সমুদ্রবিধির যথাযথ প্রতিপালন নিশ্চিতকল্পে করণীয় বিষয়ে বিজ্ঞ বক্তাগণ সেমিনারে তাদের বক্তব্য তুলে ধরেন।



বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনকল্পে

বাংলাদেশ নৌবাহিনী আয়োজিত আন্তর্জাতিক ফ্লিট রিভিউ (আইএফআর-২০২২)

ইনানী সমুদ্রসৈকত ও সংলগ্ন বঙ্গোপসাগর, কক্সবাজার, ৬-৯ ডিসেম্বর, ২০২২



অংশগ্রহণকারী : অস্ট্রেলিয়াসহ ২৭ দেশের প্রতিনিধি

অস্ট্রেলিয়া-চীন-মিশর-জার্মানি-ভারত-ইন্দোনেশিয়া-ইরান-ইতালি-জাপান-কোরিয়া-মালয়েশিয়া-মালদ্বীপ-প্যালেস্টাইন-সুদান-তাজানিয়া-থাইল্যান্ড-সৌদি আরব-শ্রীলংকা-মিয়ানমার-নাইজেরিয়া-নেদারল্যান্ডস-ওমান-তুরস্ক-সংযুক্ত আরব আমিরাত-যুক্তরাজ্য-যুক্তরাষ্ট্র-সিঙ্গাপুর

ভারতীয় নৌবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের ফ্ল্যাগ অফিসার কমান্ডিং-ইন-চিফ ভাইস এডমিরাল বিশ্বজিৎ দাস গুপ্ত বলেন, বিশ্বের সমুদ্রগুলো আজ যে ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখে রয়েছে, বৈশিষ্ট্য বিচারে তার সবগুলোই আন্তর্জাতিক এবং এর বেশিরভাগই কোনো একটি দেশের পক্ষে এককভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব নয়।

ইসলামিক রিপাবলিক অব ইরান নেভির কমান্ডার রিয়ার এডমিরাল শাহরান ইরানি বলেন, মানুষের জন্য অসীম সম্পদ নিজের বৃকে গচ্ছিত রেখেছে সমুদ্র। কিন্তু সৃষ্টিকর্তার এ পরম উপহারের সঠিক ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন নিরাপত্তা, দক্ষতা, প্রশিক্ষণ, অংশগ্রহণ, সহযোগিতা এবং সর্বোপরি, দিগন্ত ছাড়িয়ে যাওয়া বন্ধুত্ব।

জাপান মেরিটাইম সেলফ ডিফেন্স ফোর্সের (জেএমএসডিএফ) উপ-নৌপ্রধান ভাইস এডমিরাল সাইতো আকিরা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিভিন্ন নৌবাহিনীর মধ্যে সমন্বয় ও যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা এবং উচ্চতর পেশাগত প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে জেএমএসডিএফ গৃহীত ‘শর্ট টার্ম এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম ফর অফিসারস অব দ্য নেভট জেনারেশন’ এবং ‘প্যাসিফিক নেভাল কলেজ সেমিনার’সহ বিভিন্ন কার্যক্রম বিশদভাবে তুলে ধরেন।

মালয়েশিয়ার ন্যাশনাল টাস্কফোর্সের কমান্ডার ভাইস এডমিরাল দাতো রোসলান মোহাম্মদ ইউনুস বলেন, বিভিন্ন দেশের নৌবাহিনীসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা ও সহযোগিতা বৃদ্ধিকল্পে কার্যকর ভূমিকা

রাখতে সক্ষম বিভিন্ন নৌবাহিনীর অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত এ জাতীয় ফ্লিট রিভিউ এবং সমুদ্র বিষয়ক সেমিনার। তবে আমাদের সামনে বিপুল সম্ভাবনা অনাবিষ্কৃত রয়েছে এখনো। এসব সম্ভাবনার আবিষ্কার ও বাস্তবায়নের মাধ্যমেই বিশ্বব্যাপী সমুদ্র অঞ্চলে বিরাজমান চ্যালেঞ্জসমূহের মোকাবিলা করা সম্ভব।

নাইজেরিয়া নৌপ্রধানের প্রতিনিধি হিসেবে রিয়ার এডমিরাল এফডি আকপান তার বক্তব্যে জানান, গিনি উপসাগরে নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বহুজাতিক উদ্যোগে সক্রিয় রয়েছে নাইজেরিয়ার নৌবাহিনী। এসব উদ্যোগের ফলশ্রুতিতে আইএমওর ‘পাইরেসি ওয়াচ লিস্ট’ থেকে সম্পত্তি নাম কাটা পড়েছে নাইজেরিয়ার। এজন্য তিনি মার্কিন নৌবাহিনী, ফরাসি





আন্তর্জাতিক ফ্লিট রিভিউ ২০২২ এর অংশ হিসেবে সমুদ্র নিরাপত্তার সেমিনার 'মেরিটাইম ডিসকোর্স' এ নৌপ্রধানসহ বন্ধুপ্রতিম দেশের প্রতিনিধিগণ

নৌবাহিনী, ইতালির নৌবাহিনী ও ব্রিটিশ রাজকীয় নৌবাহিনীর প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

থাইল্যান্ডের রাজকীয় নৌবাহিনীর থার্ড নেভাল এরিয়া কমান্ডার কমান্ডার ভাইস এডমিরাল অ্যাপেকন তার বক্তব্যে মেরিটাইম ডোমেইন অ্যাওয়ারেনেস (এমডিএ) এর কার্যকর প্রয়োগের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় সহযোগিতা, তথ্য বিনিময় এবং যৌথ টহল মিশন পরিচালনার মধ্য দিয়ে এমডিএর কার্যকর বাস্তবায়ন সম্ভব। পাশাপাশি সমুদ্র বিষয়ক জ্ঞানের প্রসার, দক্ষ প্রযুক্তি সামর্থ্য, স্যাটেলাইট ডেটা বিনিময় এবং অন্যান্য সহায়ক উপকরণ বিষয়েও আমাদের গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

তুরস্কের নৌপ্রধান ভাইস এডমিরাল আইদিন শিরিন বলেন, ভূমধ্যসাগর ও কৃষ্ণসাগরে অবৈধ তৎপরতা রোধ ও অভিবাসী সংকট নিরসনে অপারেশন মেরিটাইম শিল্ড, অপারেশন ওশান শিল্ড এবং অপারেশন সিটিএফ-১৫১ এর মতো নিয়মিত বিভিন্ন অভিযান ও মহড়া পরিচালনা করছে তুর্কি নৌবাহিনী। পাশাপাশি, রুশ ফেডারেশন, তুরস্ক, ইউক্রেন এবং জাতিসংঘের উদ্যোগে ২০২২ সালের জুলাই থেকে শুরু হওয়া 'ব্ল্যাক সি গ্রেইন ইনিশিয়েটিভ' এর আওতায় তুর্কি নৌবাহিনীর তৈরি করা নিরাপদ করিডোরের মাধ্যমে পাঁচশর বেশি জাহাজযোগে সার এবং কৃষি উপকরণসহ ১১ মিলিয়ন টনের বেশি খাদ্যশস্য ইতিমধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিবহনের কথাও উল্লেখ করেন তিনি।

মার্কিন নৌবাহিনীর ইউএস প্যাসিফিক ফ্লিটের কমান্ডার এডমিরাল স্যামুয়েল জে পাপারো, জুনিয়র তার বক্তব্যে বলেন, সমুদ্র বিশ্বের সব দেশকে একসূত্রে বেঁধেছে। আমরা সবাই তার প্রতি আকৃষ্ট। প্রথমবারের মতো এ ধরনের একটি আন্তর্জাতিক ফ্লিট রিভিউ আয়োজনে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অনন্য সাফল্যের অকুণ্ঠ প্রশংসা ব্যক্ত করে তিনি বলেন,

পেশাদারি নৈপুণ্য ও দক্ষতার বিচারে বিশ্বের অন্যতম সেরা নৌবাহিনী হিসেবে নিজের স্বীকৃতি আদায় করেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে অবদানের নিরিখে বিশ্বের শীর্ষ অবস্থান বাংলাদেশের। সমুদ্রে বিরাজমান সংকট, যেমন সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, আইইউইউ ফিশিং, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ ইত্যাকার চ্যালেঞ্জের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সবচেয়ে বড় শক্তি আমাদের পারস্পরিক সমঝোতা ও সমন্বয় এবং কার্যকর বন্ধুত্ব। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে দিকনির্দেশনামূলক ও বস্তুনিষ্ঠ বক্তব্য দেন মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে

আব্দুল মোমেন। তিনি তার বক্তব্যে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জাতীয় অগ্রগতিতে সমুদ্রসম্পদের অসীম গুরুত্ব বিশদ তুলে ধরে বলেন, একটি সমুদ্র উপকূলীয় রাষ্ট্র হিসেবে সুপ্রাচীনকাল থেকেই সমুদ্রনির্ভর কার্যক্রমের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ। আমাদের অসীম সমুদ্র সম্ভাবনার কথা সবার আগে উপলব্ধি করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং এই সম্ভাবনা কাজে লাগানোর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর প্রাথমিক ভিত ও রচনা করে যান তিনি। পরবর্তীতে তার সেই আরাধ্য স্বপ্ন বাস্তবায়নের কাজটি এগিয়ে নিয়ে চলেছেন বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

আন্তর্জাতিক ফ্লিট রিভিউ ২০২২ এ অংশগ্রহণ করেন বিএনএফডব্লিউএ চেয়ারম্যান বেগম মনিরা রওশন ইকবালসহ বিভিন্ন দেশের নৌবাহিনী প্রধানদের পত্নীগণ



বাংলাদেশের প্রায় ১,১৮,৮১৩ বর্গকিলোমিটার বিস্তীর্ণ বিশাল সমুদ্রসীমা বিপুল সম্পদের আধার। এখানে শিক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে জ্ঞান লাভ ও কর্মসংস্থানেরও প্রভূত সম্ভাবনা রয়েছে। দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যেরও প্রায় শতভাগই সমুদ্রপথে সম্পন্ন হয়। সে বিচারে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য তার সমুদ্রসম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম।

আঞ্চলিক সহযোগিতার গুরুত্ব তুলে ধরে এ সময় তিনি আরও বলেন, বিশ্বের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি, ৪৩০ কোটি লোকের বাস ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে। এ অঞ্চল বিশ্বের মোট জিডিপির ৪০ শতাংশের জোগানদাতা। বছরে প্রায় ২ ট্রিলিয়ন ডলারের পণ্য পরিবাহিত হয় এ অঞ্চলের বিভিন্ন সমুদ্রপথে। অন্যদিকে প্রশান্ত মহাসাগর আর ভারত মহাসাগরের যোগসূত্র হচ্ছে বঙ্গোপসাগর এবং একই সাথে তা দক্ষিণ ও দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যকার সেতুবন্ধ। বঙ্গোপসাগর উপকূলবর্তী এই দেশগুলোই বৈশ্বিক জলবায়ু বিপর্যয়ের সর্বোচ্চ মাত্রার ভুক্তভোগী। মনে রাখতে হবে, বিশ্বের সমুদ্রসম্পদ কেবল অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির উৎস নয়, এটি আমাদের খাদ্যাভ্যন্তরীণ ও অন্যতম জোগানদাতা। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, কাঁচামালের আকর্ষণে তীব্র বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা, জলবায়ু পরিবর্তন, আর সমুদ্রদূষণের পরিণতিতে মহামূল্যবান এই সমুদ্র আজ হুমকির মুখে। এসব চ্যালেঞ্জ পরাস্ত করতে চাইলে সবার সহযোগিতায় সুসমন্বিত পদক্ষেপ নিতে হবে আমাদের। সুনীল অর্থনীতির টেকসই, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং উৎস-সাশ্রয়ী পথে হাঁটতে হবে বিশ্ব অর্থনীতিকে।

বস্তুত সমুদ্র যদি উন্মুক্ত থাকে, নিরাপদ থাকে, যদি আইনের শাসন বিরাজ করে, যদি বজায় থাকে আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা, তাহলেই উন্নয়নের জন্য কাক্ষিত পরিবেশ নিশ্চিত হবে, ফলে লাভবান হবে ছোট-বড় সব দেশ।



আন্তর্জাতিক ফ্লিট রিভিউ ২০২২ উপলক্ষ্যে আয়োজিত বিএনএফডব্লিউএ এর স্টল পরিদর্শন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

সবশেষে বাংলাদেশ নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল অতিথিবর্গের উদ্দেশ্যে ‘ভোট-অব-থ্যাংকস’ প্রদান করে বলেন, সমুদ্রে আইনের শাসন নিশ্চিত করার প্রশ্নটি বর্তমানে জাতীয় উন্নয়নের এক অনিবার্য পূর্বশর্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে জাতীয় উন্নয়নের মধ্যেই নিহিত বৈশ্বিক শান্তি ও অগ্রগতির চাবিকাঠি। সে আলোকেই আইএফআর-২০২২ আয়োজন, যার মূল লক্ষ্য সমুদ্রনির্ভর দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক

সহযোগিতার ক্ষেত্রে বন্ধুত্বের সম্পর্কটি আরও নিবিড় করা এবং যৌথ সমৃদ্ধি অর্জনের পথ সুগম করা।

সমাপনী আনন্দমেলা সৈকতে

এদিন বিকালে কজওয়ারে আউনিয় সমুদ্রসৈকতে বিভিন্ন ধরনের মজাদার আয়োজন নিয়ে জমজমাট মেলা বসে। সেখানে যোগদান করেন আইএফআর-২০২২ মহাসম্মেলনে যোগ দিতে আসা দেশি-বিদেশি অতিথিবর্গ। সন্ধ্যায় শুরু হয় ‘গালা নাইট’। বিদেশি

আন্তর্জাতিক ফ্লিট রিভিউ ২০২২ এ অংশগ্রহণকারী বন্ধুপ্রতিম বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি তুলে ধরতে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়



আইএফআর জেটি

আইএফআর-২০২২ সফলভাবে সম্পাদন করতে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক আগ্রহ ও আন্তরিকতায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ব্যবস্থাপনায় দীর্ঘ দুই বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে ইনানীতে তৈরি হয়েছে, প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলায় দৃঢ় ও শক্তিশালী জেটি এবং জেটি সংযোগকারী আন্তর্জাতিক মানের কজওয়ে।

বিশ্বের সর্ববৃহৎ সমুদ্রসৈকত কক্সবাজারের ইনানীতে অবস্থিত এই স্থাপনা ট্রেসল স্প্যান পদ্ধতিতে নির্মিত। উত্তাল সমুদ্রের প্রতিকূলতাকে সমীহ করে জ্যাক-আপ-বার্জের সহায়তায় আধুনিক প্রযুক্তি ও সর্বোচ্চ নির্মাণশৈলীর ব্যবহার করা হয়। দীর্ঘ ১২০ মিটার এই জেটির সাথে সংযুক্ত কজওয়েটির দৈর্ঘ্য ৮৫৯ মিটার; যাতে রয়েছে ২.৭ মিটার প্রস্থের সাইডওয়ায় এবং ৩টি বোট র্যাম্প। সুদৃঢ়ভাবে নির্মাণে স্থাপনাটিতে ব্যবহৃত হয়েছে, ৭২ টিউবলার পাইপ ও ৩৭টি স্টিল ফ্যাব্রিকেটেড স্প্যান। এছাড়া নির্মাণ কাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব বিষয়াবলি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়।

নির্মিত এই জেটিটি, সমুদ্রে পরিচালিত নৌবাহিনীর অপারেশনাল কর্মকাণ্ডকে আরও গতিময় করবে।



যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা দুর্ঘটনায় কবলিত দুর্গতদের উদ্ধার তৎপরতায়, অসুস্থ নাবিককে মেডিকেল ইভাকুয়েশনের মতো জরুরি কার্যক্রমে নৌবাহিনীর সামর্থ্যকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যাবে। এছাড়াও সমুদ্রে নিয়োজিত জাহাজগুলোকে রসদ প্রদান এবং কক্সবাজারে অবস্থিত নৌবাহিনীর সম্মুখ ঘাঁটির সাথে যোগাযোগ স্থাপনে এই জেটি ব্যবহৃত হবে।

দৃষ্টিভঙ্গি এই জেটি দেশের অর্থনীতির বিকাশে ভূমিকা রাখার পাশাপাশি সকলের কাছে কক্সবাজারকে আধুনিক ও শৈল্পিক পর্যটন হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেবে। জাতীয় নিরাপত্তার পাশাপাশি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও সুনীল অর্থনীতিতে অবদান রাখবে।

জাহাজের নিজস্ব দলগুলো এখানে তাদের নিজস্ব কৃষ্টি ও সংস্কৃতি তুলে ধরেন। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর নিজস্ব অর্কেস্ট্রাদলও অনবদ্য সিফনি উপস্থাপন করে অভ্যাগতদের মুগ্ধমুগ্ধ প্রশংসা কুড়ায়। সবশেষে দর্শকদের মুগ্ধ করে দর্শনীয় ফায়ার-শো।

অভিজ্ঞতার আলোকে নতুন চ্যালেঞ্জ

২০১৭ সালের ২৬-২৯ নভেম্বর বঙ্গোপসাগরে ইন্ডিয়ান ওশান নেভাল সিম্পোজিয়াম (আইওএনএস) মাল্টিপ্ল্যাটারাল মেরিটাইম সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ

এক্সারসাইজ (ইমসারেক্স) অনুষ্ঠিত হয়। আইওএনএস চেয়ারম্যান হিসেবে সেবার গোটা আয়োজনের দায়িত্ব সুচারুভাবে পালন করে বাংলাদেশ নৌবাহিনী।

এই অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করেই প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক ফ্লিট রিভিউ-২০২২ আয়োজনে উদ্যোগী হয় বাংলাদেশ নৌবাহিনী।

শেষ কথা

বর্তমান নৌবিশ্বে অন্তর্ভুক্তি ও পারস্পরিক সহযোগিতার কোনো বিকল্প নেই। সমুদ্রভাণ্ডার থেকে

কাক্ষিত সুবিধা পেতে চাইলেও এ সহযোগিতা অপরিহার্য। সমুদ্রে শান্তি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য সাগরকে একটি গ্লোবাল কমনস বা বৈশ্বিক সাধারণ সম্পদ হিসেবে সংরক্ষণ করা ক্রমশ জরুরি হয়ে উঠেছে।

সে আলোকে বাংলাদেশ নৌবাহিনী আয়োজিত এই আন্তর্জাতিক ফ্লিট রিভিউ-২০২২ বৈশ্বিক প্রেক্ষিতে কাক্ষিত বৃহত্তর নৌ-সংহতি অর্জনের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হয়ে থাকবে দেশ ও বিশ্বের ইতিহাসে।

আন্তর্জাতিক ফ্লিট রিভিউ ২০২২ এ
বন্ধুপ্রতিম দেশের নৌসদস্যরা বিচ
কার্নিভালে অংশগ্রহণ করেন



মা ইলিশ রক্ষা অভিযানে নৌসদস্য কর্তৃক নদী হতে অবৈধ কারেন্ট জাল উদ্ধার

মা ইলিশ রক্ষায় নৌবাহিনীর অভিযান

সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী ইলিশ প্রজনন মৌসুমে ২২ দিনের নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়নে ৭ থেকে ২৮ অক্টোবর সমুদ্র ও উপকূলীয় এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। নৌবাহিনীর ১০টি জাহাজ (বানোজা আলী হায়দার, নিমূল, সাগর, তিস্তা, ধানসিড়ি, বরকত, কুশিয়ারা, তিতাস, এলসিটি-১০৫ ও এলসিভিপি-০১৩) 'ইন এইড টু সিভিল পাওয়ার' এর আওতায় অভিযান পরিচালনা করেছে। অভিযানে নৌবাহিনী প্রায় ৫২ কোটি ৫৬ লাখ টাকা মূল্যের ৮৭ লাখ ২৯ হাজার মিটার অবৈধ জাল ও ১ হাজার ৪২৭ কেজি ইলিশ মাছ জব্দ করেছে। এসব অবৈধ জাল স্থানীয় প্রশাসন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও মৎস্য কর্মকর্তার উপস্থিতিতে ধ্বংস এবং জব্দকৃত ইলিশ মাছ স্থানীয় এতিমখানায় বিতরণ করা হয়। অভিযান পরিচালনাকালে নৌসদস্যরা প্রজনন মৌসুমে ইলিশ ধরার নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়ন ও গণসচেতনতা সৃষ্টিতে স্থানীয় প্রশাসনকে সর্বাঙ্গিক সহায়তা দিয়েছে।

ঘূর্ণিঝড় সিঙ্গাং-পরবর্তী উদ্ধার অভিযান ও ত্রাণ বিতরণে নৌবাহিনী

ঘূর্ণিঝড় সিঙ্গাং আঘাত হানার পর জরুরি উদ্ধার অভিযান পরিচালনা, ত্রাণ

বিতরণ ও চিকিৎসা সহায়তা দিয়েছে নৌবাহিনী। নৌঅঞ্চলগুলোর ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ২৪ অক্টোবর রাত থেকে উদ্ধার অভিযান শুরু হয়। নৌবাহিনীর ১৭টি জাহাজ, ২টি মেরিটাইম প্যাট্রোল এয়ারক্রাফট (এমপিএ) এবং ২টি হেলিকপ্টার এ তৎপরতায় অংশ নিয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ের পরে সমুদ্র ও উপকূলীয় উপদ্রুত এলাকায় নৌবাহিনীর এমপিএ ও হেলিকপ্টারের প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে অনুসন্ধান ও উদ্ধার তৎপরতা পরিচালনা করা হয়। প্রথম ধাপে বানোজা সমুদ্র অভিযান কক্সবাজার, সেন্ট মার্টিন ও টেকনাফ এলাকায়, বানোজা পদ্মা কুতুবদিয়া ও বহির্নোঙর এলাকায়, বানোজা হাতিয়া এবং এলসিটি ১০৩ সন্দ্বীপ ও হাতিয়া-সংলগ্ন এলাকায়, এলসিভিপি-১১ পটুয়াখালী এলাকায় ও এলসিভিপি-১২ পিরোজপুর ও বরগুনা এলাকায় উদ্ধার অভিযান চালিয়েছে। এ ছাড়া মোংলায় বানোজা স্বাধীনতা, প্রত্যাশা, প্রত্যয়, ধলেশ্বরী, নিমূল, অনুসন্ধান জরুরি উদ্ধারকাজের জন্য প্রস্তুত ছিল। পাশাপাশি নারায়ণগঞ্জের পাগলায় বানোজা অদম্য, অতন্দ্র, দুর্ধর্ষ ও দুর্দান্ত ও ধানসিড়ি উদ্ধার তৎপরতায় অংশ নিতে প্রস্তুত রাখা হয়। ঘূর্ণিঝড়-পরবর্তী দুর্গত এলাকাগুলোতে জরুরি চিকিৎসাসেবা দিয়েছে নৌবাহিনীর বিশেষ মেডিকেল টিম। এ সময় জীবন রক্ষাকারী ওষুধ, স্যালাইন ও অন্যান্য সামগ্রী বিনামূল্যে দেওয়া হয়। এ ছাড়া ঘূর্ণিঝড় আঘাত

হানার আগে উপকূলীয় ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা থেকে মানুষদের সরিয়ে নেওয়া ও মাছ ধরায় নিয়োজিত জেলেদের নিরাপত্তায় কাজ করেছে নৌবাহিনী।

অবৈধ বিয়ার ও সিগারেট জব্দ করেছে অ্যান্টি স্মাগলিং সেল

চট্টগ্রামের বহির্নোঙরের পারকি বিচ এলাকায় ৮ নভেম্বর টহলকালে একটি পরিত্যক্ত বোটে তল্লাশি চালিয়ে ১ লাখ ৫২ হাজার ৫০০ টাকা মূল্যের ২১৫ ক্যান অবৈধ বিয়ার ও ৯ কার্টন বিদেশি

সিগারেট জব্দ করেছে নৌবাহিনীর অ্যান্টি স্মাগলিং সেলের সদস্যরা। জব্দ করা বিয়ার ও সিগারেট প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কাস্টমস কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, নৌবাহিনীর অ্যান্টি স্মাগলিং সেলের নিয়মিত অভিযানের ফলে চট্টগ্রামের বহির্নোঙরসহ আশপাশের এলাকাগুলোতে অবৈধ চোরাচালান অনেকাংশে কমে এসেছে। ভবিষ্যতেও এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

রূপসা সেতু এলাকায় এক কিশোরীকে জীবিত উদ্ধার

বানোটা রূপসা ২৬ নভেম্বর খুলনা নেভাল বার্থ থেকে মোংলা যাওয়ার পথে রূপসা সেতুর নিচে নদীতে এক কিশোরীকে ডুবে যাচ্ছে অবস্থায় দেখতে পায়। এ সময় নৌসদস্যরা দ্রুত উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করে তাকে জীবিত উদ্ধার করে। উদ্ধারের পর প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসার পর কিশোরী জানায়, রূপসা ব্রিজে ঘোরাঘুরির একপর্যায়ে হঠাৎ সে নদীতে পড়ে যায়। উদ্ধারকৃত কিশোরী বুড়িরডাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্রী। পরে এনপিএম খুলনা ও রূপসা থানা পুলিশের উপস্থিতিতে মেয়েটিকে তার পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। সফলভাবে উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করে কিশোরীকে উদ্ধার করায় স্থানীয় জনগণ ও বেসামরিক প্রশাসন নৌবাহিনীর ভূয়সী প্রশংসা করেছে।

চট্টগ্রামের বহির্নোঙরের পারকি বিচ এলাকায় অভিযান চালিয়ে অবৈধ বিয়ার ও সিগারেট জব্দ করে নৌবাহিনী পরিচালিত অ্যান্টি স্মাগলিং সেলের সদস্যরা



চীন নৌবাহিনী : ২০২২ সালের পর্যালোচনা

► অস্ট্রেলিয়ার নতুন স্বয়ংক্রিয় নজরদারি প্রযুক্তি 'ব্রবটল'

সশস্ত্র নতুন স্বয়ংক্রিয় নজরদারি প্রযুক্তি 'ব্রবটল' পরীক্ষা করে দেখেছে অস্ট্রেলিয়ান ডিফেন্স ফোর্স (এডিএফ)। দূর থেকে ব্রবটলকে নিয়ন্ত্রণ করে স্থলবাহিনী টহলদারি থেকে শুরু করে উপকূলে অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে। পরীক্ষা চলাকালীন এ প্রযুক্তি দিয়ে বিদেশি মাছ ধরা জাহাজ চিহ্নিতকরণ এবং অবৈধ কার্যকলাপের প্রমাণ সংগ্রহে প্রায় সাড়ে ৫ হাজার কিলোমিটার এলাকায় নজরদারি ও অনুসন্ধান চালায় নর্থওয়েস্ট মোবাইল ফোর্সের সদস্যগণ। এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে সমুদ্রসৈকতে অবতরণের উপযুক্ত স্থান বা কোনো নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছানোর রাস্তা সম্পর্কেও জানা যায়।

► ভারতীয় নৌবহরে যুক্ত হলো সাবমেরিন 'ভাগির'

ভারতীয় নৌবহরে যুক্ত হয়েছে স্করপিয়ন টাইপ সাবমেরিন (কালভারি-ক্রাস) 'ভাগির'।

স্থানীয় শিপবিল্ডিং কোম্পানি মাজাগন ডক লিমিটেডের (এমডিএল) তৈরি সাবমেরিনটি গত ফেব্রুয়ারিতে যাত্রা করে। এরপর দ্রুততম সময়ের মধ্যে অস্ত্র ও সেন্সর ট্রায়ালসহ সব ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে আনুষ্ঠানিকভাবে নৌবহরে যুক্ত হয়ে।

প্রজেক্ট ৭৫ প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে ২০০৫ সালে এমডিএলকে ছয়টি স্করপিয়ন টাইপ সাবমেরিন তৈরির নির্দেশ দেয় ভারত। নেভাল গ্রুপের সহায়তায় মুম্বাইয়ের শিপইয়ার্ডে সম্পূর্ণ স্থানীয়ভাবে সাবমেরিনগুলো তৈরি করে এমডিএল। কালভারি, খান্দেবির, কারাজ, ভেলার পর পঞ্চম সাবমেরিন হিসেবে ভাগির নৌবাহিনীতে যুক্ত হলো।

► ডেনমার্ক ও নেদারল্যান্ডসের মধ্যে যৌথ অধিগ্রহণ বিষয়ক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

নেদারল্যান্ডসের ডিফেন্স ম্যাটেরিয়াল অর্গানাইজেশনের (ডিএমও) সাথে যৌথ অধিগ্রহণ বিষয়ক একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে ডেনমার্কের ডিফেন্স ম্যাটেরিয়াল অ্যান্ড প্রকিউরমেন্ট এজেন্সি (ডিএএলও)।

ডেনমার্কের আকাশপথে নজরদারি জোরদার এবং আর্টিলারি গাইডেন্সের সাহায্যে নেদারল্যান্ডসের আকাশপথের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মজবুত করতে যৌথভাবে নতুন রাডার ক্রয়ের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছে দুই দেশ। সমঝোতা স্মারকটি মূলত রাডার ক্রয়-সংক্রান্ত বিষয়ে স্বাক্ষর করার কথা ছিল। তবে দুই দেশের মধ্যকার কৌশলগত সহযোগিতা জোরদার করতে ভবিষ্যতে এমওইউর আওতায় সকল ধরনের যৌথ অধিগ্রহণ নিয়ে কাজ করবে ডেনমার্ক ও নেদারল্যান্ডস।



আধুনিকায়নের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে ২০২২ সালে নৌবহরে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অত্যাধুনিক নৌযান যুক্ত করেছে চীন নৌবাহিনী (পিপল'স লিবারেশন আর্মি নেভি)।

প্রথমবারের মতো সম্পূর্ণ দেশীয় নকশায় তৈরি এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার, সিডি-১৮ ফুজিয়ানের সংযোজন ছিল গত বছরের সবচেয়ে আলোচিত ঘটনা। তৃতীয় এয়ারক্রাফট হিসেবে চীন নৌবহরে যুক্ত হওয়া ফুজিয়ান প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে আগের এয়ারক্রাফটগুলোকে ছাড়িয়ে গেছে। চীনের প্রথম ক্যাটোবার (ইলেকট্রনিক্সগত ক্যাটাপাল্ট বৈশিষ্ট্যযুক্ত এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার) ফুজিয়ান বর্তমানে জিয়াংনান শিপইয়ার্ডে

চূড়ান্ত প্রস্তুতি এবং মুরিং ট্রায়ালের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। আশা করা যাচ্ছে, সকল ধরনের ট্রায়াল শেষে চলতি বছরের মধ্যে এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারটি ব্যবহার উপযোগী হবে।

এছাড়া গত নভেম্বরে, চীন নৌবহরে যুক্ত হয় থার্ড টাইপ ০৭৫ অ্যাফিবিয়াস অ্যাসল্ট

ক্যারিয়ার, আনছই। এর পাশাপাশি টাইপ ০৭২এ ট্যাংক ল্যান্ডিং শিপের (এলএসটি) নির্মাণকাজ শুরু করে চীন। তবে ভবিষ্যতে আরও এলএসটি নির্মাণ করা হবে কিনা, সে বিষয়ে এখনই নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়।

অন্যদিকে সারফেস কমব্যাটান্ট-সংশ্লিষ্ট তিনটি প্রোগ্রামে বেশ অগ্রগতি সাধন করেছে চীন। প্রথম প্রোগ্রামের আওতায়, আটটি টাইপ ০৫৫ 'লার্জ ডেস্ট্রয়ার' এর মধ্যে আরও তিনটির নির্মাণ সম্পন্ন করা হয়েছে। নৌবাহিনীর কাছে এখন কেবল একটি জাহাজ হস্তান্তর করা বাকি। দ্বিতীয় প্রোগ্রামের আওতায়, স্বল্প বিরতির পর আবারও টাইপ ০৫২ডি মাল্টিরোল ডেস্ট্রয়ারের নির্মাণ শুরু করেছে চীন।

ধারণা করা হচ্ছে, জেড-২০ নৌ হেলিকপ্টারের স্থানসংকুলানের জন্য নতুন ডেস্ট্রয়ারগুলোর ফ্লাইট ডেক আগেরগুলোর চেয়ে বর্ধিত করা হবে। তৃতীয় প্রোগ্রামে, সাংহাই এবং গুয়াংঝুতে টাইপ ০৫৪এ মাল্টিরোল এবং এএসডব্লিউ-ফ্রিগেটের আরও বেশকিছু ইউনিটের নির্মাণকাজ চালাচ্ছে চীন। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হয়েছিল, আরও বিশটি নতুন ফ্রিগেট তৈরি করে ০৫৪এ প্রোগ্রামকে মোট ৫০টি ইউনিটে উন্নীত করা হবে। তবে বর্তমানে ধারণা করা হচ্ছে, দশটি টাইপ ০৫৪এ ফ্রিগেট তৈরির পর টাইপ ০৫৪বি-ফ্রিগেট নির্মাণে মনোনিবেশ করবে চীন।

সাবমেরিন নির্মাণের বিষয়ে আনুষ্ঠানিক কোনো তথ্য পাওয়া না গেলেও ধারণা করা হচ্ছে, গত বছর হলুদাওতে পারমাণবিক শক্তিচালিত ব্যালিস্টিক মিসাইল সাবমেরিনের (এসএসএন এবং এসএসবিএন) নির্মাণ শুরু করেছে চীন।

সবশেষে বলা যায়, ০৫২ডি ডেস্ট্রয়ার, ০৫৪বি ফ্রিগেট নির্মাণ এবং পারমাণবিক শক্তিচালিত সাবমেরিনের উন্নয়নের মাধ্যমে চলতি বছরও আধুনিকায়নের ধারাবাহিকতা সমুন্নত রাখবে চীন।

গ্রিক নৌযান আগনরে 'রিমোট ওয়েপন স্টেশন' স্থাপন

গ্রিসের নিজস্ব নকশায় তৈরি প্রথম স্পেশাল অপারেশন ক্রাফট (এসওসি) আগনরে রিমোট ওয়েপন স্টেশন (আরডব্লিউএস) স্থাপন করা হয়েছে।

আগনরে স্থাপিত শার্ক লাইটওয়েট, ডুয়েল-অ্যাক্সিস ১২.৭ এমএম ক্যালিবার আরডব্লিউএসটি জেনারেল রোবোটিকসের তৈরি। এম২এইচবি ১২.৭ এমএম হেভি মেশিনগানযুক্ত স্টেশনটির ওজন মাত্র ৮৫ কেজি। 'পয়েন্ট অ্যান্ড স্যুট' প্রযুক্তি সম্পন্ন স্টেশনটিতে হাই ডেফিনেশন, হাই ফ্রেম রেট, লো ল্যাটেন্সি ডে ইমেজিং সেন্সর, অপটিক্যাল জুম ও অটোফোকাসসহ থার্মাল ক্যামেরা, লেজার রেঞ্জফাইন্ডার এবং অস্ত্র ও গোলাবারুদ ব্যবস্থাপনার জন্য দুটি রেয়ার ক্যামেরা রয়েছে। সিস্টেমটি অটোমেটিক টার্গেট ট্র্যাকিং, ভিডিও মোশন ডিটেকশন এবং সার্বক্ষণিক উচ্চ আধাতের সম্ভাব্যতার তথ্য প্রদান করে। প্রয়োজনে স্টেশনটিতে দুটো এম২এইচবি এইচএমজি বা অটোমেটিক গ্রেনেড লান্চার (এজিএল) যুক্ত করা সম্ভব।

ভাসমান মাইন : ঝুঁকি ও প্রতিকার



গোটা বিশ্বের নৌবাহিনীর জন্য নতুন এক আতঙ্ক 'ভাসমান মাইন'। বর্তমানে ভাসমান মাইন মোকাবিলায় বিশ্বের বড় বড় নৌবহরকে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে।

গতানুগতিক মাইন সমুদ্রপৃষ্ঠে পৌঁতা থাকায় সেগুলো সহজে নৌবাহিনীর অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে ধরা পড়ে। অন্যদিকে ভাসমান বা ডুবন্ত মাইন এমনভাবে ডিজাইন করা হয়, যাতে সেটা সহজেই প্রতিপক্ষের নজর এড়িয়ে যায়। ফলে সঠিক সময়ে এ ধরনের মাইন শনাক্ত করা বেশ কঠিন।

গতানুগতিক পদ্ধতিতে টহলসেনা মোতায়েন, জাহাজের সঙ্গে বোট রেক লাগানো ভাসমান মাইন অনুসন্ধানের বেশকিছু সীমাবদ্ধতা আছে। অন্যদিকে

সেন্সরযুক্ত আনম্যানড এরিয়াল ভেহিকল (ইউএভি) এবং আনম্যানড সারফেস ভেহিকল (ইউএসভি) ভাসমান ও ডুবন্ত মাইন সন্ধানে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম। শনাক্তকরণের পর ইউএভি ও ইউএসভি এর সাথে যুক্ত অস্ত্র বা জাহাজে থাকা জলকামান দিয়ে মাইনগুলো ধ্বংস করা বা দূরে সরিয়ে দেওয়া সম্ভব। তবে একসাথে একাধিক মাইন থাকলে সেগুলো ধ্বংস করা বেশ কঠিন। মাইনের খুব কাছে গিয়ে কাজ করতে হয় বলে ইউএভি এবং ইউএসভিগুলো ধ্বংস হওয়ার ঝুঁকি থাকে। যার ফলে এসব যন্ত্রে অত্যাধুনিক অস্ত্র বা সেন্সর যুক্ত করা বেশ ব্যয়বহুল। এক্ষেত্রে ওশানোগ্রাফিক ডেটা এবং বুদ্ধিমত্তার মিলিত প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভাসমান মাইনপ্রবণ অঞ্চলগুলো এড়িয়ে যাওয়া একটি কার্যকর সমাধান।

১৯৭০ সালের হেগ কনভেনশন অনুযায়ী এক ঘণ্টার ভেতর নিক্ষেপ হয় না এমন মাইন স্থাপন করা নিষিদ্ধ। তবে বিশ্বের অনেক দেশ এবং সংস্থা এই আইনের তোয়াক্কা না করে সমুদ্রে মাইন স্থাপন করে চলেছে।

উত্তরণের ধারায় তিন দশকের সর্বনিম্নে সামুদ্রিক জলদস্যুতা



দুই বছর ধরে সমুদ্র শিল্পে জলদস্যুতার ঘটনা পতনমুখী রয়েছে। সেই ধারাবাহিকতা ধরে রেখে তিন দশকের সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে এসেছে সামুদ্রিক জলদস্যুতা ও সশস্ত্র ডাকাতি। চলতি বছরের প্রথম নয় মাসের পরিসংখ্যান প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সের (আইসিসি) সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম ব্যুরো (আইএমবি)।

বৈশ্বিক সামুদ্রিক জলদস্যুতা নিয়ে আইএমবির সর্বশেষ প্রান্তিক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, চলতি বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নয় মাসে সারা বিশ্বে জাহাজগুলোর ওপর জলদস্যু ও সশস্ত্র ডাকাতদের হামলার ঘটনার খবর পাওয়া গেছে ৯০টি। ১৯৯২ সালের পর এই সংখ্যা সর্বনিম্ন। ২০২১ সালের একই সময়ের

তুলনায় চলতি বছরের নয় মাসে জলদস্যুতা কমেছে ৭ শতাংশ।

অবশ্য জলদস্যুতা জাহাজে আরোহণে সফল হওয়ার হার চলতি বছর বেড়েছে। নয় মাসে ৮৫টি ক্ষেত্রে জলদস্যুরা জাহাজে উঠতে পেরেছে, যা গত বছরের একই সময়ের সমান। তবে চলতি বছর মোট ঘটনার তুলনায় এর হার ৯৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। আলোচ্য সময়ে ক্রুদের জিম্মি করার ঘটনা গত বছরের আটটি থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৭টি।

নয় মাসে মোট ঘটনার মধ্যে ৪০টি ঘটেছে জাহাজ অ্যাংকরেজে থাকা অবস্থায়। ৩৭টি ঘটেছে সমুদ্রে চলাচলের সময়। আর জাহাজ বাধিৎয়ে থাকা অবস্থায় দুষ্কৃতিকারীদের অপতৎপরতার খবর পাওয়া গেছে ১৩টি। সবচেয়ে বেশি হামলার শিকার হয়েছে বাস্ক ক্যারিয়ার-৪০টি। এছাড়া ট্যাংকারের ক্ষেত্রে ২৩টি ও কনটেইনার জাহাজের ক্ষেত্রে ১০টি ঘটনার খবর পাওয়া গেছে।

আইএমবির প্রতিবেদন অনুসারে, নয় মাসে গিনি উপসাগরে মাত্র ১৩টি ঘটনার খবর পাওয়া গেছে। এ সময়ে সিঙ্গাপুর প্রণালীতে ৩১টি ক্ষেত্রে জলদস্যুতা জাহাজে উঠতে সক্ষম হয়েছে।

এসএম-৩ ইন্টারসেপ্টরের সাহায্যে ব্যালিস্টিক মিসাইলের লক্ষ্যবস্ত্ত বাধাগ্রস্ত করছে জাপান

স্ট্যান্ডার্ড মিসাইল (এসএম) ইন্টারসেপ্টর, এসএম-৩ ব্লক আইবি এবং এসএম-৩ ব্লক আইআইএ এর সাহায্যে স্বল্প ও মাঝারি পাল্লার দুটি ব্যালিস্টিক মিসাইলের লক্ষ্যবস্ত্তকে আটকাতে সক্ষম হয়েছে জাপান।

মার্কিন মিসাইল ডিফেন্স এজেন্সি এবং জাপানের মেরিটাইম সেলফ-ডিফেন্স ফোর্স যৌথভাবে মিসাইল ডিফেন্স ইভেন্টের আয়োজন করে। ইভেন্টে দুটি লাইভ ফায়ারিং এক্সারসাইজ পরিচালনা করে জাপান। যার একটিতে প্রথমবার মায়া-ক্রাস ডেস্ট্রয়ার জেএস-মায়া (ডিজি-১৭৯) থেকে ইন্টারসেপ্টর সফলভাবে মাঝারি পাল্লার ব্যালিস্টিক মিসাইলের (টি৪-ই) লক্ষ্যবস্ত্তকে বাধাগ্রস্ত করে। দ্বিতীয় ফায়ারিংয়ে জেএস-হাঙ্গরো (ডিজি-১৮০) ডেস্ট্রয়ার থেকে নিক্ষেপিত ইন্টারসেপ্টর স্বল্প পাল্লার ব্যালিস্টিক মিসাইলের (এসআরবিএম) লক্ষ্যবস্ত্ততে আঘাত করে। পরপর দুবার এই সফলতা দেশটির ইন্টারসেপ্টর লাইভ ফায়ারিংয়ের ক্ষেত্রে মাইলফলক হয়ে থাকবে।

► মধ্যযুগের জাহাজের ধ্বংসাবশেষের সন্ধান

নরওয়ের দীর্ঘতম হ্রদ মিয়োসায় ১৪ শতকের একটি জাহাজের অবশেষে সন্ধান পেয়েছেন নরওয়েজিয়ান ডিফেন্স রিসার্চ এস্টাবলিশমেন্ট এর হয়ে কাজ করা গবেষকরা। গবেষকদের উদ্দেশ্য অবশ্য জাহাজের ধ্বংসাবশেষ খোঁজা ছিল না। তারা অবিশ্ফোরিত কামানের অবস্থান শনাক্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। বছরের পর বছর ধরে বিস্ফোরক হ্রদটিতে ফেলা হয়েছে এবং এগুলো দূষণের আধার হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। রাজধানী অসলোর উত্তরাঞ্চলের বাসিন্দাদের খাবার পানির গুরুত্বপূর্ণ উৎস হচ্ছে এই হ্রদ। সন্ধান পাওয়া জাহাজের অবশেষটির দৈর্ঘ্য ৩০ ফুট এবং অবস্থা দেখে মনে হয়েছে যে, এটি মধ্যযুগের।

► প্রথম মার্কিন নারী সাবমেরিন এক্সিকিউটিভ অফিসার অ্যান্থার কোয়ান

প্রথম নারী হিসেবে মার্কিন নৌবাহিনীর সাবমেরিন এক্সিকিউটিভ অফিসারের (এক্সও) দায়িত্ব পালন করবেন লেফটেন্যান্ট কমান্ডার অ্যান্থার কোয়ান।

ডিভিশন অফিসার হিসেবে নৌবাহিনীর সঙ্গে যাত্রা শুরু করেন কোয়ান। এরপর মেইন প্রপালসন অ্যাসিস্ট্যান্ট, ড্যামেজ কন্ট্রোল অ্যাসিস্ট্যান্ট, ট্যাঙ্কক্যাল সিস্টেম অফিসার, অ্যাসিস্ট্যান্ট নিউক্লিয়ার প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর, ইঞ্জিনিয়ারিং অফিসার এবং রেডিওলজিক্যাল কন্ট্রোল অফিসার হিসেবে কাজ করেন। সবশেষ ওয়াশিংটন-ক্রাস ব্যালিস্টিক মিসাইল সাবমেরিন ইউএসএস কেন্টাকি (এসএসবিএন ৭৩৭) এর এক্সিকিউটিভ অফিসারের দায়িত্ব পান। উল্লেখ্য, ২০২২ সালের নভেম্বর পর্যন্ত ২৮ জন নারী নাবিককে সাবমেরিক জু হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

► সাবমেরিন নির্মাণে ৫.১৩ বিলিয়ন ডলার সহায়তা পেয়েছে জিডিইবি

জেনারেল ডায়নামিক্স ইলেকট্রিক বোটের (জিডিইবি) সাথে বলবৎ চুক্তি কিছুটা সংশোধন করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সংশোধন অনুযায়ী, পাঁচটি কলম্বিয়া-ক্রাস ব্যালিস্টিক মিসাইল সাবমেরিন নির্মাণ ও অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে প্রায় ৫.১৩ বিলিয়ন ডলার সহায়তা পেয়েছে জিডিইবি।

প্রোডাকশন ব্যাক আপ ইউনিট, প্রকল্প সরঞ্জাম প্রতিস্থাপন, ইউএস-ইউকে শ্রোগামের লজিস্টিক/টেকসই সহায়তা, মাস্টারোলপ্রোগ্রামের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সংগ্রহসহ অধিগ্রহণের অন্যান্য কাজের পাশাপাশি মিসাইল টিউবের সরঞ্জাম সংগ্রহ এবং মিসাইল টিউব তৈরিতে এই অর্থ ব্যয় করা হবে। যার ফলে, ২০২৭ সাল নাগাদ কলম্বিয়া-ক্রাস মিসাইলগুলো সরবরাহ করতে পারবে জিডিইবি।

শেষ সাত বছরই আর্কটিক ছিল উষ্ণতম

সর্বশেষ সাত বছরই আর্কটিকে উষ্ণতম বছর হিসেবে নথিভুক্ত হয়েছে এবং এর প্রভাব এড়ানোর উপায় নেই। ন্যাশনাল ওশেনিক অ্যান্ড অ্যাটমোস্ফেরিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এনওএ) বলছে, আগুন, বরফ গলা, শীতকাল সংক্ষিপ্ত হয়ে আসা ও অধিক বৃষ্টিপাতের কারণে আর্কটিকে মনে হচ্ছে অন্য অঞ্চল। বিশেষ করে সেখানে যারা বসবাস করেন তাদের কাছে।

বাকি বিশ্বের তুলনায় আর্কটিক দুই থেকে চারগুণ দ্রুত উষ্ণ হচ্ছে, যা অঞ্চলটিকে জলবায়ু পরিবর্তনের সম্মুখভাগে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। পানির উষ্ণতা বৃদ্ধি সাগরে বরফের বিস্তৃতি কমিয়ে দিচ্ছে এবং ২০২২ সালে বরফের আন্তরণ ছিল দীর্ঘমেয়াদি গড়েরও নিচে। বরফের আন্তরণের এই হ্রাস সাইবেরিয়ান আর্কটিকের ওপর বৃষ্টিপাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। কারণ উন্মুক্ত সাগর আর্দ্রতাকে সহজেই বাতাসে স্থানান্তরিত করতে সক্ষম।

প্রথমবারের মতো মাঝসাগরে ‘এয়ার এ্যাম্বুলেন্স’ কনসেপ্ট প্রয়োগ করল রয়েল নেভি

প্রথমবারের মতো এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারে জরুরি স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করেছে যুক্তরাজ্যের রয়েল নেভির (আরএন) চিকিৎসকবৃন্দ। জাহাজে থাকা নৌসেনাদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে নৌযানগুলোতে ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের (এনএইচএস) মতো জরুরি সেবা প্রদান করবে আরএন। এরই ধারাবাহিকতায় প্রথমবারের মতো কোনো নৌযানে ‘মিলিটারি এয়ার এ্যাম্বুলেন্স’ ধারণাটি যাচাই-বাছাই করে দেখেছে রয়েল নেভি।

যুক্তরাজ্যের কুইন এলিজাবেথ-ক্রাস এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার, এইচএমএস কুইন এলিজাবেথে মিলিটারি এয়ার এ্যাম্বুলেন্স ধারণাটির পরীক্ষামূলক প্রয়োগ করা হয়। অপারেশন অ্যাকিলিয়ানের অংশ হিসেবে রণতরীটি তখন উত্তর সাগর ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ায় মোতায়েন করা ছিল। এয়ার এ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে যাওয়া রোগীকে ঘটনাস্থলে জীবন রক্ষাকারী চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয়। মিলিটারি এয়ার এ্যাম্বুলেন্সে একটি মেরিটাইম মেডিকেল ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম (এমএমইআরটি) থাকে, যারা

রোগীকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়। পরবর্তী চিকিৎসার জন্য রোগীকে হেলিকপ্টারে করে হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। এনএইচএস হাসপাতালগুলো থেকে চিকিৎসা শাস্ত্রের ওপর প্রশিক্ষণ নিয়েছে, এমন নৌসেনাদের নিয়ে চিকিৎসক দলটি গঠন করা হয়।

আরএনের এই মহড়ার মাধ্যমে এমএমইআরটির সক্ষমতা কতটুকু বেড়েছে সেটা পরীক্ষা করা গেছে। এমএমইআরটি যুক্তরাজ্যের আর সব এয়ার এ্যাম্বুলেন্সের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্লিনিক্যাল সিদ্ধান্ত গ্রহণ, অ্যানেস্থেসিয়া প্রদান এবং রক্ত পরীক্ষার মতো সেবা দিয়ে থাকে। জাহাজের হাসপাতালে অপারেশন থিয়েটার, দুটি ইমার্জেন্সি মেডিসিন এবং দুটি ইন্টেনসিভ কেয়ার বেডসহ যাবতীয় সুবিধা কার্যকর করতে কুইন এলিজাবেথ এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারের পুরো মেডিকেল টিম মহড়ার দিন প্রথমবারের মতো সক্রিয় হয়েছিল। ডাক্তার, নার্স, অ্যানেস্থেটিস্ট এবং সার্জনসহ জাহাজের মেডিকেল টিমের মোট সদস্য ২২ জন।

► দক্ষিণ কোরিয়ার সাবমেরিন ফ্রিটে বড় ধরনের ক্রটি

রিপাবলিক অব কোরিয়া নেভির নয়টি ওন-ইল ক্লাস সাবমেরিনের (জার্মান টাইপ ২১৪ সাবমেরিনের সংশোধিত সংস্করণ) সবগুলোতেই বড় ধরনের ক্রটি পাওয়া গেছে।

নয়টি সাবমেরিনের মধ্যে সাতটির ইনভারটার মডিউলের ক্যাবলে এবং বাকি দুটির ইনভারটার মডিউলে 'ফাংশনাল' ক্রটি দেখা দিয়েছে। প্রতিটি সাবমেরিনে বারোটি করে মডিউল যুক্ত থাকে, যা সাবমেরিনের প্রপালশন সিস্টেমের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জার্মানির সিমেন্স কোম্পানি মডিউলগুলো তৈরি করেছে। ক্রটি দূর করতে সিমেন্সকে প্রায় ৫ মিলিয়ন ডলার দিয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া। তবে ক্রটি সারিয়ে সাবমেরিনগুলো নৌবহরে যুক্ত হতে ছয় মাস সময় লেগে যাবে।

► সাগরে বিলীন হওয়ার ঝুঁকিতে ঘানার ঐতিহাসিক দুর্গ

গিনি উপসাগরের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি ও তীব্র ঢেউয়ের তোড়ে ঘানার আঠারো শতকে নির্মিত একটি দুর্গ ধীরে ধীরে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। দুর্গটি একসময় স্নেড ফোর্ট হিসেবে ব্যবহৃত হতো। আফ্রিকান বন্দিদের দাস হিসেবে আমেরিকামুখী জাহাজে তুলে দেওয়ার আগে এই দুর্গেই রাখা হতো।

ইউনেস্কো ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্য স্থাপনার প্রায় তিন-চতুর্থাংশ বর্তমানে ধীরে ধীরে সাগরে বিলীন হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। ঘানার রাজধানী আকরা থেকে ১৮০ কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত ফোর্ট প্রিন্সেনটাইন তারই একটি।

► কাগোস দ্বীপপুঞ্জের নিয়ন্ত্রণ হস্তান্তরের বিষয়ে যুক্তরাজ্য-মরিশাস আলোচনা শুরু

মধ্য ভারত মহাসাগরের বৃহৎ অবস্থিত কাগোস দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছে যুক্তরাজ্য ও মরিশাসের মধ্যে। অবশেষে এই বিরোধ নিরসনের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জেমস ক্লেভারলি জানিয়েছেন, কাগোস দ্বীপপুঞ্জের নিয়ন্ত্রণ হস্তান্তরের বিষয়ে তাদের সঙ্গে মরিশাসের আলোচনা শুরু হয়েছে।

আলোচনা সফল হলে যুক্তরাজ্য দ্বীপপুঞ্জটির নিয়ন্ত্রণ মরিশাসের হাতে তুলে দেবে। এতে কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান ওশান টেরিটরি (বিআইওটি) যুক্তরাজ্যের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হওয়ার পথে একধাপ এগিয়ে যাবে।

উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে এগোচ্ছে হেলেনিক নেভি

দীর্ঘ কয়েক বছরের আর্থিক টানাপড়েন ও স্থবিরতা কাটিয়ে প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে পাচ্ছে হেলেনিক নেভি। ২০৩৪ সাল নাগাদ নৌবহরে একাধিক যুদ্ধজাহাজ, ১২টি ফ্রিগেট, ৬টি করভেট এবং ৮টি সাবমেরিন যুক্ত করার লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছে দেশটি।

২০১৯-২১ সালে হেলেনিক নেভিকে তিনটি প্রাক্তন প্র্যাটফর্ম সাপোর্ট ভেসেল (পিলিএস) উপহার দেন গ্রিক জাহাজ ব্যবসায়ী পানোস লাসকারিদিস। এছাড়া গত কয়েক বছরে যুক্তরাজ্যের থেকে উপহার প্রাপ্ত চারটি এমকেভি স্পেশাল অপারেশনস ক্রাফট (এসওসি), চারটি নেভাল স্পেশাল ওয়্যারফেয়ার রিজিড ইনফ্যান্ট্রি বোট, স্থানীয়ভাবে তৈরি এসওসি আগনর, দুটি রুসেন-ক্লাস (সুপার ভিটা) এফএসএম হেলেনিক নৌবহরে যুক্ত হয়েছে। সেসঙ্গে পাঁচটি আলফা ৯০০ ইউএভি নৌ-পরিষেবায় সংযুক্ত হয়।

অদূর ভবিষ্যতে মার্কিন কোস্ট গার্ড থেকে চারটি আইল্যান্ড-ক্লাস টহল জাহাজ এবং রয়েল নেদারল্যান্ডস নেভি থেকে পাঁচটি আঙ্কার-ক্লাস

মাইনহান্টার উপহার পাবে হেলেনিক নেভি। এছাড়া ২০২৩-২৫ সাল নাগাদ চারটি ম্যাকাইটিস-ক্লাস (এইচএসওয়াই৫৬এ) টহল জাহাজ, চারটি এমকেভি এসওসি হালনাগাদ করা হবে। সেসঙ্গে নতুন ধরনের টর্পেডো ও ডিকয় লকিং সিস্টেম যুক্ত করে চারটি পাপানিকলিস-ক্লাস (টাইপ ২১৪এইচএন) এবং একটি ওকিয়ানোস (টাইপ ২০৯/১৫০০) এআইপি সাবমেরিনের আধুনিকায়ন করা হবে।

২০২৩-২৬ সালে এয়ারক্রাফটের সক্ষমতা বাড়াতে চারটি অত্যাধুনিক পিও অরিওন এমপিএ, সাতটি এমএইচ-৬০আর হেলিকপ্টার ও সিগনিট সিস্টেম নৌবহরে যুক্ত হবে। ২০২৫ সালে প্রথম দুটি এফডিআই ফ্রিগেট হেলেনিক নেভির পরিষেবায় যুক্ত হবে। এছাড়া নেভিগেশন রাডার, কমিউনিকেশন সিস্টেম, ইউএস (ইলেক্ট্রো-অপটিক্যাল সেন্সর)-এর অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে চলতি দশকজুড়েই হেলেনিক নেভির আধুনিকায়ন প্রক্রিয়া সচল থাকবে।

মন্ত্রী পর্যায়ে অকাস চুক্তির অগ্রগতি পর্যালোচনা

অস্ট্রেলিয়া-যুক্তরাজ্য-যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার ত্রিদৈশীয় নিরাপত্তা চুক্তি অকাস এর অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করেছেন দেশ তিনটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী রিচার্ড মার্লস, বেন ওয়ালেস এবং লয়েড জে অস্টিন।

প্রতিরক্ষা ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখাই অকাস চুক্তির মূল লক্ষ্য। এই চুক্তির আওতায়, পারমাণবিক শক্তিচালিত সাবমেরিন কিনতে অস্ট্রেলিয়াকে সাহায্য করবে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য। ডিসেম্বরে পেন্টাগনে আয়োজিত মন্ত্রী পর্যায়ের প্রথম যৌথ বৈঠকে সেই বিষয়টিই খতিয়ে দেখেন তিন দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী। এর বাইরে বৈঠকে সমুদ্র তলদেশে বুদ্ধিমান, নজরদারি, পর্যবেক্ষণ, হাইপারসনিক অস্ত্র এবং স্বয়ংক্রিয় সিস্টেম উন্নয়নের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। ত্রিপক্ষীয় বাহিনীর মধ্যকার আন্ত-কার্যক্ষমতা বাড়াতে আগামী দুই বছরে যৌথ সামরিক মহড়া চালানোর পরিকল্পনা করেন তারা।

দুই সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচি 'নেপচুন স্ট্রাইক ২২.২' আয়োজন করে ন্যাটো

গত ১৪-২৮ অক্টোবর, ন্যাটোর প্রজেক্ট নেপচুনের অষ্টম পর্ব 'নেপচুন স্ট্রাইক ২২.২' অনুষ্ঠিত হয়। ন্যাটোর মিত্র অঞ্চলে শান্তি বজায় রাখতে এবং ন্যাটোভুক্ত দেশগুলোর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা উন্নত করতে এই সতকর্তামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। কর্মসূচিতে স্ট্রাইকফরন্যাটো, ইউএস, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি, পর্তুগাল, কানাডাসহ ১৯টি মিত্রদেশ অংশ গ্রহণ করে।

এই কর্মসূচির আওতায় মিত্রদেশগুলো সম্মিলিতভাবে বিভিন্ন মাল্টি-ডোমেন ইন্ডাল্গেন্স এর পরিকল্পনা প্রস্তুত এবং প্রয়োগ করে। জোটের যৌথ সক্ষমতা এবং আঞ্চলিক প্রতিরক্ষার প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতি জোরদার করতে মিত্রদেশগুলো সামুদ্রিক নিষেধাজ্ঞামূলক কার্যক্রম, এয়ার-টু-এয়ার রিফুয়েলিং এবং এয়ার-টু-ল্যান্ড ইন্টিগ্রেশনের পাশাপাশি বিভিন্ন মহড়ায় অংশগ্রহণ করে।

অ্যাসল্ট ক্যারিয়ার নিয়ে 'গবেষণা' জারি রেখেছে যুক্তরাষ্ট্র



সমুদ্র নৌবহরের ল্যান্ডিং হেলিকপ্টার অ্যাসল্ট (এলএইচএ) ফ্ল্যাটটপগুলোকে মিনি এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার হিসেবে কাজে লাগাতে চাইছে মার্কিন নৌবাহিনী। এ লক্ষ্যে পরীক্ষামূলকভাবে নৌযানগুলোতে বিভিন্ন কন্সিনেশনের এয়ার উইং স্থাপন করা হচ্ছে। চলমান গবেষণা সফল হলে নৌবাহিনীর সক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করেন সমুদ্র নৌবহরের কমান্ডার ভাইস এডমিরাল কার্ল থমাস।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমুদ্র নৌবহর পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে মোতায়েন করা আছে। নৌবহরে অ্যাসল্ট ক্যারিয়ার একীভূত করার জন্য ২০২২ সালের শুরুর দিকে আমেরিকান-ক্লাস ইউএসএস ত্রিপোলিতে পরিবর্তন

সাধিত হয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলাকালীন সময়ে ১৪টি এফ-৩৫বি ফিফথ জেনারেশন স্টেলথ ফাইটার ত্রিপোলিতে আরোহণ করে। এফ ৩৫বি যুদ্ধবিমানগুলোতে ভার্টিক্যাল টেক-অফ অ্যান্ড ল্যান্ডিং (ভিটিওএল) বৈশিষ্ট্য থাকায় এসব আকাশযানে কোনো ট্র্যাডিশনাল ক্যাটাপাল্ট বা ওয়্যার রিকোভারি সিস্টেম প্রয়োজন পড়ে না। যার ফলে সেগুলো বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধজাহাজ থেকে সহজে পরিচালনা করা যায়।

এলএইচএকে 'ভার্সাইল ইন্ট্রুমেন্ট' আখ্যায়িত করে থমাস বলেন, এয়ার উইংয়ের গঠন অনুযায়ী এলএইচএ এর কার্যকারিতায় পরিবর্তন আনা যায়। সমুদ্র নৌবহরের পারমাণবিক শক্তিচালিত নিমিৎজ-ক্লাস সুপারক্যারিয়ারের সাথে কীভাবে অ্যাসল্ট ক্যারিয়ার-কনফিগারড এলএইচএকে একীভূত করা যায়, সে বিষয়টি এখনো 'পরীক্ষামূলক পর্যায়ে' রয়েছে।

নৌবাহিনীকে ঢেলে সাজাবে দক্ষিণ কোরিয়া



পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আনম্যানড মেরিটাইম ফোর্স গঠন, 'নেভাল কিল চেইন' তৈরি এবং সামরিক বাহিনীর চতুর্থ শাখা হিসেবে রিপাবলিক অব কোরিয়া মেরিন কোরকে (আরওকেএমসি) অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করছে দক্ষিণ কোরিয়া। নৌবাহিনী প্রধান লি জং-হো বলেন, 'নৌবাহিনী একটি গতিশীল মেরিটাইম ফোর্স গঠন এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি ব্যবহার করে মানবচালিত এবং স্বয়ংক্রিয় সিস্টেমের উন্নয়ন সাধন করবে।'

সাব-মেরিনবিরোধী যুদ্ধের অংশ হিসেবে আনম্যানড আন্ডারওয়াটার ভেহিকল উন্নয়নে কাজ করছে দক্ষিণ কোরিয়া। এরই ধারাবাহিকতায় আনম্যানড ফোর্স কমান্ড তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই বাহিনীতে আনম্যানড সারফেস ভেহিকল ফ্লোটিলা, আনম্যানড

আন্ডারওয়াটার ভেহিকল ফ্লোটিলা এবং আনম্যানড এরিয়াল ভেহিকল ফ্লোটিলা থাকবে। বর্তমানে দেশটির নৌবহরের মাত্র ১ শতাংশ সম্পদ যন্ত্রচালিত। নৌবাহিনীর ভাব্যমতে, ২০৪০ দশক নাগাদ আনম্যানড ফোর্স পুরোপুরি কর্মক্ষম হবে। সে সময় নৌবহরের প্রায় অর্ধেক (৪৫%) নৌযান এবং অস্ত্রশস্ত্র স্বয়ংচালিত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

প্রি-এক্সিস স্ট্র্যাটেজির অংশ হিসেবে 'নেভাল কিল চেইন' তৈরির ঘোষণা দিয়েছে কোরিয়ান নৌবাহিনী। কিল চেইন মতবাদের অধীনে উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক হামলা আসন্ন মনে হলে দক্ষিণ কোরিয়া আগেই পূর্বপ্রস্তুতিমূলক হামলা চালাতে পারবে। পূর্বপ্রস্তুতিমূলক হামলায় কেএসএস-৩ সাবমেরিন, নেক্সট জেনারেশন সামুদ্রিক টহল জাহাজ, অনুসন্ধানকারী বিমান এবং অ্যান্টি-সাবমেরিন হেলিকপ্টার ব্যবহার করা হবে।

অন্যদিকে মধ্যম থেকে দীর্ঘমেয়াদে সামরিক বাহিনীর চতুর্থ শাখা তৈরির সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছে দক্ষিণ কোরিয়ান নৌবাহিনী। এরই ধারাবাহিকতায় আরওকেএমসিকে নৌবাহিনী থেকে পৃথক করে স্বতন্ত্র বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

দ. কোরিয়ার 'নেভি সি গোস্ট' কনসেপ্ট

দক্ষিণ কোরিয়ার ৭৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে 'নেভি সি গোস্ট' নামের নতুন একটি অপারেশনাল কনসেপ্ট উন্মোচন করেছে রিপাবলিক অব কোরিয়া নেভি। কনসেপ্টটি ইংরেজিতে 'গার্ডিয়ান হারমোনাইজড উইথ অপারেটিং ম্যানড সিস্টেমস অ্যান্ড টেকনোলজি বেসড আনম্যানড সিস্টেমস' নামে পরিচিত। মানুষ এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির ভিত্তিতে তৈরি নেভি সি গোস্ট ভবিষ্যতে 'গেম চেঞ্জার' হিসেবে নৌযুদ্ধে আধিপত্য বিস্তার করবে।

কোরিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় প্রস্তাবিত 'ন্যাশনাল ডিফেন্স রেভল্যুশন ৪.০' এর অংশ হিসেবে কনসেপ্টটি একটি কার্যকর এবং পরিবর্তনশীল সামরিক শক্তি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এর আওতায়, অত্যাধুনিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি এবং বেশকিছু স্বয়ংক্রিয় সিস্টেম অধিগ্রহণ করবে দ. কোরিয়া। নতুন এই কনসেপ্টের জন্য নৌবহরের মধ্যকার যোগাযোগ সুরক্ষিত করতে ডেটালিংক সক্ষমতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা করছে কোরিয়ান নৌবাহিনী।

► শ্রীলংকান নৌবহরে যুক্ত হলো মার্কিন উপহার 'বিজয়বাহ'

নভেম্বরে শ্রীলংকান নৌবহরে আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্ত হয় 'বিজয়বাহ'। সামুদ্রিক সার্বভৌমত্ব এবং নিরাপত্তা সক্ষমতা বাড়াতে ২০২১ সালে শ্রীলংকানকে জাহাজটি উপহার দেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

শ্রীলংকার এক্সকুসিভ ইকোনমিক জোন (ইইজেড) এর স্থলভাগের প্রায় সাতগুণ এবং দেশটিকে এর প্রায় ২৫ গুণ বড় এলাকায় রক্ষণাবেক্ষণ, অনুসন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। বিজয়বাহ বিশাল এই এলাকায় সামুদ্রিক সম্পদ রক্ষণ, মাদক ও অস্ত্র চোরালানার রোধ, বৈরী আবহাওয়ায় নৌবাহিনী ও মাছ ধরা জাহাজের অনুসন্ধানসহ সকল ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

► জাপানে চার দেশীয় নৌ মহড়া 'মালাবার' অনুষ্ঠিত

অস্ট্রেলিয়া, জাপান, ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনী সদস্য, জাহাজ এবং এয়ারক্রাফটের সম্মিলিত অংশগ্রহণে জাপান উপকূলে ২৬তম মালাবার নৌ মহড়া অনুষ্ঠিত হয়।

মহড়ায় সাবমেরিন ইন্টিগ্রেশন, অ্যান্টি-সাবমেরিন ওয়ারফেয়ার ট্রেনিং, এয়ার ডিফেন্স এক্সারসাইজ, কমিউনিকেশন ড্রিল, মাল্টিন্যাশনাল রেপ্লানিশমেন্ট-অ্যাট-সি অপারেশন, সামুদ্রিক নিষেধাজ্ঞামূলক কার্যক্রম, উচ্চপর্যায়ের কৌশলগত প্রশিক্ষণ, যৌথ যুদ্ধের পরিকল্পনা এবং বন্দুক চালনার অনুশীলন করা হয়।

এবারের মহড়ায় নেতৃত্ব দেয় জাপান। পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর এবং ভারত মহাসাগরজুড়ে সম্মিলিত ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য অংশগ্রহণকারী চার দেশ পালার্কমে মালাবার মহড়ার নেতৃত্ব দিয়ে থাকে।

► ভারতে সি ডিজি-২২ মহড়া অনুষ্ঠিত

সম্প্রতি ভারতে নৌ মহড়া সি ডিজি-২২ অনুষ্ঠিত হয়। দেশটির নয়টি উপকূলীয় রাজ্য এবং চারটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে ১৭টির বেশি সরকারি সংস্থা এতে অংশগ্রহণ করে।

নৌবাহিনী, কোস্ট গার্ড, রাজ্যের উপকূল/মেরিন পুলিশ, কাস্টমস, বন বিভাগ, বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং প্রাইভেট অপারেটরদের ৫০০ এর অধিক ভাসমান নৌযান মহড়ায় অংশ নেয়।

মহড়ায় বন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং সংকট ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার কার্যকারিতা যাচাই-বাছাই করা হয়। এছাড়া সামুদ্রিক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে রাজ্যের পুলিশ সদস্য, নৌবাহিনীর মেরিন কমান্ডো এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ডের কমান্ডোর অনুশীলন করেন।

সময় নিয়ে নেক্সট-জেনারেশন ডেস্ট্রয়ার প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে আগ্রহী যুক্তরাষ্ট্র

নেক্সট জেনারেশন ডেস্ট্রয়ার প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে তাড়াহুড়া করতে আগ্রহী নয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। প্রধান তিনটি প্রোগ্রামের আওতায়, ২০২৮ অর্থবছরে ডিডিজি(এক্স), ২০৩০ অর্থবছরে এসএসএন(এক্স) এবং ২০৩০ দশকে এনজিএডি নৌবহরের যুক্ত করার পরিকল্পনা করেছিল মার্কিন নৌবাহিনী। প্রোগ্রামগুলোর শতভাগ কার্যকারিতা এবং সঠিক বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে তাড়াহুড়া না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন নৌবাহিনী প্রধান কার্লোস দেল তোরো বলেন, পূর্বনির্ধারিত সময়কাল নয়, বরং এসব প্রোগ্রামের ডিজাইন এবং এতে ব্যবহৃত প্রযুক্তি পুরোপুরি তৈরি হবার পর সেগুলো অধিগ্রহণ করা হবে।

স্টেকহোল্ডাররা পূর্বনির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রোগ্রামগুলো বাস্তবায়নে চাপ প্রয়োগ করলেও নৌবাহিনী তার সিদ্ধান্তে অনড়।

যুক্তরাজ্যের খনি যুদ্ধের সক্ষমতা বাড়াতে বাণিজ্যিক ওএসভি

খনি যুদ্ধে সক্ষমতা বাড়াতে বাণিজ্যিক অফশোর সাপোর্ট ভেহিকল (ওএসভি) অধিগ্রহণ করছে যুক্তরাজ্য।

নিজস্ব সমুদ্রসীমা এবং আশপাশের গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় অবকাঠামো, সামুদ্রিক বাণিজ্য রক্ষা এবং সমুদ্র তলদেশের আধিপত্য ধরে রাখতে বিনিয়োগ করছে রয়েল নেভি (আরএন)। এরই ধারাবাহিকতায় মাইন অনুসন্ধান এবং ধ্বংস করতে মাইন-হান্টিং ক্যাপাবিলিটি (এমএইচসি) প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছে রয়েল নেভি। এমএইচসি প্রোগ্রামের আওতায় অফশোর সাপোর্ট ভেহিকলটি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে। ওএসভিটি মাইন কাউন্টার-মেজারস (এমসিএম) 'মাদারশিপ' হিসেবে কাজ করবে। যুক্তরাজ্যের নেক্সট-জেনারেশন ডিপ-ওয়াটার মাইন ডিটেকশন সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ওএসভিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। যুক্তরাজ্যের রয়েল ফ্লিট অক্সিলারি (আরএফএ) ওএসভিটি পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে।

গভীর সাগরে রাষ্ট্রগুলোর মধ্যকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং মাইন ঝুঁকি

মোকাবিলায় যুক্তরাজ্য এবং এর মিত্রদেশগুলো কাজ করছে। সমুদ্রতলে ক্যাবল এবং পাইপলাইনগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ওএসভিটিকে কাজে লাগাবে যুক্তরাজ্য। নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে অটোনামাস আন্ডারওয়াটার ভেহিকল (এইউভি) মোতায়েন করবে ওএসভিটি। গভীর জলের এইউভি এমসিএম সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে ওএসভিটিকে টেস্টবেড বা পরীক্ষাগার হিসেবে কাজে লাগানো হবে। বর্তমানে এক্সভি প্যাট্রিক ব্ল্যাকেট (এক্স০১) জাহাজকে নতুন নতুন প্রযুক্তির পরীক্ষাগার হিসেবে ব্যবহার করে রয়েল নেভি। প্রাথমিক পর্যায়ে প্যাট্রিকের জন্য বরাদ্দকৃত কিছু প্রযুক্তি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সেগুলোকে ফ্লিটের ব্যবহার উপযোগী করে তুলবে ওএসভিটি।

উত্তর আটলান্টিক সাগরের ক্রমবর্ধমান ঝুঁকির কথা বিবেচনা করে অফশোর সাপোর্ট ভেহিকলটি অতি দ্রুত সেখানে মোতায়েন করা হবে। আশা করা যাচ্ছে, ২০২৩ এর এপ্রিল থেকে সেটি কাজ শুরু করবে।



জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে যোগ দিতে ১০০ জন নৌসদস্যের দক্ষিণ সুদান গমন

দক্ষিণ সুদানে শান্তিরক্ষা মিশনে যোগ দিলেন ১০০ নৌসদস্য

দক্ষিণ সুদানে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে (আনমিস) নিয়োজিত বাংলাদেশ ফোর্স মেরিন ইউনিট-৮ এ ১০০ জন নৌসদস্য যোগ দিয়েছেন। ৪ অক্টোবর নৌবাহিনীর ১০০ সদস্যের দলটি বাংলাদেশ ত্যাগ করে। কন্টিনজেন্টটি বাংলাদেশ ফোর্স মেরিন ইউনিট-৭ এর প্রতিস্থাপক হিসেবে দক্ষিণ সুদানে দায়িত্ব পালন করবে। জাতিসংঘের নির্দেশনা অনুযায়ী নৌবাহিনীর ফোর্স মেরিন ইউনিট দক্ষিণ সুদানের প্রত্যন্ত এলাকায় নিত্যপ্রয়োজনীয় জালানি, খাদ্যসামগ্রী, ওষুধ ও মানবিক সাহায্যবহনকারী বার্জসমূহের নিরাপদ চলাচলের নিশ্চয়তা বিধান, নৌপথের জলদস্যুতা পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ, অগ্নিনির্বাপণে স্থানীয় জনগণকে সহায়তা, আহত সামরিক-অসামরিক ব্যক্তিদের উদ্ধার ও জরুরি চিকিৎসাসেবা ও ভূবরী সহায়তা দিয়ে থাকে। ব্যানএফএমইউ কন্টিনজেন্টের সদস্যরা নীল নদের দীর্ঘ ৯৩৮ কিলোমিটার নদীপথে ৫৪টি ‘অপারেশন লাইফ লাইন’ অভিযান অত্যন্ত সফলভাবে সম্পন্ন করেছে।

বিশ্বের বিভিন্ন যুদ্ধবিক্ষস্ত অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠায় দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে নৌবাহিনীর সদস্যরা অত্যন্ত

আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালন করছে। নৌবাহিনীর এই গর্বিত অংশগ্রহণ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ও সুনাম বৃদ্ধি করেছে। দক্ষিণ সুদানে শান্তি প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত বাংলাদেশ ফোর্স মেরিন ইউনিটটি ২০১৫ সাল থেকে আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালন করে চলেছে।

কিউডব্লিউ-১৮এ মিসাইলের টেস্ট ফায়ারিং

বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে সংযোজনের লক্ষ্যে কিউডব্লিউ-১৮এ মিসাইলের টেস্ট ফায়ারিং বানৌজা স্বাধীনতা থেকে সমুদ্রে উৎক্ষেপণের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়েছে ২ ও ৩ নভেম্বর। এ সময় ফায়ারিং টার্গেটে ১টি স্টিক্স ফায়ার করা হয়। কিউডব্লিউ-১৮এ মিসাইল ফায়ারিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় টার্গেট

ড্রোন সিভিআইসি, চীন এবং সিএনআরডি সরবরাহ করেছে। বানৌজা স্বাধীনতা ড্রোন উড্ডয়নকারী এবং বানৌজা দুর্জয় রকেট ফ্লোর ফায়ারিং জাহাজ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছে।

লেবাননে ইউনিফিলে ১১০ নৌসদস্যের যোগদান

লেবাননে নিয়োজিত জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন ইউনাইটেড নেশন্স

কিউডব্লিউ-২এ মিসাইলের টেস্ট ফায়ারিং বানৌজা স্বাধীনতা থেকে সমুদ্রে উৎক্ষেপণের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়



ইন্টেরিম ফোর্স ইন লেবাননে (ইউনিফিল) যোগ দিয়েছেন ১১০ জন নৌসদস্য। ১২ অক্টোবর ৭৫ সদস্যের একটি দল শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে লেবাননের উদ্দেশে বাংলাদেশ ত্যাগ করে। নৌসদস্যগণ বাংলাদেশ নৌবাহিনী কন্টিনজেন্ট ‘ব্যানকন-১৩’ এর আওতায় লেবাননে মোতায়েনকৃত নৌবাহিনী যুদ্ধজাহাজ সংগ্রামে যোগ দিয়েছেন। চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের চিফ স্টাফ অফিসার ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ ফয়জুল হক লেবাননগামী নৌসদস্যদের আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় জানান। এর আগে ২ অক্টোবর ৩৫ জন নৌসদস্যের একটি অগ্রগামী দল ইউনিফিলে যোগ দেয়।

বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ২০১০ সাল থেকে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ লেবাননে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে দায়িত্ব পালন করে আসছে। লেবাননের ভূমধ্যসাগরে মাল্টিন্যাশনাল মেরিটাইম টাস্কফোর্সের সদস্য হিসেবে উপমহাদেশের মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশ নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত রয়েছে। বর্তমানে নিয়োজিত নৌবাহিনী যুদ্ধজাহাজ সংগ্রাম লেবাননের ভূখণ্ডে অবৈধ অস্ত্র এবং গোলাবারুদ অনুপ্রবেশ প্রতিহত করতে দক্ষতার সাথে কাজ করছে। পাশাপাশি লেবাননের জলসীমায় মেরিটাইম ইন্টারডিকশন অপারেশন পরিচালনা, সন্দেহজনক জাহাজ ও এয়ারক্রাফ্টের ওপর নজরদারি, দুর্ঘটনাকবলিত জাহাজে উদ্ধার তৎপরতা এবং লেবাননের সামরিক সদস্যদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানসহ লেবাননে বসবাসরত বাংলাদেশিদের নিয়মিত চিকিৎসাসেবা দিয়ে যাচ্ছে। ২০১০ সালে লেবাননে মোতায়েনের পর থেকে এখন পর্যন্ত ২ হাজার ৬৮৮ জন নৌসদস্য সফলতার সাথে মিশন শেষ করেছে। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর গর্বিত এই অংশগ্রহণ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দেশের ভাবমূর্তি ও সুনাম বৃদ্ধি করেছে।

বানৌজা শেখ মুজিব ঘাঁটিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অনুশীলন

সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং ইউএস আর্মি প্যাসিফিকের যৌথ উদ্যোগে ২ নভেম্বর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (ভূমিকম্প) অনুশীলন ‘ডিজাস্টার রেসপন্স এক্সারসাইজ অ্যান্ড



সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের তত্ত্বাবধানে বানৌজা শেখ মুজিব ঘাঁটিতে আয়োজিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (ভূমিকম্প) অনুশীলনে নৌসদস্যবৃন্দ

এক্সচেঞ্জ (ডিআরইই) বাংলাদেশ-২০২২’ অনুষ্ঠিত হয়েছে বানৌজা শেখ মুজিব ঘাঁটিতে। অনুশীলনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বেসরকারি এনজিও ও অন্যান্য সংস্থার প্রায় ১ হাজার দেশি-বিদেশি প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার লে. জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান, এসজিপি, পিএসসি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি এবং নৌবাহিনীর জ্যেষ্ঠ নৌকর্মকর্তা হিসেবে রিয়ার এডমিরাল খন্দকার মিসবাহ-উল-আজমি, এনবিপি, এনডিইউ, এএফডব্লিউসি, পিএসসি এতে উপস্থিত ছিলেন। বানৌজা শেখ মুজিব ঘাঁটি প্রথমবারের মতো ডিআরইই’র এফটিএক্সের সার্বিক পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করে। এফটিএক্সে ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলা এবং ভূমিকম্পের কারণে সৃষ্ট আগুন নির্বাপণে বাংলাদেশের সক্ষমতা প্রদর্শন করা হয়। এই এক্সারসাইজের মাধ্যমে ভবিষ্যতে সক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা। দেশি-বিদেশি সকল অংশগ্রহণকারী ও পর্যবেক্ষকগণ অনুশীলনের ভূয়সী প্রসংসা করেছেন।

বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জেম প্র্যাকটিক্যাল লিডারশিপ এক্সারসাইজ

বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জেম বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির ক্যাডেটদের প্র্যাকটিক্যাল লিডারশিপ এক্সারসাইজ এবং নিউ এন্ট্রি এক্সারসাইজ অনুষ্ঠিত

হয়েছে ৪ থেকে ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত। এক্সারসাইজে ক্যাডেটরা ফায়ারিং ও সার্ভাইভাল ট্রেনিংয়ে অংশগ্রহণ করেন। এতে ক্যাডেটরা তাদের বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে কঠিন লক্ষ্য অর্জন করা এবং নৌবাহিনীর বিভিন্ন অপারেশনাল কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। এক্সারসাইজে সেমিস্টার-১, সেমিস্টার-২, সেমিস্টার-৩, ডিও ক্লাস ও সেমিস্টার-৫ ক্লাসের টার্ম কমান্ডার এবং টার্ম টিউটরসহ প্রশিক্ষক দল উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে সোয়াডস্ প্রশিক্ষণ

১২ অক্টোবর বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে সেমিস্টার-১ এর সোয়াডস্ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রশিক্ষণকালে যুদ্ধাবস্থায় বিভিন্ন অপারেশনের বাস্তবিক জ্ঞান প্রদান করা হয়। এ সময় সেমিস্টার-১ এর টার্ম কমান্ডার এবং টার্ম ডিওসহ প্রশিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে ক্রসকান্ট্রি প্রতিযোগিতা

২১ অক্টোবর বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে প্রশিক্ষণরত অফিসার ক্যাডেট, মিডশিপম্যান ও ডাইরেক্ট এন্ট্রি প্রশিক্ষণার্থীদের অংশগ্রহণে ক্রসকান্ট্রি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীদের শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই

প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এ প্রতিযোগিতা প্রশিক্ষণার্থীদের বন্ধুর ও অজেয় পথে সাহসের সাথে এগিয়ে চলা এবং আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ে লড়ে যাওয়ার অমিত সম্ভাবনাকে বিকশিত করে। এ সময় ট্রেনিং কমান্ডারসহ ঘাঁটির অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বেসিক ডাইভিং অ্যান্ড স্যালভেজের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ

২৩ অক্টোবর থেকে ১৭ নভেম্বর বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জেম ঘাঁটির তত্ত্বাবধানে বেসিক ডাইভিং অ্যান্ড স্যালভেজ (সিডি-৩) ‘কিউ’ এ/২০২২ কোর্সের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। কোর্সের ১ জন কর্মকর্তা, ১ জন জেসিও, ২ জন পিও, ৩ জন লিডিং ও নিম্নমান এবং ২৫ জন প্রশিক্ষণার্থীর সমন্বয়ে ৩২ সদস্যের একটি দল প্রশিক্ষণে অংশ নেয়।

কান্টাই লেকে মিক্সড গ্যাস ডাইভিং অনুশীলন

বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জেম ঘাঁটির তত্ত্বাবধানে ২৩ থেকে ২৭ অক্টোবর কমসোয়াডস কমান্ডের ডুবুরি ও নৌকমান্ডো দল কান্টাই লেকে মিক্সড গ্যাস ডাইভিং অনুশীলন করেছে। ১ জন কর্মকর্তা, ২ জন প্রশিক্ষক এবং ১৭ জন ডুবুরি অংশ নিয়ে সফলভাবে অনুশীলন শেষ করেছে।



বানোজা শহীদ মোয়াজ্জম ঘাঁটির তত্ত্বাবধানে স্কুবা রিফ্রেশার কোর্সের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্যারা কমান্ডোগণ

বানোজা ঈশা খান ঘাঁটিতে ম্যাস পিটি অনুশীলন

১৬ অক্টোবর ২০২২ বানোজা ঈশা খান ঘাঁটিতে ম্যাস পিটি অনুশীলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে বানোজা ঈশা খান ঘাঁটিতে কর্মরত সকল নৌসদস্য অংশগ্রহণ করেন। ম্যাস পিটি নৌবাহিনীর কর্মকর্তা এবং নাবিকদের শারীরিক ও মানসিক দক্ষতা এবং কর্মক্ষমতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

অ্যাডভান্সড লিডারশিপ কোর্সের সনদ বিতরণ

২০ অক্টোবর বানোজা ঈশা খান জেসিও'স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে অ্যাডভান্সড লিডারশিপ কোর্স এমসিপিও বি/২০২২ ব্যাচের সনদ বিতরণ করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অধিনায়ক বানোজা ঈশা খান কমডোর আবু মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন, (জি), বিএসপি, পিএসসি, বিএন। এ সময় তিনি সফলভাবে উত্তীর্ণ জেসিও'সদের মাঝে সনদ বিতরণ করেন এবং দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন।

সিনিয়র সেইলর্স লিডারশিপ অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট কোর্সের সনদ বিতরণ

বানোজা ঈশা খান জেসিও'স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে ১৭ নভেম্বর সিনিয়র সেইলর্স লিডারশিপ অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট কোর্স ২০২২/সি সম্পন্নকারী

জেসিও'সদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বানোজা ঈশা খানের অধিনায়ক কমডোর আবু মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন, (জি), বিএসপি, পিএসসি, বিএন।

স্কুবা রিফ্রেশার কোর্সের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ

বানোজা শহীদ মোয়াজ্জম ঘাঁটির তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্যারা কমান্ডো ব্রিগেডের সেনাসদস্যদের স্কুবা রিফ্রেশার কোর্সের

ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ ৬ থেকে ১৩ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্কুবা ডাইভিং যোগ্যতাসম্পন্ন ১ জন কর্মকর্তা, ৭ জন প্রশিক্ষক, ২০ জন প্রশিক্ষণার্থীসহ মোট ২৮ সদস্যের একটি দল এতে অংশ নেয়।

বেসিক স্কুবা ডাইভিং কোর্সের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ

২০ নভেম্বর থেকে ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বানোজা শহীদ মোয়াজ্জম ঘাঁটিতে বেসিক ডাইভিং কোর্সের ব্যবহারিক

প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের ১ জন কর্মকর্তা, ২০ জন প্রশিক্ষণার্থী এবং ৫ জন প্রশিক্ষকের সমন্বয়ে ২৬ সদস্যের একটি দল অংশ নিয়েছে। এ সময় প্রশিক্ষণার্থী দল বিভিন্ন ওয়াটার বর্ন প্রশিক্ষণেও অংশ নেয়।

স্কুবা ডাইভিং ওরিয়েন্টেশন কোর্সের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ

বানোজা শহীদ মোয়াজ্জমের তত্ত্বাবধানে ১৮ থেকে ২০ ডিসেম্বর বাংলাদেশ

বানোজা ঈশা খান ট্রেনিং কমপ্লেক্সে অ্যাডভান্সড লিডারশিপ কোর্স এমসিপিও বি/২০২২ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির সাথে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ



সেনাবাহিনীর ক্যাডেটদের স্কুবা ডাইভিং ওরিয়েন্টেশন কোর্স-৬৪ এর ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে ১ জন সেনা কর্মকর্তা, ১ জন নৌকর্মকর্তা, ১১ জন প্রশিক্ষক, ৯ জন অসামরিক ব্যক্তি ও ৭ জন প্রশিক্ষার্থী অংশ নিয়েছে। এ ছাড়া তারা বিভিন্ন ওয়াটার বর্ন প্রশিক্ষণেও অংশ নেয়।

পিওডিঅ্যাডএল ‘কিউ’ কোর্সের সনদ বিতরণ

১ ডিসেম্বর বানোজা ঈসা খান ট্রেনিং কমপ্লেক্সে পিওডিঅ্যাডএল ‘কিউ’ ই/২০২২ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ঘাঁটির ট্রেনিং কমান্ডার এ এইচ এম মাহবুবুর রহমান, (এন), পিএসসি, বিএন। তিনি সফলভাবে কোর্স সম্পন্নকারীদের মাঝে সনদ বিতরণ করেন এবং দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন।

জুনিয়র স্টাফ কোর্সের সনদ বিতরণ

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ৭০তম জুনিয়র স্টাফ কোর্সের সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠান ১৫ ডিসেম্বর বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। একাডেমির কমান্ড্যান্ট প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণ করেন। পরে তিনি সকলের উদ্দেশে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন।

নতুন ক্যাডেটদের প্রশিক্ষণ শুরু

বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির ২০২৩/এ ব্যাচের ক্যাডেটরা ২৪ ডিসেম্বর একাডেমিতে যোগ দিয়েছেন। যোগদানের পর প্রাথমিক শারীরিক পরীক্ষা এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্র পূরণ করে তারা বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমিতে সম্মিলিত সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য একাডেমি ত্যাগ করেন। এ সময় টার্ম কমান্ডার, ডিভিশনাল অফিসার ও টার্ম টিউটর উপস্থিত থেকে তাদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেন।

বিআরসিসি ক্লাসের প্রশিক্ষার্থীদের বিএনএ’তে যোগদান

বিআরসিসি ক্লাস ২০২৩/এ ব্যাচের প্রশিক্ষার্থীরা ৩১ ডিসেম্বর বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে যোগদান করেন।

এ সময় তাদের টার্ম কমান্ডার ও টার্ম টিউটর উপস্থিত থেকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেন।

নেভাল এভিয়েশনের পেশেন্ট ইভাকুয়েশন

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সদস্য এম তানভীর আহমেদ, এমই-২ ডেস্কুতে আক্রান্ত হয়ে চট্টগ্রামে চিকিৎসাধীন ছিলেন। অবস্থার অবনতি হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার্থে ১২ অক্টোবর তাকে বিএন হেলিকপ্টারে করে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। নৌবাহিনীর এ সেবা পেশেন্ট ইভাকুয়েশন/MEDEVAC নামে পরিচিত।

কমসোয়াডসের জয়েন্ট কমান্ড এন্ডারসাইজ ট্রেনিং

১৭ অক্টোবর থেকে ১০ নভেম্বর পর্যন্ত কমডোর সোয়াডস কমান্ডের নেভাল কমান্ডো গ্রুপের তত্ত্বাবধানে নৌকমান্ডো এবং ইউএস স্পেশাল ফোর্সের যৌথ অংশগ্রহণে জয়েন্ট কমান্ড এন্ডারসাইজ ট্রেনিং (জেসিইটি) অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রশিক্ষণে ইউএস স্পেশাল ফোর্স এবং নৌকমান্ডোরা সম্মিলিতভাবে হাইস্পিড ম্যানুভার, ভিবিএসএস, ইনফিল্ট্রেশন, এক্সফিল্ট্রেশন, আভারগুয়ে ইঞ্জিন ক্যাজুয়েলটিস, টিসিসিসি, ভেরিয়াস ফরমেশন, ম্যান ওভারবোর্ড ড্রিল, এফটিএক্স প্রশিক্ষণ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করেন। কোর্সের শেষ



কমান্ডেন্ট বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি ৭০তম জুনিয়র স্টাফ কোর্সে প্রথম স্থান অর্জনকারী কর্মকর্তাকে ‘নৌপ্রধান ট্রফি’ প্রদান করেন

দিনে কমসোয়াডস উপস্থিত থেকে যৌথ প্রশিক্ষণের সাফল্যের বিষয়ে আলোচনা এবং অংশগ্রহণকারী সকলের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

এনসিএ এসবিসিসি কোর্সের সনদ বিতরণ

৯ম নেভাল কমান্ডো অ্যাডভান্স (এনসিএ) এসবিসিসি কোর্সে সফলভাবে উত্তীর্ণ প্রশিক্ষার্থীদের মাঝে ২৭ অক্টোবর সনদপত্র বিতরণ করা হয়। ১৩ জন প্রশিক্ষার্থী সফলতার

সাথে কোর্স সম্পন্ন করতে পেয়েছেন। কোর্সে এম আব্দুল হান্নান, এবি (এনসিটি-২) গড়ে ৮৪ দশমিক ৮৬ শতাংশ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অর্জন করেন। সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে অধিনায়ক স্কুল অব সোয়াডস অ্যাড সেন্টার ক্যাপ্টেন আসোয়াদ হোসেন রাসেল, (সি), এনজিপি, পিএসসি, বিএন প্রধান অতিথি ছিলেন। এ সময় তিনি কোর্সে অংশগ্রহণকারী সকল প্রশিক্ষার্থীদের উদ্দেশে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন।

৯ম নেভাল কমান্ডো অ্যাডভান্স (এনসিএ) এসবিসিসি কোর্সে নৌকমান্ডোদের অংশগ্রহণের একাংশ



জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন



ইউনিফিলে নিয়োজিত বানৌজা সংগ্রামের অধিনায়ক ক্যাপ্টেন এম আমিরুল ইসলাম মিশন প্রধান এবং ফোর্স কমান্ডার মেজর জেনারেল আরোস্টো লাজারো সায়েঞ্জের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ

ফোর্স কমান্ডারের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ

ইউনিফিলে নিয়োজিত বানৌজা সংগ্রামের অধিনায়ক ক্যাপ্টেন এম আমিরুল ইসলাম, (ট্যাজ), এনপিপি, এনসিসি, পিএসসি, বিএন মিশন প্রধান এবং ফোর্স কমান্ডার মেজর জেনারেল আরোস্টো লাজারো সায়েঞ্জের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। ৭ ডিসেম্বর ফোর্স সদর দপ্তরে এ সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।

ব্যানকন-১৩ ইউনিফিলে যোগদানের রিসিপশন

৭ নভেম্বর ব্যানকন-১৩ ইউনিফিলে যোগদান উপলক্ষে বানৌজা সংগ্রামে ওয়েলকাম রিসিপশনের আয়োজন করা হয়। এতে এমটিএফ কমান্ডার রিয়ার এডমিরাল মাইকেল বুসে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে জাহাজের অধিনায়ক ক্যাপ্টেন এম আমিরুল ইসলাম, (ট্যাজ), এনপিপি, এনসিসি, পিএসসি, বিএন সহ কেক কেটে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। জাহাজের কর্মকর্তাবৃন্দের পাশাপাশি মেরিটাইম টাস্কফোর্সের বিভিন্ন দেশের স্টাফ অফিসারবৃন্দ এবং ইউনিফিলে কর্মরত বাংলাদেশ সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর অফিসারবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

তুরস্ক নৌবাহিনীর আঞ্চলিক কমান্ডারের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ

তুরস্ক নৌবাহিনীর ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল কমান্ডার প্রধান রিয়ার এডমিরাল ফুয়াত গেদিকের সাথে বানৌজা সংগ্রামের অধিনায়ক ক্যাপ্টেন এম আমিরুল ইসলাম, (ট্যাজ), এনপিপি, এনসিসি, পিএসসি, বিএন সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। ১৬ নভেম্বর বানৌজা সংগ্রাম তুরস্কের মার্সিন বন্দরে পৌঁছলে বানৌজা সংগ্রামের অধিনায়ক তার সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

মিশন সাপোর্ট পরিচালকের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ

৭ ডিসেম্বর ইউনিফিলে নিয়োজিত বানৌজা সংগ্রামের অধিনায়ক ক্যাপ্টেন এম আমিরুল ইসলাম, (ট্যাজ), এনপিপি, এনসিসি, পিএসসি, বিএন মিশন সাপোর্ট পরিচালক মেলভা ক্রাউছের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। পরিচালকের নিজ দপ্তরে এ সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মালাকাল ও জুবায় সশস্ত্র বাহিনী দিবস উদ্‌যাপন

যথাযোগ্য মর্যাদা ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে মালাকাল ও জুবায় ২১ নভেম্বর

সশস্ত্র বাহিনী দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে কন্টিনজেন্ট কমান্ডার ও অধিনায়ক সকালের সমাবেশে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও নৌপ্রধানের বাণী পাঠ করে শোনান। একই দিন ফজরের নামাজের পর ঘাঁটির মসজিদে বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া কন্টিনজেন্ট অধিনায়ক সশস্ত্র বাহিনী দিবসের তাৎপর্য ও গুরুত্ব তুলে ধরে নৌসদস্যদের উদ্দেশে বক্তব্য দেন। ডাইনিং হলে নৌসদস্যদের জন্য উন্নত মানের খাবার পরিবেশন করা হয়। সশস্ত্র বাহিনী দিবস উদ্‌যাপনে একই কর্মসূচি ইউনিফিল লেবাননেও পালিত হয়েছে।

ফোর্স কমান্ডারের ব্যানএফএমইউ মালাকাল সফর

আনমিসের ফোর্স কমান্ডার লে. জেনারেল মোহান সুব্রামানিয়ান, এডিএসএম, ডিএসএম, এসএম ২১ নভেম্বর ব্যানএফএমইউ মালাকাল সফর করেন। সফরকালে তিনি ব্যানএফএমইউ ওয়ার্ডরুমে সশস্ত্র বাহিনী দিবস-২০২২ উপলক্ষে প্রদর্শিত প্রামাণ্যচিত্র উপভোগ এবং মধ্যাহ্নভোজে অংশ নেন। পরে মালাকাল কনফারেন্স রুমে অপারেশন

লাইফলাইনসহ এই ইউনিটের বিভিন্ন অপারেশনাল কর্মকাণ্ডের ওপর ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়। ফোর্স কমান্ডার ব্যানএফএমইউ মালাকালের অপারেশনাল কর্মকাণ্ডের প্রশংসা ও সম্ভাষণ প্রকাশ করেন।

সুদানে নৌকন্টিনজেন্টের রিভারাইন প্যাট্রোল

অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের বিভিন্ন সময় সুদানের ২৯টি স্থানে রিভারাইন প্যাট্রোল পরিচালিত হয়েছে। প্রতিটি প্যাট্রোলে ৩টি করে এলপিসি অংশ নিয়ে ৩৭৬ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করেছে। এসব প্যাট্রোলের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকাসমূহে আনমিসের (ইউনাইটেড ন্যাশন মিশন ইন সাউথ সুদান) উপস্থিতি, এলাকা পরিচিতি, স্থানীয় জনসাধারণের গতিবিধি ও নিরাপত্তা পরিস্থিতি সরেজমিন পর্যবেক্ষণ, কেএলই (কি লিডারশিপ এনগেজমেন্ট) এবং ইউএনপিলার সংস্থাসমূহকে যাতায়াত সুবিধা দেওয়া হয়। প্রতিটি রিভারাইন প্যাট্রোলে নদীপথে ব্যানএফএমইউ মেরিন ফোর্স নিরাপত্তা দিয়ে থাকে।

মিশন সাপোর্ট সেন্টার সদস্যদের ব্যানএফএমইউ মালাকাল পরিদর্শন

মিশন সাপোর্ট সেন্টারের সদস্যরা ৮ নভেম্বর ব্যানএফএমইউ মালাকাল পরিদর্শন করেন। এ সময় কন্টিনজেন্ট অধিনায়কের পক্ষ থেকে তাদের স্বাগত জানানো হয়। পরে মালাকাল সম্মেলনক্ষেত্র কন্টিনজেন্টের অপারেশনাল কর্মকাণ্ডের ওপর ব্রিফ করা হয়। পরিদর্শন শেষে মালাকাল কন্টিনজেন্টের অপারেশনাল কর্মকাণ্ডের সার্বিক মান সম্ভাষণক বলে মতামত দিয়েছে মিশন সাপোর্ট সেন্টারের সদস্যরা।

ব্যানএফএমইউ সদস্যদের অপারেশন লাইফলাইন

অপারেশন লাইফলাইনের প্রতিটি লেগে ব্যানএফএমইউর সদস্যরা ইউএনের রসদ ও জ্বালানি পরিবহনকারী বার্জ কনভয়গুলোকে ৯৩৮ কিলোমিটার দীর্ঘ

নদীপথে সার্বক্ষণিক ফোর্স প্রটেকশন দিয়ে আসছে। এরই অংশ হিসেবে অপারেশন লাইফলাইন-৫৫ (লেগ-১) এর কনভয় আমুর-৫ থেকে ৩১ অক্টোবর যাত্রা করে ১৬ নভেম্বর ব্যানএফএমইউ মালাকালের ল্যান্ডিং সাইটে পৌঁছায়। এ ছাড়া ১ নভেম্বর অপারেশন লাইফলাইন-৫০ (লেগ-২) এর কনভয় ব্যানএফএমইউ মালাকাল থেকে যাত্রা করে ১৩ নভেম্বর মাঙ্গালায় পৌঁছেছে।

ব্যানএফএমইউ মালাকালের সিওই পরিদর্শন

আনমিসের ৯ সদস্যবিশিষ্ট একটি পরিদর্শক দল ২৯ নভেম্বর ব্যানএফএমইউ মালাকাল কন্টিনজেন্ট পরিদর্শন করে। এ সময় কন্টিনজেন্ট কমান্ডার তাদের স্বাগত জানান। ব্যানএফএমইউ-৮ এর সিওই কর্মকর্তা মালাকাল ডিটাচমেন্টের সিওই সম্পর্কে ব্রিফ করেন। পরে পরিদর্শনকারী দল সিওই-র ফিটনেস ও অপারেশনাল স্টেট পর্যবেক্ষণ করে সার্বিক মান সন্তোষজনক বলে মতামত দেন। ব্যানএফএমইউ জুবা কন্টিনজেন্টেরও সিওই পরিদর্শন করেছে পরিদর্শক দল।

বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির কনভয়কে নিরাপত্তা প্রদান

বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি) কোডক পিওসি ক্যাম্পে মানবিক সহায়তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে নিরাপত্তা পরিস্থিতি বিবেচনায় সেক্টর নর্থ নিরাপত্তা নিশ্চিত উদ্যোগী হয়। ১১ ডিসেম্বর ডব্লিউএফপির সহায়তাবহনকারী ৩টি ক্লাস্টার বোট এবং ২টি স্পিড বোটের কনভয়কে ব্যানএফএমইউ মালাকাল নিরাপত্তা দিয়ে গন্তব্যে পৌঁছে দেয়। ১৮ জন নৌসদস্য এবং তিনটি এলপিসি নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করেছে। এ ধরনের মানবিক কাজে নিরাপত্তা দেওয়ায় মালাকাল কন্টিনজেন্ট প্রশংসিত হয়েছে।

বিশ্ব এইডস দিবস পালন

বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষ্যে ব্যানএফএমইউ সেক্টর নর্থের তত্ত্বাবধানে ১৬ দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ৩ ডিসেম্বর সেক্টর নর্থ সদর দপ্তরে ম্যারাথন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিযোগিতায় ব্যানএফএমইউ সদস্যরা অংশ নিয়ে

৫ম স্থান অর্জন করেছে। ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের মালাকাল ইউনিট প্রধান ডা. ইমানুয়েল টিমোথি থওল নৌসদস্যদের মেডেল দিয়ে পুরস্কৃত করেন।

সেক্টর জুবার ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট এক্সারসাইজ

সেক্টর জুবার কন্টিনজেন্সি প্ল্যান অনুযায়ী ৭ থেকে ১১ নভেম্বর ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট এক্সারসাইজ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এক্সারসাইজে ব্যানএফএমইউ জুবা ডিটাচমেন্টকে আইডিপি ম্যানেজমেন্টের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই ডিটাচমেন্টের কিউআরএফ সদস্যরা এক্সারসাইজে অংশ নেয়।

সুদানে ৬২ যাত্রীসহ ক্লাস্টার বোট উদ্ধার

সাম্প্রতিক সময়ে দক্ষিণ সুদানের আপার নেইল স্টেটের (ইউএনএস) ফাশোদা কান্দি, তোগনা, ডিয়েল, আতর উয়াও শিল্পক ও কোডোক এলাকায় জাতিগত হত্যার ফলে এসপিএলএ এবং এসপিএলএ-১০ এর মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। ফলে অসংখ্য বেসামরিক জনগণ হতাহত ও বাস্তুচ্যুত হয়ে পড়ে। সংকটময় পরিস্থিতিতে ১৪ ডিসেম্বর আপার নেইলের দক্ষিণ দিক থেকে কোডোক যাওয়ার সময় ব্যানএফএমইউ বোটপুল এলাকায় স্থানীয় একটি যাত্রীবাহী ক্লাস্টার বোটের ইঞ্জিন বিকল হয়ে যায়। এতে বোটটি

৬২জন যাত্রী নিয়ে ভাসতে থাকে। যাত্রীদের মধ্যে ছিল ২৭ জন পুরুষ, ২২ জন মহিলা ও ১৩ জন শিশু। বিষয়টি ব্যানএফএমইউ বোটপুলে কর্তব্যরত সদস্যরা জানতে পেরে ব্যানএফএমইউ কন্ট্রোলরুমে জানায়। অধিনায়ক (মনোনীত) কমান্ডার মো. দুরুল হুদা, (এন), বিসিজিএম, বিএন এর প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় ব্যানএফএমইউ দ্রুত ভাসমান বোটটিকে উদ্ধার করে বোটপুলে নিয়ে আসে। উদ্ধারকৃত যাত্রীদের প্রয়োজনীয় খাদ্য ও চিকিৎসাসেবা দেওয়ার পাশাপাশি ব্যানএফএমইউ বোট মেইনটেনার ইঞ্জিনের ত্রুটি সারাতে সহায়তা করে। পরে সেক্টর (নর্থ) এর নির্দেশনায় বোটটিকে ব্যানএফএমইউ এলপিসির মাধ্যমে টোয়িং (ঠেলে বা টেনে আনা) করে ডব্লিউএফপি জেটিতে নিরাপদে পৌঁছে দেওয়া হয়। যাত্রীসহ বোটটি উদ্ধারের ঘটনা স্থানীয় প্রতিকারসহ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত ও প্রচারিত হয়েছে।

উল্লেখ্য, আপার নেইল নদীপথে বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির নিয়ন্ত্রণে থাকা একাধিক চেক পয়েন্ট পার হয়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে হয়। ফলে প্রায় চেক পয়েন্টগুলোতে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এমন ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতেও আনমিসে নিয়োজিত ব্যানএফএমইউ মালাকাল স্থানীয়দের জীবন রক্ষায় নিরলসভাবে কাজ করছে। বোটসহ যাত্রী উদ্ধার তৎপরতা

আনমিসের পাশাপাশি স্থানীয় জনসাধারণের কাছে ব্যানএফএমইউর প্রতি স্থানীয় জনসাধারণের আস্থা ও নির্ভরশীলতা বাড়িয়েছে।

মিলিটারি স্টাফ কমিটির ব্যানএফএমইউ জুবা পরিদর্শন

ইউএন সদর দপ্তরের মিলিটারি স্টাফ কমিটির একটি প্রতিনিধিদল ১৪ নভেম্বর ব্যানএফএমইউ জুবা কন্টিনজেন্ট পরিদর্শন করেন। এ সময় কন্টিনজেন্ট কমান্ডারের পক্ষ থেকে তাদের স্বাগত জানানো হয়। কন্টিনজেন্টের সম্মেলনক্ষেত্র প্রতিনিধিদলকে অপারেশনাল কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ব্রিফ করা হয়। পরে তারা ব্যানএফএমইউ জুবা ডিটাচমেন্ট পরিদর্শন করেন। মিলিটারি স্টাফ কমিটির কর্মকর্তাগণ ব্যানএফএমইউ আনমিসের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করায় ভূয়সী প্রশংসা করেন।

সেক্টর জুবার কনপ্ল্যান এক্সারসাইজ

ব্যানইঞ্জিনিয়ার-২২ এর তত্ত্বাবধানে সেক্টর জুবার ইউএন টস্পিংয়ে ৬ ডিসেম্বর কনপ্ল্যান এক্সারসাইজ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এক্সারসাইজে ব্যানএফএমইউ জুবা কন্টিনজেন্টকে প্লাটুনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। কন্টিনজেন্টের একটি প্লাটুন এক্সারসাইজে অংশ নিয়ে সফলভাবে শেষ করেছে।

আনমিসের পরিদর্শক দল কর্তৃক ব্যানএফএমইউ-৮ মালাকালের সিওই পরিদর্শন





কমান্ডার ঢাকা নৌঅঞ্চল এর তত্ত্বাবধানে সশস্ত্র বাহিনী দিবস-২০২২ উপলক্ষে বানৌজা শেখ মুজিব ঘাঁটির বেলম্যান হাঙ্গার ও প্যারেড গ্রাউন্ডে 'শ্রীতিভোজ' অনুষ্ঠিত হয়

সশস্ত্র বাহিনী দিবসে শ্রীতিভোজ

২২ নভেম্বর কমান্ডার ঢাকা নৌঅঞ্চলের তত্ত্বাবধানে সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে বানৌজা শেখ মুজিব ঘাঁটির বেলম্যান হাঙ্গার এবং প্যারেড গ্রাউন্ডে শ্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়। ঢাকা নৌঅঞ্চলে কর্মরত সকল কর্মকর্তা, তাদের পরিবারবর্গ, বানৌজা শেখ মুজিব কর্মরত সকল নৌসদস্য ও তাদের পরিবারবর্গ, বানৌজা হাজী মহসীন থেকে মনোনীত নৌসদস্য ও পরিবারবর্গ এবং অসামরিক কর্মচারীবৃন্দ তাদের পরিবারবর্গসহ শ্রীতিভোজে অংশ নেন। নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল, এনবিপি, এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি ও বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘের প্রেসিডেন্ট বেগম মনিরা রওশন ইকবাল শ্রীতিভোজে উপস্থিত থেকে সকলের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

বানৌজা নিউজের বার্ষিক পরিদর্শন

১৬ অক্টোবর বানৌজা নিউজের বার্ষিক পরিদর্শন অনুষ্ঠিত হয়েছে। নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল, এনবিপি, এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি প্রধান অতিথি

হিসেবে পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন। এ সময় নৌসদর দপ্তরের পিএসওগণ এবং কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলসহ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। নৌবাহিনী প্রধান ঘাঁটির প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, নৌকমান্ডো ও ডুবুরিদের বিভিন্ন অপারেশনাল কার্যক্রম, ব্যবহৃত অস্ত্র, যন্ত্রপাতি এবং বিভিন্ন স্থাপনাসমূহ পরিদর্শন করেন। শেষে নৌপ্রধান

পরিদর্শনের মান সন্তোষজনক বলে মতামত দেন।

বানৌজা তিস্তা ও কর্ণফুলী'র ডি-কমিশনিং

দীর্ঘ ৪৭ বছর সফলতার সাথে সমুদ্রে নৌবাহিনীর আভিযানিক কার্যক্রম পরিচালনার পর বাংলাদেশ নৌবাহিনী জাহাজ 'তিস্তা' ও 'কর্ণফুলী' ৯ নভেম্বর

খুলনা নৌজেটিতে ডি-কমিশনিং করা হয়। কমান্ডার ফ্রেগাটলা ওয়েস্ট রিয়ার এডমিরাল শাহীন রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে নৌবাহিনীর ঐতিহ্যবাহী রীতি অনুযায়ী বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বহর থেকে জাহাজ দুটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে ডি-কমিশন করেন। এ সময় খুলনা নৌঅঞ্চলের পদস্থ কর্মকর্তা ও নাবিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বানৌজা নিউজের বার্ষিক পরিদর্শনে অংশগ্রহণ করেন নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল



জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৭৪ সালে তৎকালীন যুগোস্লাভিয়া থেকে সংগ্রহকৃত জাহাজ দুটি নৌবাহিনীতে কমিশন লাভের পর থেকেই দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় নিয়োজিত থেকে নৌবাহিনীর আভিযানিক কাজ পরিচালনায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। সমুদ্র উপকূলীয় এলাকার নিরাপত্তা রক্ষা, অপারেশন জাটকা, অপারেশন প্রতিরোধ, অপারেশন নির্মূল, মা ইলিশ সংরক্ষণসহ বার্ষিক ও অন্যান্য সমুদ্র মহড়ায় জাহাজ দুটির অংশগ্রহণ ছিল অত্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে আত্মমানবতার সেবায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সাহায্যার্থে ত্রাণ, ওষুধ ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী বিতরণে জাহাজ দুটির অবদান ছিল প্রশংসনীয়। বানোজা তিস্তা ও বানোজা কর্ণফুলী ১৯৭৫ সালের ৬ জুন বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে কমিশনিংয়ের মাধ্যমে নৌবহরে যুক্ত হয়েছিল।

বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ রুহুল আমিন ও বীর বিক্রম শহীদ মহিবুল্লাহ'র শাহাদতবার্ষিকী পালন

১০ ডিসেম্বর যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাত্তর্যের মধ্য দিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মত্যাগকারী বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ রুহুল আমিন ও বীর বিক্রম শহীদ মহিবুল্লাহ'র ৫১তম শাহাদতবার্ষিকী পালন করেছে নৌবাহিনী। দিনটিতে শহীদদের সমাধীতে খুলনা নৌঅঞ্চলের আঞ্চলিক কমান্ডার রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মাদ আলোয়ার হোসেন পুষ্পস্তবক অর্পণ ও গার্ড অব অনার প্রদান করেন। এ ছাড়া জোহরের নামাজের পর খুলনা নৌঅঞ্চলের সকল মসজিদে মুক্তিযুদ্ধে শাহাদতবরণকারী সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। খুলনা নৌঅঞ্চলের কর্মকর্তা ও নৌসদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) পালন

যথাযথ ধর্মীয় ভাবগাত্তর্যের মধ্য দিয়ে সকল নৌঅঞ্চলে ৯ অক্টোবর পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে সকল নৌঅঞ্চলের মসজিদ ও নাবিক কলোনি মসজিদে জোহর নামাজের পর বিশেষ মোনাজাত ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। মিলাদ মাহফিলের পূর্বে মহানবী (সা.) এর জীবনাদর্শের ওপর আলোচনা



খুলনা নৌঅঞ্চলের আঞ্চলিক কমান্ডার কর্তৃক বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ রুহুল আমিন ও বীর বিক্রম শহীদ মহিবুল্লাহ'র শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষে পুষ্পস্তবক ও গার্ড অব অনার প্রদান

অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে স্ব-স্ব আঞ্চলিক কমান্ডারগণ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে আলোচনায় অংশগ্রহণকারী বিজয়ীদের পুরস্কৃত করেন। এ সময় দেশ, জাতি ও নৌবাহিনীর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

রংপুর ক্যাডেট কলেজ ক্যাডেটদের বানোজা মধুমতী পরিদর্শন

১৫ নভেম্বর রংপুর ক্যাডেট কলেজের একাদশ শ্রেণির ক্যাডেটদের ৭১ জন সদস্যের একটি সফরকারী দল বানোজা মধুমতী পরিদর্শন করে। এ সময় ক্যাডেটদের জাহাজের অপারেশনাল কার্যক্রম ও যুদ্ধ সক্ষমতার ওপর ধারণা দেওয়া হয়।

বানোজা শেখ মুজিব ঘাঁটির কমিশনিং দিবস উদ্‌যাপন

বানোজা শেখ মুজিব ঘাঁটির ৪র্থ কমিশনিং দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে ৫ নভেম্বর। এদিন ফজরের নামাজের পর ঘাঁটির মসজিদে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। কমিশনিং দিবস উপলক্ষে নৌসদস্যদের উদ্দেশে অধিনায়কের বাণী পাঠ, সদকা এবং ঘাঁটির বেলম্যান হাঙ্গারে প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়। ঢাকা নৌঅঞ্চলের আমন্ত্রিত সামরিক ও অসামরিক কর্মকর্তা, বানোজা শেখ মুজিব কর্মরত সকল নৌসদস্য, বানোজা হাজী মহসীন ও নৌসদরের কর্মরত নৌসদস্যগণ প্রীতিভোজে অংশ নেন।

ডিএসসিএসসি কোর্সের প্রশিক্ষার্থীদের বিএন ফ্লিট পরিদর্শন

এসএসইপি ০৫/২০২২ এর অংশ হিসেবে ডিএসসিএসসি কোর্সের ২৭৬ সদস্যের একটি সফরকারী দল ১৯ ও ২০ ডিসেম্বর প্রশিক্ষণের জন্য বানোজা বঙ্গবন্ধু, ওমর ফারুক, স্বাধীনতা, আবু উবাইদাহ, প্রত্যয়, সমুদ্র জয়, সমুদ্র অভিযান, প্রত্যশা ও আবুবকরে যোগে সমুদ্রে গমন করে। এ সময় প্রশিক্ষার্থী কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন মহড়ায় অংশ নেন। এ মহড়ার মাধ্যমে সশস্ত্র বাহিনীর কমান্ড পর্যায়ে নৌবাহিনীর অপারেশন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করেন প্রশিক্ষার্থীরা।

মিলিটারি ওরিয়েন্টেশন কোর্সের প্রশিক্ষার্থীদের নেভাল একাডেমি পরিদর্শন

৩ অক্টোবর বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস ও বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের ৭২ জন কর্মকর্তা মিলিটারি ওরিয়েন্টেশন কোর্সের (ট্রেনিং-৭৮) অংশ হিসেবে বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি পরিদর্শন করেন। প্রশিক্ষার্থী কর্মকর্তারা একাডেমিতে এসে পৌঁছলে তাদের স্বাগত জানানো হয়। পরে প্রশিক্ষার্থীরা একাডেমির বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স, অডিটোরিয়াম, রেডকিন ও ওয়েস্ট পয়েন্ট পরিদর্শন করেন। এ

সময় তাদের একাডেমির অপারেশনাল ও ট্রেনিং কর্মকাণ্ডের ওপর ব্রিফ করা হয়।

ডাইরেক্ট এন্ট্রি ক্লাসের অ্যাপুলেট পরিদর্শন

বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে ডাইরেক্ট এন্ট্রি ২০২২/বি ব্যাচের ৬ জন অফিসারকে ৮ অক্টোবর অ্যাপুলেট পরিদর্শন দেওয়া হয়। জুন মাসে তাদের ট্রেনিং শুরু হয়েছিল। দীর্ঘ ৪ মাস কঠোর প্রশিক্ষণের পর তাদের দ্বিতীয় সেমিস্টারের অ্যাপুলেট পরানো হয়। ডাইরেক্ট এন্ট্রি ক্লাসের টার্ম কমান্ডার লে. জাবের বিন হাসেম, (এক্স), বিএন এবং টার্ম টিউটর লে. আজমলুর রহমান, (শিক্ষা), বিএন উপস্থিত থেকে তাদের অ্যাপুলেট পরিদর্শন করেন।

মন্ত্রিপরিষদ সচিবের বিএনএ পরিদর্শন

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম ১৮ নভেম্বর বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি পরিদর্শন করেন। একাডেমিতে এসে পৌঁছলে তাকে স্বাগত জানান কর্মকর্তারা। পরে মন্ত্রিপরিষদ সচিব ও তার সফরসঙ্গীরা একাডেমির রেডকিন ও ওয়েস্ট পয়েন্টসহ বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন এবং মত বিনিময় করেন।



বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমির প্রশিক্ষণার্থী ক্যাডেটদের বানোজা সমুদ্র অভিযান পরিদর্শন

প্রশিক্ষণার্থীদের বিএন ফ্লিটের জাহাজ পরিদর্শন

বিএমএ ৮৩, ৮৪ ও ৮৫তম দীর্ঘমেয়াদি কোর্স ও ৭৯তম ডিএসএসসি (এএমসি) এবং ৬৬ ডিএসএসসি (এডিসি) কোর্সের ১৪ জন কর্মকর্তা, ২৫৫ জন জেন্টেলম্যান ক্যাডেট (একজন বিদেশি ক্যাডেট), ৩৫ জন বিভিন্ন পদবির প্রশিক্ষক এবং ৭ জন বেসামরিক ব্যক্তিবর্গসহ ৩১৪ সদস্যের একটি সফরকারী দল ১০ অক্টোবর প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে বিএন ফ্লিটের জাহাজ পরিদর্শন করেন। এ সময় প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তা ও ক্যাডেটদের কমান্ড মেসে বিএন ফ্লিটের অপারেশনাল কর্মকাণ্ড এবং সক্ষমতা সম্পর্কে বিস্তারিত প্রদান করা হয়। পরে ক্যাডেটরা বানোজা সমুদ্র অভিযান, স্বাধীনতা ও প্রত্যয় পরিদর্শন করেন। এ সফরের মাধ্যমে নবীন প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তারা নৌবাহিনী সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করেন।

ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ ক্যাডেটদের বিএনএ পরিদর্শন

১৩ ও ২৩ অক্টোবর ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজের সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির ক্যাডেটরা বার্ষিক শিক্ষা সফর উপলক্ষে বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি সফর করেন। এ সময় একাডেমির পক্ষ থেকে ক্যাডেট ও শিক্ষকদের স্বাগত জানানো হয়। পরে ক্যাডেটরা বঙ্গবন্ধু

কমপ্লেক্স, মডেলরুম, লাইব্রেরি, রেডকিন ও ওয়েস্ট পয়েন্টসহ একাডেমির বিভিন্ন স্থান ঘুরে দেখেন।

এএফডব্লিউসি কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের মহড়ায় অংশগ্রহণ

১১ থেকে ১৩ অক্টোবর এসএসইপি ০৪/২০২২ এর অংশ হিসেবে এএফডব্লিউসি কোর্সের ৮০ সদস্যের একটি দল মহড়ায় অংশ নিয়েছে।

প্রশিক্ষণের জন্য মহড়ায় অংশ নিতে তারা বানোজা সমুদ্র অভিযান, স্বাধীনতা, প্রত্যয় ও দুর্জয় যোগে সমুদ্রে গমন করে। এ মহড়া সশস্ত্র বাহিনীর কমান্ড পর্যায়ে নৌবাহিনীর অপারেশন্স সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। কর্মসূচি অনুযায়ী এসইউটিএফ, ম্যানাভেজ, ফ্লাগ হোয়েস্ট ড্রিল, এসএজিএক্স, এএআরওএফ, জেনারেল কুইজ ও

এএফডব্লিউসি কোর্সের প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাদের নৌবাহিনীর জাহাজ পরিদর্শন



ভিবিএসএসসহ বিভিন্ন মহড়া সফলভাবে সম্পন্ন হয়। মহড়ায় কমফ্লোট ওয়েস্টের জাহাজ বানোজা ওমর ফারুক, ধলেশ্বরী ও আবু বকর অংশগ্রহণ করে।

বিএনএ'তে প্যারেন্টস ডে

বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির (বিএনএ) বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্সে ক্যাডেট ও মিডশিপম্যানদের প্যারেন্টস ডে ২৯ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে একাডেমির কমান্ড্যান্ট কমডোর এ এস এম আফজালুল হক, (ট্যাজ), এনপিপি, এনডিসি, পিএসসি, বিএন উপস্থিত ছিলেন।

নৌ অস্ত্র, বিদ্যুৎ ও প্রকৌশল পরিদর্শনের এর পরিচালকের বানোজা শহীদ মোয়াজ্জম সফর

২৩ অক্টোবর পরিচালক নৌ অস্ত্র, বিদ্যুৎ ও প্রকৌশল পরিদর্শন (ডিএনডব্লিউঅ্যান্ডই) কমডোর মো. রুহুল মিনহাজ, (এল), ওএসপি, পিএসসি, বিএন বানোজা শহীদ মোয়াজ্জম ঘাঁটি সফর করেন। এ সময় তিনি ঘাঁটিতে চলমান ১৭তম লং ইলেকট্রিক্যাল কোর্সের (এলইসি) প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাদের উদ্দেশে 'শিপ বিল্ডিং অ্যান্ড অ্যাকুইজিশন অব ওয়েপস অ্যান্ড সেন্সর ফিটস, ইন্ট্রিক্যাসিস অ্যান্ড সাজেস্টেট অ্যাপ্রোচ' বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন।



হালিশহর পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষা সফর উপলক্ষে বানৌজা ঈসা খান ঘাঁটি পরিদর্শন

এমইএসসি ক্লাসের প্রশিক্ষার্থীদের সিডিডিএল এমডির মতবিনিময়

১৩ অক্টোবর চট্টগ্রাম ড্রাই ডক লিমিটেডের (সিডিডিএল) ব্যবস্থাপনা পরিচালক কমডোর এম মাকসুদ আলম, (সি), বিএসপি, এনইউপি, বিসিজিএম, বিসিজিএমএস, এনডিসি, পিএসসি, বিএন বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জম সফর করেন। এ সময় তিনি ঘাঁটিতে চলমান ১৮তম মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং স্পেশলাইজেশন কোর্সের (এমইএসসি) প্রশিক্ষার্থী কর্মকর্তাদের সিডিডিএলের বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে জানান ও বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজের শিক্ষা সফর

১৩ অক্টোবর ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজের অষ্টম শ্রেণির ক্যাডেটরা বার্ষিক শিক্ষা সফরে বানৌজা ঈসা খান সফর করেন। ক্যাডেটরা ট্রেনিং কমপ্লেক্সের বিভিন্ন স্কুলসমূহের মডেল রুম এবং নাবিক বিনোদন কেন্দ্র ঘুরে দেখেন। এ সময় তাদের বানৌজা ঈসা খানের কার্যক্রমের ওপর ব্রিফ করা হয়।

হালিশহর পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষা সফর

হালিশহর পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীরা শিক্ষা সফর

উপলক্ষে ২৪ নভেম্বর বানৌজা ঈসা খান সফর করেন। শিক্ষার্থীরা ট্রেনিং কমপ্লেক্সের বিভিন্ন সরঞ্জাম, মডেল রুম, ডায়ামেজ কন্ট্রোল ও ফায়ার ফাইটিং সিমুলেটর এবং নাবিক বিনোদন কেন্দ্র ঘুরে দেখেন। এ সময় শিক্ষার্থীদের বানৌজা ঈসা খানের ট্রেনিং কার্যক্রমের ওপর ব্রিফিং এবং বাংলাদেশ নৌবাহিনীর গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করা হয়।

জুনিয়র স্টাফ কোর্সের উদ্বোধন

১০ অক্টোবর বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ৭০তম জুনিয়র স্টাফ কোর্সের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির কমান্ড্যান্ট কমডোর আবু সাঈদ মোহাম্মদ আফলুল হক, (ট্যাজ), এনপিপি, এনডিসি, পিএসসি, বিএন। এ সময় নেভাল একাডেমির কমান্ড্যান্ট সকলের উদ্দেশে তার দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন।

বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে দেয়ালিকা প্রতিযোগিতা

বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে ১ নভেম্বর ক্যাডেট ও মিডশিপম্যানদের অংশগ্রহণে দেয়ালিকা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিযোগিতায় একাডেমির ডিরেক্টর অব স্ট্যাডিস প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ট্রেনিং কমান্ডারসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণকারী ক্যাডেট ও মিডশিপম্যানদের প্রতিযোগিতা

পর্যবেক্ষণ করেন। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার তুলে দেন ডাইরেক্টর অব স্ট্যাডিস।

ডিএসসিএসসি প্রতিনিধিদলের বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জম পরিদর্শন

১৮ ডিসেম্বর ২০২২ ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড ও স্টাফ কলেজের একটি প্রতিনিধিদল বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জম ঘাঁটি পরিদর্শন করেন। কলেজের কমান্ড্যান্ট মেজর জেনারেল ইবনে ফজল শায়েখুজ্জামানের নেতৃত্বে ২৮৯ জন সদস্য পরিদর্শনে আসেন। ঘাঁটির সুইমিং স্পটে শহীদ লে. কমান্ডার মোয়াজ্জম হোসেনের জীবনীর ওপর একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। ডিএসসিএসসি দলের সম্মানে ঘাঁটির ব্যবস্থাপনায় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করা হয়।

তিন ঘাঁটির ৪৮তম কমিশনিং দিবস উদ্‌যাপন

বানৌজা হাজী মহসীন, বানৌজা ঈসা খান ও বানৌজা তিতুমীর ঘাঁটির ৪৮তম কমিশনিং দিবস ১০ ডিসেম্বর উদ্‌যাপিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে ফজরের নামাজের পর ঘাঁটিগুলোর মসজিদে নৌবাহিনীর উত্তরোত্তর উন্নতি, সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। এদিন কালাস থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ঘাঁটি পতাকা দিয়ে সাজানো হয়।

ঘাঁটির কল্যাণ কামনা করে সত্কা প্রদান এবং দুপুরে নিজ নিজ ঘাঁটির তত্ত্বাবধানে প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়। এতে ঘাঁটিতে কর্মরত সকল কর্মকর্তা, নাবিক এবং অসামরিক ব্যক্তিবর্গ অংশ নেন। এছাড়া সূর্যাস্ত থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত মেইন গেট ও মেইনমাস্ট আলোকসজ্জা করা হয়।

মানসিক স্বাস্থ্য বিকাশে বাবা-মায়ের ভূমিকা শীর্ষক আলোচনা

বানৌজা পতেঙ্গা ১৬ নভেম্বর কিশোর-কিশোরীদের মানসিক স্বাস্থ্য বিকাশে বাবা-মায়ের ভূমিকা শীর্ষক একটি আলোচনার আয়োজন করেছে। সার্জন কমান্ডার এম আজাদ হোসেন (সাইকিয়াট্রিস্ট) বিষয়টির ওপর বিশদ আলোচনা করেন। এতে কর্তব্যরত ব্যক্তি ব্যতীত সকল কর্মকর্তা ও নাবিক উপস্থিত ছিলেন।

আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি দলের বিএনএ সফর

আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী, অনুযদ সদস্য ও তাদের পরিবারের সদস্যদের একটি দল ২৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি সফর করেন। এ সময় তারা একাডেমির বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স, অডিটোরিয়াম, রেডকিন ও ওয়েস্ট পয়েন্ট ঘুরে দেখেন।

কমান্ডার খুলনা নৌঅঞ্চলের আলোচনা সভা

কমান্ডার খুলনা নৌঅঞ্চল রিয়ার এডমিরাল এম আনোয়ার হোসেন, এনজিপি, পিসিজিএম, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি ২ অক্টোবর ঘাঁটির ফেয়ারওয়ে মাল্টিপারপাস হলে এক আলোচনা সভায় অংশ নেন। সভায় তিনি খুলনা নৌঅঞ্চলে কর্মরত সকল কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে 'নেভাল লিডারশিপ ইন কনটেক্সট অব জুনিয়র লিডার অব বিএন' বিষয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া তিনি প্রযুক্তির এই উৎকর্ষের সময় নেতৃত্বের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন এবং উন্মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন।

শেখ রাসেল দিবস উদ্‌যাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের ৫৯তম জন্মদিন ও শেখ রাসেল দিবস ১৮ অক্টোবর যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালন করেছে নৌবাহিনী। নৌবাহিনী



বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি পরিদর্শনকালে কেনিয়া নৌবাহিনীর প্রতিনিধিদল

পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বয়সভিত্তিক আলোচনা সভা-সেমিনার আয়োজন করা হয়। এ ছাড়া জোহরের নামাজের পর নৌবাহিনীর সকল মসজিদে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। মোনাজাতে শেখ রাসেলের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত এবং নৌবাহিনীর অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি কামনা করা হয়।

কেনিয়া নৌবাহিনী প্রতিনিধির বিএনএ পরিদর্শন

৮ ডিসেম্বর কেনিয়া নৌবাহিনীর কর্মকর্তা কমান্ডার পিডব্লিউ বারাসা ও লে. জে. কে. কনয়িতা বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে আসেন। তারা বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্সের বিভিন্ন জায়গা ও ওয়েস্ট

পয়েন্ট পরিদর্শন করেন। এ সময় একাডেমির কার্যক্রমের ওপর তাদের ব্রিফ করা হয়।

ফেনী গার্লস ক্যাডেট কলেজের শিক্ষা সফর

ফেনী গার্লস ক্যাডেট কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির বার্ষিক শিক্ষা সফর উপলক্ষে

৮০ জন সদস্যের একটি দল ২০ অক্টোবর বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জম ঘাঁটি সফর করেছে। এ সময় তারা ঘাঁটির ট্রেনিং স্কুল, মডেল রুম, চেম্বার রুম, ওয়ার্কশপ, বোটপুল এবং পিকনিক স্পট এলাকা ঘুরে দেখেন এবং লেকে বোটক্রুজে অংশ নেন। সফরকালে ক্যাডেটদের ঘাঁটির বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ওপর ব্রিফ করা হয়।

নবীন নাবিকদের ড্রাফটিং অথরিটির দিকনির্দেশনা

বানৌজা তিতুমীর ফেয়ারওয়ে মাল্টিপারপাস হলে ২০ অক্টোবর ড্রাফটিং অথরিটি কমডোর এম. নাজমুল হাসান, (এন), এনপিপি, বিসিজিএম, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, বিএন 'নবীন নাবিকদের ভবিষ্যৎ' বিষয়ে আলোচনায় অংশ নেন। তিনি বক্তব্যে নবীন নাবিকদের ক্যারিয়ার উন্নয়ন, চাকরিতে নাবিকদের সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কিত পরামর্শসহ বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দেন। এ সময় নবীন নাবিক প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ের সকল কর্মকর্তা, প্রশিক্ষকগণ ও নবীন নাবিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পরিচালক নৌগোয়েন্দা পরিদপ্তরের বানৌজা শের-ই-বাংলা প্রকল্প পরিদর্শন

পরিচালক নৌগোয়েন্দা পরিদপ্তর কমডোর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান,

ফেনী গার্লস ক্যাডেট কলেজের ক্যাডেটদের বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জম ঘাঁটি পরিদর্শন



(ট্যাজ), এনজিপি, পিএসসি, বিএন ১১ ও ১২ নভেম্বর পটুয়াখালীতে চলমান 'বানৌজা শের-ই-বাংলা' প্রকল্প পরিদর্শন করেছেন। তিনি প্রকল্পের বিভিন্ন উন্নয়নকাজ সরেজমিন পরিদর্শন করেন। এ সময় প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সহকারী নৌবাহিনী প্রধানের বানৌজা শের-ই-বাংলা প্রকল্প পরিদর্শন

২৪ নভেম্বর ২০২২ সহকারী নৌবাহিনী প্রধান (পার্সোনেল) রিয়ার এডমিরাল মো. মোজাম্মেল হক, এনবিপি, ওএসপি, এনইউপি, এনডিসি, পিএসসি পটুয়াখালীতে চলমান 'বানৌজা শের-ই-বাংলা' প্রকল্প পরিদর্শন করেছেন। তিনি নির্মাণ প্রকল্পের অগ্রগতি এবং নবীন নাবিক প্রশিক্ষণ বিদ্যালয় বানৌজা তিতুমীর থেকে বানৌজা শের-ই-বাংলায় স্থানান্তরের সম্ভাব্যতা যাচাই করেন। এ সময় নৌপ্রশিক্ষণ পরিদপ্তরের পরিচালক, জেটিআই'র ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং নবীন নাবিক প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

পূর্ত পরিচালক ও প্রধান প্রকৌশলীর সোলাম পরিদর্শন

১৫ নভেম্বর ২০২২ পূর্ত পরিচালক ও প্রধান প্রকৌশলী (নেভি) কমডোর এ এন এম ফয়জুর রহমান, পিএসসি, বিএন নৌঘাঁটি সোলাম পরিদর্শন করেছেন। তিনি ঘাঁটিতে নির্মাণাধীন গার্ডরুম, প্রধান ফটক ও মসজিদসহ চলমান সকল উন্নয়নকাজ সরেজমিন পরিদর্শন করেন এবং কাজ যথাসময়ে শেষ করার নির্দেশনা দেন। এ সময় ঘাঁটির অধিনায়কসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সাপ্লাই অ্যান্ড সেক্রেটারিয়েট অ্যাডভান্স কোর্সের সমাপনী

স্কুল অব লজিস্টিকস অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টে (সোলাম) ৪ অক্টোবর ১৯তম সাপ্লাই অ্যান্ড সেক্রেটারিয়েট অ্যাডভান্স কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে ঘাঁটির ট্রেনিং ব্লক লেকচার হলে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ব্যানকুয়েট হলে মেস নাইটের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে কমান্ডার খুলনা নৌঅঞ্চল রিয়ার এডমিরাল এম আনোয়ার



মেরিটাইম ইঞ্জিনিয়ারিং স্পেশলাইজেশন কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাদের নেভাল এভিয়েশন পরিদর্শন

হোসেন, এনজিপি, পিসিজিএম, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। খুলনা নৌঅঞ্চলের আমন্ত্রিত কর্মকর্তাগণ এতে অংশ নেন।

কমান্ডার খুলনা নৌঅঞ্চলের সোলাম পরিদর্শন

কমান্ডার খুলনা নৌঅঞ্চল রিয়ার এডমিরাল এম আনোয়ার হোসেন, এনজিপি, পিসিজিএম, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি ২০ আগস্ট সোলাম ঘাঁটি পরিদর্শন করেছেন। এ সময় তিনি সোলামে নির্মাণাধীন

গার্ডরুম, মেইন গেট ও মসজিদসহ চলমান সকল উন্নয়নকাজ পরিদর্শন করেন এবং প্রকল্পসমূহ যথাসময়ে শেষ করার নির্দেশনা দেন।

এমইএসসি কোর্স কর্মকর্তাদের নেভাল এভিয়েশন পরিদর্শন

২৯ নভেম্বর ১৮তম মেরিটাইম ইঞ্জিনিয়ারিং স্পেশলাইজেশন কোর্সের ১৫ জন সদস্য নেভাল এভিয়েশন পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে কর্মকর্তাদের মেরিটাইম এয়ার অপারেশন, রুল অ্যান্ড অর্গানাইজেশন অফ নেভাল এভিয়েশন সম্পর্কে ব্রিফ

করা হয়। পরে বিএন এয়ারক্রাফটগুলোর স্ট্যাটিক ডিসপ্লে দেখানো হয়।

জেএসসি কোর্সের কর্মকর্তাদের নেভাল এভিয়েশন পরিদর্শন

৭০তম জুনিয়র স্টাফ কোর্সের (জেএসসি) ২৬ জন সদস্যের প্রতিনিধিদল ২২ নভেম্বর নেভাল এভিয়েশন পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে কর্মকর্তাদের মেরিটাইম এয়ার অপারেশন, রুল অ্যান্ড অর্গানাইজেশন অব নেভাল এভিয়েশন সম্পর্কে ব্রিফ করা হয়। পরে বিএন এয়ারক্রাফটগুলোর স্ট্যাটিক ডিসপ্লে দেখানো হয়।

প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসারের খুলনা শিপইয়ার্ড পরিদর্শন

সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসারের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল ১০ অক্টোবর খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড পরিদর্শন করেন। প্রতিনিধিদল শিপইয়ার্ডে এসে পৌঁছলে তাদের স্বাগত জানান কর্মকর্তারা। সম্মেলনকক্ষে শিপইয়ার্ডের বিভিন্ন কার্যক্রমের ওপর প্রতিনিধিদলকে ব্রিফ করা হয়। পরে তারা বিভিন্ন ইয়ার্ড পরিদর্শন করেন। এ সময় শিপইয়ার্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সকল জিএম ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সাপ্লাই অ্যান্ড সেক্রেটারিয়েট অ্যাডভান্স কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে কমান্ডার খুলনা নৌঅঞ্চল





নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ডে শিপবিল্ডিং শেডের উদ্বোধন করেন নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল

নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ডে শিপবিল্ডিং শেডের উদ্বোধন

নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল ২৭ ডিসেম্বর নৌবাহিনী পরিচালিত নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ড অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেডের নবনির্মিত শিপবিল্ডিং শেড-২ এবং বিভিন্ন পূর্ত কাজের উদ্বোধন করেছেন। এ সময় নৌসদরের পিএসওগণ এবং নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ, সামরিক-অসামরিক ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। শিপবিল্ডিং শেডটি ইয়ার্ডের অবকাঠামোগত

উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। শেডটি নির্মাণের মাধ্যমে জাহাজ নির্মাণকাজে গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে বহুগুণে। বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমে জাহাজের হাল কনস্ট্রাকশন কাজের সুবিধা বাড়বে।

শেডটির দৈর্ঘ্য ১২০ দশমিক ৫১ মিটার, প্রস্থ ৪৬ দশমিক ১৭ মিটার, উচ্চতা ৩০ দশমিক ৪৮ মিটার, ফ্লোর এরিয়া ৫ হাজার ৫০০ বর্গমিটার এবং লোড বহন সক্ষমতা ৫ টন। শেডটিতে সর্বোচ্চ ৪২ মিটার দৈর্ঘ্যের জাহাজ নির্মাণ করা সম্ভব হবে। এছাড়া ২টি ২৫ টন ক্ষমতাসম্পন্ন ওভারহেড ক্রেন, ১টি আধুনিক সিএনসি

মেশিন রয়েছে, যা ইয়ার্ডের সক্ষমতাকে আরও একধাপ উন্নীত করবে।

নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ড অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেড ঐতিহ্যবাহী নগরী নারায়ণগঞ্জের কোলখোঁষে শীতলক্ষ্যা নদীর পূর্বপাড়ে ১৯২৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। মোট ২২ একর এলাকা নিয়ে গড়ে ওঠা এই ইয়ার্ড দেশের সবচেয়ে ঐতিহ্যবাহী ও পুরাতন ডকইয়ার্ড, যার জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতের ক্ষেত্রে রয়েছে প্রায় শত বছরের প্রত্যক্ষ ও বাস্তব অভিজ্ঞতা। জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতের পাশাপাশি সকল প্রকার স্টিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ, বিভিন্ন

জাহাজের ইঞ্জিন ওভারহলিং এবং ভারী মেকানিক্যাল কাজে ডকইয়ার্ডের পূর্ণ সক্ষমতা রয়েছে। নির্ভরযোগ্য ও যুগোপযোগী অবকাঠামো, গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ, শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবাসহ সকল সুযোগ-সুবিধা, সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং পরিবেশবান্ধব উৎপাদনমুখী কর্মপরিবেশ নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ডের ক্রমবর্ধমান উন্নয়নের চালিকাশক্তি।

চট্টগ্রামে নতুন ওয়্যারহাউজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল, এনবিপি, এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি ১৮ সেপ্টেম্বর নেভাল স্টোরস ডিপো চট্টগ্রামের নতুন একটি ওয়্যারহাউজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। অনুষ্ঠানে নৌসদরের পিএসওগণ, চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের সকল প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ, নির্বাচিত কর্মকর্তা ও নাবিকসহ ডিপোর সামরিক-অসামরিক কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রামে একাধিক উন্নয়নকাজের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন নৌপ্রধান

নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল, এনবিপি, এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি ১৬ অক্টোবর চট্টগ্রামের নাবিক আবাসিক এলাকা-২ এর মান্দিপারপাস কমপ্লেক্স ও ফ্লিট ক্লাবের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধন শেষে নৌবাহিনী প্রধান ফ্লিট ক্লাবের বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখেন। একই দিন নৌপ্রধান নাবিক আবাসিক এলাকা-১ এর মসজিদ, এনপিএম বিল্ডিং ও রেশন ইস্যু পয়েন্টের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন শেষে তিনি প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন। দুটি অনুষ্ঠানেই সহকারী নৌপ্রধান (অপারেশন্স), সহকারী নৌপ্রধান (লজিস্টিকস), কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল, কমান্ডার বিএন ফ্লিট ও অধিনায়ক বানোজা ঈসা খান উপস্থিত ছিলেন।

খুলনা শিপইয়ার্ডে বানোজা শহীদ আখতার উদ্দিনের লঞ্চিং

খুলনা শিপইয়ার্ডে নির্মাণাধীন বানোজা শহীদ আখতার উদ্দিনের (পিসি-৪) লঞ্চিং ৩০ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে একটি ছাগল সদকা এবং দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। এ সময় শিপইয়ার্ডের সকল জিএম, ডিজিএম এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শ্রমিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রামে বিভিন্ন উন্নয়ন কাজের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল





কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতের বালিয়াড়িতে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বিচ ভলিবল প্রতিযোগিতায় নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন

প্রিমিয়ার ডিভিশন কাবাডি প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন নৌবাহিনী

১৭তম প্রিমিয়ার ডিভিশন কাবাডি লিগ-২০২২ প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ নৌবাহিনী অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর পর্যন্ত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, বাংলাদেশ বিমান বাহিনী, বাংলাদেশ পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স এবং বাংলাদেশ জেল পুলিশ ও ৮টি ক্লাবসহ ১৪টি দল তিন গ্রুপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ১ অক্টোবর রাজধানীর গুলিস্তানে কাবাডি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় বাংলাদেশ বিমান বাহিনীকে ৩১-২৭ পয়েন্টে পরাজিত করে বাংলাদেশ নৌবাহিনী চ্যাম্পিয়ন হয়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ, এমপি। এ সময় বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের সভাপতি ও বাংলাদেশ পুলিশের মহাপরিদর্শক চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল-মামুন, সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। প্রতিযোগিতায় নৌবাহিনী প্রতিটি খেলায় জয়লাভ করে সর্বোচ্চ ১০ পয়েন্ট অর্জন করে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়।

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বিচ ভলিবল প্রতিযোগিতা

২৯ ডিসেম্বর ২০২২ কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতের বালিয়াড়িতে 'বঙ্গবন্ধু এশিয়ান সেন্ট্রাল জোন পুরুষ ও নারী আন্তর্জাতিক বিচ ভলিবল প্রতিযোগিতা-২০২২' অনুষ্ঠিত হয়েছে। নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল এনবিপি, এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি প্রধান অতিথি

হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা উপভোগ এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।
টুর্নামেন্টের মহিলা বিভাগে শ্রীলংকার দীপিকা-সাতুরিকা জুটি ২১-১১ পয়েন্টে সরাসরি ২-০ সেটে নেপালের কামালা-কোপীলা জুটিকে হারিয়ে শিরোপা লাভ করেন। পরদিন সকালে একই ভেন্যুতে শ্রীলংকা ও মালদ্বীপের মধ্যে পুরুষ বিভাগের ফাইনাল খেলা

অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশন আয়োজিত এই টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলংকা, নেপাল, মালদ্বীপ, ভুটান ও কিরগিজস্তানের পুরুষ দল এবং বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, নেপাল ও উজবেকিস্তানের নারী দল অংশ নেয়।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে নৌবাহিনী প্রধান বলেন, বর্তমান বিশ্বে ভলিবল একটি জনপ্রিয় খেলা, বাংলাদেশও এর

১৭তম প্রিমিয়ার ডিভিশন কাবাডি লিগ-২০২২ প্রতিযোগিতায় অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে বাংলাদেশ নৌবাহিনী





আন্তঃবাহিনী ফুটবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে বাংলাদেশ নৌবাহিনী

ব্যতিক্রম নয়। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এ খেলার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। দেশের ভলিবলকে গতিশীল রাখতে বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশন তৃণমূল পর্যায়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রী এবং দেশব্যাপী তরুণ প্রজন্মের অংশগ্রহণে ভলিবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করছে, যা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় এবং দেশের ভলিবলের অগ্রযাত্রায় অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

তিনি আরও বলেন, ভলিবল ফেডারেশন সাম্প্রতিক সময়ে ৬টি আন্তর্জাতিক ভলিবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। এর মধ্যে ২০১৫ সালে প্রথমবারের মতো এশিয়ান সিনিয়র মেন্স জোন ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপ, ২০১৬ সালে 'বঙ্গবন্ধু এশিয়ান সিনিয়র মেন্স সেন্ট্রাল জোন ইন্টারন্যাশনাল ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপ', ২০১৯ সালে বঙ্গমাতা এশিয়ান সিনিয়র উইম্যান্স সেন্ট্রাল জোন ইন্টারন্যাশনাল ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপ এবং ২০২১ সালে বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা এশিয়ান সেন্ট্রাল জোন মেন্স অ্যান্ড উইম্যান্স ভলিবল চ্যালেঞ্জ কাপ আয়োজন করেছে।

নৌবাহিনী প্রধান বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশনের ধারাবাহিক এবং আন্তরিক প্রচেষ্টায় আগামী দিনে আরও আন্তর্জাতিকমানের প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে সক্ষম হবে বলে আশা প্রকাশ করেন। তিনি অসাধারণ নেপুণ্য প্রদর্শন এবং প্রতিযোগিতাপূর্ণ খেলা

উপহার দেওয়ায় সকল খেলোয়াড়ের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

আন্তঃবাহিনী ফুটবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ নৌবাহিনী

আন্তঃবাহিনী ফুটবল প্রতিযোগিতা-২০২২ গত ১৬ অক্টোবর থেকে ২০ অক্টোবর পর্যন্ত বিমান বাহিনী ঘাঁটি বাসার এর ফুটবল মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছে। চূড়ান্ত খেলায় বাংলাদেশ নৌবাহিনী দল বাংলাদেশ বিমান বাহিনী দলকে

টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ নৌবাহিনী দলের পিও শাখাওয়াত হোসেন এবং বাংলাদেশ বিমান বাহিনী দলের এলএসি রকিবুল ইসলাম অনবদ্য নেপুণ্য প্রদর্শনের জন্য যৌথভাবে সেরা খেলোয়াড় বিবেচিত হন। এই প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও বাংলাদেশ বিমান বাহিনী দল অংশগ্রহণ করে।

বাংলাদেশ নৌবাহিনী ফুটবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন ঢাকা নৌঅঞ্চল

বানৌজা শেখ মুজিব ঘাঁটির ফুটবল মাঠে ১৯ অক্টোবর 'বাংলাদেশ নৌবাহিনী ফুটবল প্রতিযোগিতা-২০২২' অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলায় কমান্ডার ঢাকা নৌঅঞ্চল দল ও বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জম দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কমান্ডার ঢাকা নৌঅঞ্চল দল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। কমান্ডার ঢাকা নৌঅঞ্চল রিয়ার এডমিরাল খন্দকার মিসবাহ উল আজীম, এনপিপি, এনডিইউ, এএফডব্লিউসি, পিএসসি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত বিজয়ী ও বিজিত দলের মাঝে ট্রফি ও পুরস্কার বিতরণ করেন।

বিএন ফ্লিট আন্তঃজাহাজ টেনিস ও স্কোয়াশ প্রতিযোগিতা

বানৌজা বঙ্গবন্ধুর তত্ত্বাবধানে ২৬ থেকে ২৮ নভেম্বর বানৌজা ঈসা খান টেনিস ও স্কোয়াশ কমপ্লেক্সে 'বিএন ফ্লিট আন্তঃজাহাজ টেনিস ও স্কোয়াশ প্রতিযোগিতা-২০২২' অনুষ্ঠিত হয়েছে। নকআউট পদ্ধতিতে প্রতিযোগিতা পরিচালিত হয়। প্রতিযোগিতার শেষদিন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ক্যাপ্টেন মো. শফিউল আজম, (এন), এনপিপি, এইচডিএমসি, পিএসসি, বিএন। টেনিসে একক কৃতিত্ব অর্জন করেন লে. কমান্ডার সৈয়দ রাব্বি, (এক্স),

বানৌজা শেখ মুজিব ঘাঁটির ফুটবল মাঠে 'বাংলাদেশ নৌবাহিনী ফুটবল প্রতিযোগিতা-২০২২' এ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে ঢাকা নৌঅঞ্চল



বিএন। টেনিস দ্বৈতে কমান্ডার রেজাউল হোসেন, (সি), পিএসসি, বিএন ও লে. কমান্ডার সৈয়দ রাব্বি, (এক্স), বিএন চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। স্কোয়াশ প্রতিযোগিতায় সা. লে. এম মাসরাফি জোয়ার্দার অন্তর, (এস), বিএন চ্যাম্পিয়ন হন।

বিএন ফ্রিট আন্তঃজাহাজ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

বিএন ফ্রিট আন্তঃজাহাজ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা ৩০ অক্টোবর থেকে ৩ নভেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছে। কমান্ডার বিএন ফ্রিটের জাহাজসমূহ ৭টি দলে বিভক্ত হয়ে এতে অংশ নেয়। প্রতিযোগিতার শেষদিন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ক্যাপ্টেন এ এন এম ইসতিয়াক জাহান ফারুকী, (জি), পিএসসি, বিএন। বানোজা শাপলা, সাগর ও সুরমা'র সমন্বয়ে গঠিত ইয়েলো সার্ক দল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।

বিএনএ'তে ক্যাডেট ও মিডশিপম্যানদের সাঁতার প্রতিযোগিতা

বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে ২০ অক্টোবর ক্যাডেট ও মিডশিপম্যানদের সাঁতার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে একাডেমির ট্রেনিং কমান্ডার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এ সময় একাডেমির কর্মকর্তা এবং প্রশিক্ষকগণ প্রতিযোগিতা উপভোগ করেন। প্রতিযোগিতায় ফক্সল ডিভিশন বিজয়ী হয়েছে।

বিএনএ ভলিবল প্রতিযোগিতা

বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে (বিএনএ) ৯ নভেম্বর জুনিয়র স্টাফ কোর্সের ৭০তম ব্যাচের অফিসার এবং একাডেমির অফিসারদের অংশগ্রহণে ভলিবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন একাডেমির কমান্ড্যান্ট কমডোর এ এস এম আফজালুল হক, (ট্যাজ), এনপিপি, এনডিসি, পিএসসি, বিএন। এ সময় একাডেমির কর্মকর্তাবৃন্দ এবং প্রশিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

জেএসটিআই বোটপুল প্রতিযোগিতা

২৩ নভেম্বর বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে জেএসটিআইয়ে কর্মরত প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে বোটপুল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে



বিএন স্কুল অ্যান্ড কলেজসমূহে 'শেখ রাসেল দিবস-২০২২' উদযাপন উপলক্ষ্যে আনন্দ র্যালি ও আলোচনা সভায় শিক্ষার্থীবৃন্দ

প্রধান অতিথি ছিলেন একাডেমির কমান্ড্যান্ট কমডোর এ এস এম আফজালুল হক, (ট্যাজ), এনপিপি, এনডিসি, পিএসসি, বিএন। এ সময় একাডেমির কর্মকর্তাবৃন্দ এবং প্রশিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

বিএনএ আন্তঃবিভাগ ওয়াটার স্পোর্টস

বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে ৩ নভেম্বর ক্যাডেটদের অংশগ্রহণে আন্তঃবিভাগ ওয়াটার স্পোর্টস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন একাডেমির কমান্ড্যান্ট কমডোর এ এস এম আফজালুল হক, (ট্যাজ), এনপিপি, এনডিসি, পিএসসি, বিএন। একাডেমির কর্মকর্তা এবং প্রশিক্ষকগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন। প্রতিযোগিতায় ফক্সল ডিভিশন বিজয়ী হয়েছে। পরে প্রধান অতিথি বিজয়ী দলের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের টেনিস ও স্কোয়াশ প্রতিযোগিতা

বানোজা ঈসা খান টেনিস ও স্কোয়াশ কমপ্লেক্সে ১৩ ডিসেম্বর ঘাঁটির আয়োজনে কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল টেনিস ও স্কোয়াশ প্রতিযোগিতা-২০২২ অনুষ্ঠিত হয়েছে। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

আন্তঃঘাঁটি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন কমখুল দল

বিএন ডকইয়ার্ডের তত্ত্বাবধানে নৌবাহিনী আন্তঃঘাঁটি-জাহাজ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ৩০ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফাইনাল খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বানোজা শহীদ মোয়াজ্জম ও কমখুল দল। কমখুল দল টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বিজয়ী ও রানার আপ দলের মাঝে ট্রফি ও পুরস্কার তুলে দেন কমডোর সুপারিনটেন্ডেন্ট ডকইয়ার্ড।

কমান্ডার খুলনা নৌঅঞ্চল টেনিস ও স্কোয়াশ প্রতিযোগিতা

বানোজা তিতুমীরের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত কমান্ডার খুলনা নৌঅঞ্চল টেনিস ও স্কোয়াশ প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা ২১ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছে। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কমান্ডার খুলনা নৌঅঞ্চল রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, এনজিপি, পিসিজিএম, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি। টেনিস এককে কমডোর মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ তরফদার, (সি), এনপিপি, পিএসসি, বিএন এবং দ্বৈত প্রতিযোগিতায় ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, (জি), এএফডব্লিউসি, পিএসসি, বিএন ও কমান্ডার এম আনিসুর রহমান, (জি), পিসিজিএমএস, পিএসসি, বিএন চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন

করেন। স্কোয়াশ প্রতিযোগিতায় ক্যাপ্টেন এস এম এনামুল হাসান, (এনডি), এনজিপি, পিএসসি, বিএন চ্যাম্পিয়ন হন।

বিএন স্কুল অ্যান্ড কলেজে শেখ রাসেল দিবস উদযাপন

'নির্মলতার প্রতীক, দুরন্ত প্রাণবন্ত নির্ভীক' এই প্রতিপাদ্য নিয়ে ১৮ অক্টোবর জাতীয় কর্মসূচির সাথে সামঞ্জস্য রেখে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী নৌবাহিনী স্কুল অ্যান্ড কলেজসমূহে শেখ রাসেল দিবস উদযাপন করা হয়েছে। দিবসটিতে নৌবাহিনী কলেজ ঢাকা স্পোর্টস কমপ্লেক্সে চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতা, দোয়া, আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। 'শেখ রাসেল দিবস' দেয়ালিকাতে শেখ রাসেলের জীবনের ওপর শিক্ষার্থীদের সৃষ্টিশীল লেখা, ছবি, কবিতা প্রকাশিত হয়। শেখ রাসেলের জীবনের ওপর আয়োজিত আলোচনা সভায় নৌবাহিনী কলেজ ঢাকার অধ্যক্ষ, ২ জন শিক্ষক ও ২ জন শিক্ষার্থী বক্তব্য দেন। এ সময় বক্তারা বলেন, সাম্যবাদ বিরোধী ও অহিংসতার জন্য জগদ্বিখ্যাত বঙ্গবন্ধু পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্যের নাম রাখা হয় শেখ রাসেল। ছেলে বড় হয়ে মানবিক আদর্শের প্রতীকে পরিণত হবে, তাই চেয়েছিলেন পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মাতা শেখ

ফজিলাতুন নেছা মুজিব। ১৫ আগস্ট মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডে হারিয়ে যাওয়া শেখ রাসেলের নেতৃত্বসুলভ আচরণ, হৃদয়ের কোমলতা, মহানুভবতা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে হবে।

পরে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীদের পুরস্কৃত করা হয়। একই কর্মসূচি চট্টগ্রাম ও খুলনা বিএন স্কুল অ্যান্ড কলেজে পালিত হয়েছে।

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী পালন

যথাযথ ধর্মীয় ভাবগম্বীরের সাথে ১৩ অক্টোবর নৌবাহিনী কলেজ ঢাকার স্পোর্টস কমপ্লেক্সে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) পালিত হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ এই দিনটি উপলক্ষ্যে কোরআন তেলাওয়াত, আজান, হামদ ও নাতে রাসুল (সা.), রচনা, গল্প বলা, ক্যালিগ্রাফি, ইসলামিক কুইজ ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, কবিতা আবৃত্তি, আলোচনা এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে কলেজ অধ্যক্ষ শিক্ষার্থীদের আঁকা ক্যালিগ্রাফি পরিদর্শন করেন। ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) এর তাৎপর্য শীর্ষক আলোচনায় অংশ নেন ২ জন শিক্ষক ও ২ জন শিক্ষার্থী। আলোচনার মূল বিষয় ছিল মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনী এবং তা থেকে শিক্ষণীয় বিষয়। কলেজ অধ্যক্ষ তাঁর বক্তব্যে বলেন, বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) এর জন্ম ও ওফাত দিবস মুসলমানদের কাছে এক পবিত্র দিন। তিনি আইয়্যামে জাহেলিয়াতের অন্ধকার দূর করে তৌহিদের মহান বাণী নিয়ে এসেছিলেন। প্রচার করেছেন শান্তির ধর্ম ইসলাম। তাঁর আবির্ভাব এবং ইসলামের শান্তির ললিত বাণী প্রচার সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। সব ধরনের গোঁড়ামি, কুসংস্কার, অন্যায়-অবিচার ও দাসত্বের শৃঙ্খল ভেঙে মানবসভার চিরমুক্তির বার্তা এনেছিলেন মহানবী (সা.)।

কলেজ অধ্যক্ষ বিশেষ এই দিনটিকে আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে সীমাবদ্ধ না রেখে মহানবী (সা.) এর জীবনাদর্শ অনুসরণ করে ভ্রাতৃত্ববোধ ও মানবকল্যাণে ব্রতী হয়ে একাবদ্ধ একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের আহ্বান জানান। পরে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। একই কর্মসূচি চট্টগ্রাম, খুলনা, মোংলা ও কাপ্তাই বিএন স্কুল অ্যান্ড কলেজের উদ্যোগেও পালিত হয়েছে।



বিএন কলেজ ঢাকা আয়োজিত শহীদ মোয়াজ্জম হলে 'নৈতিক চর্চা ও মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়ন' বিষয়ক মোটিভেশনাল ক্লাসে শিক্ষার্থীবৃন্দ

নৈতিক চর্চা ও মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নে মোটিভেশনাল ক্লাস

পড়াশোনার পাশাপাশি নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি এবং শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়নে নৌবাহিনী কলেজ ঢাকা শহীদ মোয়াজ্জম হলে দিকনির্দেশনামূলক ও মোটিভেশনাল ক্লাসের আয়োজন করেছে। কলেজের অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন এস এম সালাহউদ্দিন, (ট্যাজ), এনজিপি, পিএসসি, বিএন নৈতিকতা চর্চা ও মূল্যবোধ সৃষ্টির পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা কীভাবে মানসিক ও শারীরিক দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারে এবং নিজেদের ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্ব উৎকর্ষ লাভ করতে পারে এ বিষয়ে আলোচনা করেন। এসব

যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শুধু ভালো ছাত্রই নয়, পাশাপাশি ভালো মানুষ হিসেবেও গড়ে উঠতে পারবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি শিক্ষার্থীদের জীবনে সাফল্য অর্জনের জন্য সঠিক লক্ষ্য নির্ধারণ ও অধ্যবসায়ের ওপর গুরুত্ব দেন। তিনি শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। পরে মনোবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হুসেইন জালাত শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য বিষয়গত ও উদ্বেগ প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ে একটি নির্দেশনামূলক ক্লাস নেন। তিনি হতাশা ও মানসিক চাপের ফলে সৃষ্ট নানা মানসিক ও

আচরণগত সমস্যা মোকাবিলার যৌক্তিক পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি তার আলোচনায় শিক্ষার্থীদের নেতিবাচক চিন্তা থেকে বের হয়ে আসার এবং চিন্তা ও আচরণকে যৌক্তিকভাবে পরিচালনা করার বিষয়ে তাগিদ দেন। তরুণ শিক্ষার্থীদের মানসিক চাপের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পরামর্শ দেন সহকারী অধ্যাপক হুসেইন জালাত। তিনি বলেন, মানুষ যদি জীবনের কিছু মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আনতে পারে, তাহলে তার পক্ষে যেকোনো প্রতিবন্ধকতার সাথে লড়াই করা সহজ হয়ে যায়। নমনীয়তা, ক্ষমা ও আত্মমর্যদাবোধ ইত্যাদি দৃষ্টিভঙ্গিগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উল্লেখ্য, নৌবাহিনী কলেজ ঢাকা ও মাস পরপর শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নে মোটিভেশনাল ক্লাসের আয়োজন করে।

সশস্ত্র বাহিনী দিবস উদ্‌যাপন

যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ২১ নভেম্বর সশস্ত্র বাহিনী দিবস উদ্‌যাপন করেছে নৌবাহিনী স্কুল অ্যান্ড কলেজসমূহ। দিবসটি উপলক্ষে নৌবাহিনী কলেজ ঢাকা গ্রুপভিত্তিক রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। আলোচনা সভায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা তাদের বক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর ভূমিকার কথা উল্লেখ করে সশস্ত্র বাহিনী দিবসের পটভূমি তুলে ধরেন। কলেজ অধ্যক্ষ তার বক্তব্যে মহান মুক্তিযুদ্ধে

নৌবাহিনী পরিচালিত স্কুল ও কলেজসমূহে সশস্ত্র বাহিনী দিবস-২০২২ উদ্‌যাপন



বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান ও বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অংশগ্রহণ এবং অবদানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে গঠনমূলক কাজ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে সহায়তা, ত্রাণ ও উদ্ধারকাজে সশস্ত্র বাহিনীর গৌরবজ্বলন্ত ভূমিকা তুলে ধরেন তিনি। এছাড়া সশস্ত্র বাহিনীর ‘ফোর্সেস গোল ২০৩০’ বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকার কথা তুলে ধরেন অধ্যক্ষ। পরে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। সবশেষে দিবসটি উপলক্ষে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সশস্ত্র বাহিনী দিবসের একই কর্মসূচি চট্টগ্রাম, খুলনা, মোংলা ও কাপ্তাই বিএন স্কুল অ্যান্ড কলেজেও পালিত হয়।

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন

যথাযথ মর্যাদায় ১৪ ডিসেম্বর নৌবাহিনী কলেজ ঢাকা শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন করেছে। দিবসটি উপলক্ষে দেয়ালিকা প্রকাশ, দোয়া ও আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রথম পর্বে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা দেয়ালিকা উন্মোচন করে। দ্বিতীয় পর্বে দোয়া ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও তরজমা পাঠের পর বীর শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয়। আলোচনা অনুষ্ঠানে বুদ্ধিজীবীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। আলোচনায় শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস জানার মাধ্যমে অতীত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার প্রতি গুরুত্বারোপ করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশ গঠনে আত্মনিয়োগে উদ্বুদ্ধ করেন বক্তারা। জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসের পালনে একই কর্মসূচি চট্টগ্রাম, খুলনা, মোংলা ও কাপ্তাই বিএন স্কুল অ্যান্ড কলেজও পালন করা হয়।

বিতর্ক প্রতিযোগিতায় নেভিয়াল ডিবেটিং সোসাইটির কৃতিত্ব

‘বিতর্কে হোক পরমত সহিষ্ণুতার বিপ্লব’ এই মূলমন্ত্রকে ধারণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজয় একাত্তর হল ডিবেটিং ক্লাব ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপনে ১৫ থেকে ১৯ ডিসেম্বর ‘এথিক্স ক্লাব বাংলাদেশ ৩য় বিজয় বিতর্ক উৎসব-২০২২’ আয়োজন করে। বিজয়ের



নৌবাহিনী পরিচালিত স্কুল ও কলেজসমূহে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীবৃন্দ

উচ্চাঙ্গ যুক্তিনির্ভর কণ্ঠে ছড়িয়ে দিতে বিজয়ের মাস ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত হওয়া এই বিতর্ক উৎসবে সারা দেশের স্বনামধন্য স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিতর্ক ক্লাবের বিতর্কীরা অংশ নেয়। নৌবাহিনী কলেজ ঢাকার নেভিয়াল ডিবেটিং সোসাইটির বিতর্কীরা দিব্য চন্দ, লিখন সরকার ও সাবিত মোহাম্মদ নিহাল প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। ৩২টি দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতার ফাইনালে মতিঝিল মডেল কলেজকে হারিয়ে প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে নৌবাহিনী কলেজ ঢাকার নেভিয়াল ডিবেটিং সোসাইটি। এদিকে নেভিয়াল ডিবেটিং সোসাইটি বিতর্ক ক্লাবের দুটি দল প্রথমবারের মতো ঢাকা বিভাগের বাইরে ১৩ নভেম্বর রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত আন্তঃস্কুল-কলেজ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। বিতর্কের ধরন ছিল ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি। প্রতিযোগিতায় দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী সাবিত মোহাম্মদ নিহাল ও চৈতি বিশ্বাস অংশ নিয়ে ঢাকা কলেজ ও রাজশাহী কলেজসহ ৩২টি দলের মধ্যে রানার আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এছাড়া ‘নোনা জলের সন্তাপে ভাসে এক পৃথিবীর স্নেহকোল, দূর প্রান্তরে জানি জাগবেই আবার জীবনের কল্লোল’ স্লোগানকে সামনে রেখে ২১ থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফএইচ হল (ফজলুল

হক হল) ডিবেটিং ক্লাব ‘এয়োদশ জাতীয় বিজ্ঞান বিতর্ক উৎসব-২০২২’ আয়োজন করে। আন্তঃস্কুল, আন্তঃকলেজ ও আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ৪ দিনব্যাপী বিতর্ক উৎসবে সংসদীয় বিতর্কের ধারায়, ট্যাব ফরম্যাটে আয়োজিত বিতর্কের মূল প্রতিপাদ্য ছিল ‘জলবায়ু পরিবর্তনের যুগে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ’। প্রতিযোগিতায় নৌবাহিনী কলেজ ঢাকার নেভিয়াল ডিবেটিং সোসাইটিসহ রাজধানীর স্বনামধন্য স্কুল, কলেজের ২৪টি দলের ৭২ জন বিতর্কী অংশ নেন। নৌবাহিনী কলেজ ঢাকার শিক্ষার্থী সাবিত মোহাম্মদ নিহাল প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ বিতর্কীক নির্বাচিত হয়। ২৫ নভেম্বর জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি ডিবেট অর্গানাইজেশন আয়োজিত জাতীয় বিতর্ক উৎসবে নৌবাহিনী কলেজ ঢাকার নেভিয়াল ডিবেটিং সোসাইটির জাগরণ দলের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী সাবিত মোহাম্মদ নিহাল অংশ নিয়ে শ্রেষ্ঠ বিতর্কীক নির্বাচিত হয়।

মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন

যথাযোগ্য মর্যাদা এবং উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে ১৬ ডিসেম্বর নৌবাহিনী কলেজ ঢাকা মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন করেছে। বাঙালির বীরত্বগাথা, আত্মত্যাগ ও গৌরবোজ্জ্বল বিজয়ের ৫১ বছর পূর্তিতে রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা এবং দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

অধ্যক্ষের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও তরজমা করা হয়। ১ম পর্বে নৌবাহিনী কলেজ ঢাকার একজন শিক্ষক ও একজন শিক্ষার্থী তাদের বক্তব্যে বিজয় দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরেন। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় মনোমুগ্ধকর ও দেশপ্রেমের চেতনায় উদ্দীপ্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। পরে আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

কলেজ অধ্যক্ষ তাঁর বক্তব্যে স্বাধীনতার স্বপ্নটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং বীর শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে মহান মুক্তিযুদ্ধের নানা ঘটনা প্রবাহ তুলে ধরেন। তিনি বলেন, জাতির পিতার স্বপ্ন ছিল, এদেশকে ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত অসাম্প্রদায়িক সোনার বাংলাদেশে পরিণত করার, সোনার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য সবাইকে সচেষ্ট থাকার থাকতে হবে। আমরা আশা করি ২০৪১ সালের মধ্যে আমাদের দেশ উন্নত, সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে। এ সময় তিনি শিক্ষার্থীদের প্রতি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে সর্বদা লাল-সবুজ পতাকাকে সম্মান করা এবং বিজয় নিশান সমুন্নত রাখার অঙ্গীকার নিয়ে দেশপ্রেম ও নিষ্ঠাবোধ জাগ্রত করে নিজেকে তৈরি করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়।



কক্সবাজারের ইনানীতে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সার্বিক তত্ত্বাবধানে ইন্টারন্যাশনাল ফ্লিট রিভিউ অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে প্রেসিডেন্ট বিএনএফডব্লিউএ ও অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তার পত্নীগণ

আইএফআর-এ হস্তশিল্প প্রদর্শনী

কক্সবাজারের ইনানীতে ৬ থেকে ৯ ডিসেম্বর বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সার্বিক তত্ত্বাবধানে ইন্টারন্যাশনাল ফ্লিট রিভিউ (আইএফআর-২০২২) অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানের মূল ভেন্যুতে বিএনএফডব্লিউএ'র সকল আঞ্চলিক শাখা পরিচালিত বুটিক শপের (বিনুক, প্রবাল, নোঙর ও তটিনী) উৎপাদিত হস্তশিল্প সামগ্রী বিক্রয় ও প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম শাখা পরিচালিত বিনুক শপ স্টল স্থাপন করে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ স্টল পরিদর্শন এবং হস্তশিল্প সামগ্রী ক্রয় করেন। এ সময় প্রেসিডেন্ট বিএনএফডব্লিউএ বেগম মনিরা রওশন ইকবাল ও চট্টগ্রাম শাখার সাবেক চেয়ারম্যান নাদিয়া সুলতানা উপস্থিত ছিলেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং স্টলে আগত বিদেশি প্রতিনিধি ও অতিথিরা হস্তশিল্প সামগ্রীর প্রশংসা করেন।

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী পালন

ঢাকা নাবিক কলোনির নোঙর কমপ্লেক্স অডিটোরিয়ামে বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘের (বিএনএফডব্লিউএ) ঢাকা শাখা ১৬ অক্টোবর পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) পালন করেছে। এ উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল আয়োজন করা হয়। এতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ

মহামানব হজরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনাদর্শ আলোচিত হয়। আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে বিএনএফডব্লিউএ প্রেসিডেন্ট বেগম মনিরা রওশন ইকবাল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এ সময় কেন্দ্রীয় কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, ঢাকা নৌঅঞ্চলে কর্মরত কর্মকর্তার ও

তদূর্ধ্ব পদবির কর্মকর্তাদের স্ত্রীগণ, বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা, কোস্ট গার্ড পরিবার কল্যাণ সংঘ ও সিজি লেডিস ক্লাব ঢাকার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং নাবিকদের স্ত্রীগণ উপস্থিত ছিলেন। সংঘের চট্টগ্রাম, খুলনা ও কাপ্তাই শাখায়ও ঈদে মিলাদুন্নবী পালনে একই কর্মসূচি পালন করা হয়।

শেখ রাসেল দিবস উদ্‌যাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের ৫৯তম জন্মদিনে ১৮ অক্টোবর শেখ রাসেল দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে নৌপরিবার শিশু নিকেতন ঢাকা স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে

নৌপরিবার কল্যাণ সংঘ ঢাকা শাখার উদ্যোগে নাবিক কলোনি নোঙর কমপ্লেক্স অডিটোরিয়ামে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উদ্‌যাপন



আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা শেষে শেখ রাসেলের জীবনী শীর্ষক একটি ভিডিওচিত্র প্রদর্শন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনএফডব্লিউএ ঢাকা শাখার চেয়ারম্যান বেগম ফারজানা কবির। এ সময় সংঘের ঢাকা শাখার কার্যনির্বাহী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ এবং নৌপরিবার শিশু নিকেতন ঢাকা স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। দিবসটি পালনে একই কর্মসূচি চট্টগ্রাম ও খুলনা নৌপরিবার শিশু নিকেতন স্কুলেও পালিত হয়।

ঢাকায় শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শনী

ঢাকা নৌঅঞ্চলে কর্মরত নাবিক পরিবারের সন্তানদের জন্য বিএনএফডব্লিউএ ঢাকা ২৯ অক্টোবর নাবিক আবাসিক এলাকার নোঙর ভবন অডিটোরিয়ামে শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করে। এ সময় বাংলা ভাষায় ডাবিং করা চলচ্চিত্র মাই জিরাফ দেখানো হয়।

ঢাকায় কিরাত প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

বিএনএফডব্লিউএ ঢাকা পরিচালিত কোরআন স্কুলের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে ৩০ অক্টোবর কিরাত প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনএফডব্লিউএ ঢাকা শাখার চেয়ারম্যান বেগম ফারজানা কবির। এ সময় বিএনএফডব্লিউএ ঢাকা শাখার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ, কোরআন ক্লাসের শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিএন চিলড্রেন ক্লাবের অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকার আয়োজনে ২৭ অক্টোবর বিএন চিলড্রেন ক্লাব ঢাকা শাখার সদস্যদের অংশগ্রহণে ব্যাডমিন্টন, লুডো, দাবা, ক্যারম ও টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা এবং কোরআন শিক্ষা, আবৃত্তি, চিত্রাঙ্কন ও কারাতে প্রশিক্ষণ ক্লাসের অভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে বিএনএফডব্লিউএ প্রেসিডেন্ট ও বিএন লেডিস ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক বেগম মনিরা রওশন ইকবাল প্রধান অতিথি ছিলেন। এ সময় ঢাকা নৌঅঞ্চলে বসবাসরত কর্মকর্তাদের স্ত্রীগণ, ১০



বিএন চিলড্রেন ক্লাবের অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন বিএন লেডিস ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক বেগম মনিরা রওশন ইকবাল

বছরের অধিক বয়সী সন্তানরা এবং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সকল প্রতিযোগী উপস্থিত ছিলেন। অভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতায় চিলড্রেন ক্লাবের ৭৪ জন এবং প্রশিক্ষণ ক্লাসের প্রতিযোগিতায় ২৩ জন সদস্য অংশ নেন।

ঢাকায় কাউন্সেলিং ও মোটিভেশনাল লেকচার

বিএনএফডব্লিউএ ঢাকা শাখা পরিচালিত নৌপরিবার শিশু নিকেতন ঢাকা স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য ৯ নভেম্বর কাউন্সেলিং এবং মোটিভেশনাল লেকচারের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে আলোচনা করেন অতিথি বক্তা এবং প্রধান আলোচক সোনিয়া হাসান। সংঘের ঢাকা শাখার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

নৌপরিবার শিশু নিকেতনের শিক্ষা সফর

বিএনএফডব্লিউএ ঢাকা পরিচালিত নৌপরিবার শিশু নিকেতন ঢাকা স্কুলের বার্ষিক শিক্ষা সফর ১০ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিদ্যালয়ের ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির শতাধিক শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক সফরে অংশ নেন। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সশস্ত্র বাহিনী সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার লক্ষ্যে এবারের শিক্ষা সফর বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘরে অনুষ্ঠিত হয়। এ জাদুঘরে থাকা সশস্ত্র বাহিনীর সকল নিদর্শন, বাংলাদেশের ইতিহাসে সশস্ত্র বাহিনীর অবদান, সেনা, নৌ ও বিমান

বাহিনীতে ব্যবহৃত বিভিন্ন যুদ্ধাস্ত্র সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা জ্ঞানলাভ করে।

শিশু নিকেতন স্কুলে সশস্ত্র বাহিনী দিবস উদ্‌যাপন

যথাযথ মর্যাদায় ২১ নভেম্বর নৌঅঞ্চলসমূহে বিএনএফডব্লিউএ পরিচালিত নৌপরিবার শিশু নিকেতন স্কুলগুলোতে সশস্ত্র বাহিনী দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে অনলাইনে রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা এতে বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরে প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

বিজয় দিবসে নৌপরিবার শিশু নিকেতনে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ১৬ ডিসেম্বর বিএনএফডব্লিউএ ঢাকা পরিচালিত নৌপরিবার শিশু নিকেতনের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী, রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। স্কুলের অধ্যক্ষ, শিক্ষকবৃন্দ এবং শিক্ষার্থীরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন। পরে প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। নৌপরিবার শিশু নিকেতন স্কুল চট্টগ্রাম ও খুলনায়ও বিজয় দিবস উদ্‌যাপনে একই কর্মসূচি পালন করা হয়।

চট্টগ্রামে নৌপরিবার শিশু নিকেতনের ক্লাস পার্টি

বিএনএফডব্লিউএ চট্টগ্রাম শাখা পরিচালিত নৌপরিবার শিশু নিকেতন-১ ও ২ এর শিক্ষার্থীদের বার্ষিক ক্লাস পার্টি ৩ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনএফডব্লিউএ চট্টগ্রাম শাখার চেয়ারম্যান নাদিয়া সুলতানা। সংঘের সচিব (শিক্ষা), যুগ্ম সচিব (শিক্ষা) ও কোষাধ্যক্ষ এ সময় উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথি কেব কেটে ক্লাস পার্টি উদ্বোধন করেন। পরে তিনি বিভিন্ন শ্রেণির কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করেন।

আশার আলো স্কুল পরিদর্শন

নিউ আইডিয়া কনসালট্যান্সি অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এবং এমএসএইচ অ্যান্ড জেড এন্টারপ্রাইজ লিমিটেডের একটি প্রতিনিধিদল ৮ নভেম্বর বিএনএফডব্লিউএ চট্টগ্রাম শাখা পরিচালিত আশার আলো স্কুল পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানান সংঘের (সচিব) শিক্ষা ও স্কুলের অধ্যক্ষ। প্রতিনিধিদল আশার আলো স্কুলের বিভিন্ন শ্রেণিকক্ষ পরিদর্শন করেন। এ সময় অধ্যক্ষ শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তাদের অবহিত করেন। পরে প্রতিনিধিদলের সদস্যরা আশার আলো স্কুলের কল্যাণ ও উন্নয়নে একটি অনুদানের চেক স্কুল কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেন।



বিএনএফডব্লিউএ ঢাকার উদ্যোগে গরিব, দুস্থ ও শীতাত্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন প্রেসিডেন্ট বিএনএফডব্লিউএ বেগম মনিরা রওশন ইকবাল

ঢাকায় শীতবস্ত্র ও ত্রাণ বিতরণ

বিএনএফডব্লিউএ ঢাকার উদ্যোগে ২৮ ডিসেম্বর গরিব, দুস্থ ও শীতাত্তদের মাঝে শীতবস্ত্র এবং ত্রাণ বিতরণ করা হয়। ঢাকা নাবিক কলোনি মিরপুর-১৪ এ সংঘের প্রেসিডেন্ট বেগম মনিরা রওশন ইকবাল প্রধান অতিথি থেকে শীতবস্ত্র ও ত্রাণ বিতরণ করেন। সুবিধাবঞ্চিত শিশু, শারীরিক প্রতিবন্ধী, বয়স্ক নারী-পুরুষসহ অসহায় ও দুস্থ জনগোষ্ঠীর শীতের দুর্ভোগ লাঘবের লক্ষ্যে সংঘের নিজস্ব অর্থায়নে এসব শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। এ সময় বিএনএফডব্লিউএ প্রেসিডেন্ট অসহায় ও দুস্থ মানুষদের খোঁজখবর নেন এবং তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। অনুষ্ঠানে বিএনএফডব্লিউএ ঢাকা শাখার চেয়ারম্যান বেগম ফারজানা কবির ও বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা শাখার চেয়ারম্যান বেগম মেহজাবীন হক ও সচিবসহ কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আশার আলো স্কুলে ক্লাস পার্টি

১৪ নভেম্বর বিএনএফডব্লিউএ চট্টগ্রাম শাখা পরিচালিত আশার আলো স্কুলের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য ক্লাস পার্টির আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনএফডব্লিউএ চট্টগ্রাম শাখার চেয়ারম্যান নাদিয়া সুলতানা। সংঘের সচিব (শিক্ষা), যুগ্ম সচিব (শিক্ষা), কোষাধ্যক্ষ এবং স্কুলের অধ্যক্ষ এ সময় উপস্থিত ছিলেন। প্রধান

অতিথি কেক কেটে ক্লাস পার্টি উদ্বোধন করেন। অতিথিদের সম্মানে আশার আলো স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

শিক্ষকদের সম্মাননা দিয়েছে নৌপরিবার শিশু নিকেতন ঢাকা

বিএনএফডব্লিউএ ঢাকা পরিচালিত নৌপরিবার শিশু নিকেতন ১৫ ডিসেম্বর শিক্ষকদের সম্মাননা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। অনুষ্ঠানে

বিএনএফডব্লিউএ প্রেসিডেন্ট বেগম মনিরা রওশন ইকবাল প্রধান অতিথি থেকে বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষকদের সম্মাননা প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে বিএনএফডব্লিউএ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যবৃন্দ, বিএনএফডব্লিউএ ঢাকা, বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা, সিজিএফডব্লিউএ'র কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ, ঢাকা নৌঅঞ্চলে কর্মরত এবং সদ্য অবসরে যাওয়া কর্মচার ও তদুর্ধ্ব পদবির কর্মকর্তাদের স্ত্রীগণ উপস্থিত ছিলেন।

বিএনএফডব্লিউএ চট্টগ্রাম শাখার সাধারণ সভা

বিএনএফডব্লিউএ চট্টগ্রাম শাখার সাধারণ সভা ১৭ নভেম্বর বিএনএফডব্লিউএ কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় সংঘের চেয়ারম্যান নাদিয়া সুলতানা সভাপতিত্ব করেন। ৬ থেকে ৯ ডিসেম্বর কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল ফ্রিট রিভিউ (আইএফআর-২০২২) উপলক্ষে সংঘ পরিচালিত ঝিনুক শপের হস্তশিল্প সামগ্রী তৈরি, প্রদর্শনী, বিক্রয় এবং ভবিষ্যৎ কার্যক্রম বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।

চট্টগ্রামে সিনিয়র শিক্ষিকাদের সম্মাননা প্রদান

বিএনএফডব্লিউএ প্রেসিডেন্ট নৌপরিবার শিশু নিকেতন চট্টগ্রামের দুই শাখার সিনিয়র শিক্ষিকাদের ৩০ অক্টোবর সম্মাননা প্রদান করেছেন। সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানের পাশাপাশি একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনএফডব্লিউএ প্রেসিডেন্ট বেগম মনিরা রওশন ইকবাল। এ সময় সংঘের চট্টগ্রাম শাখার চেয়ারম্যান নাদিয়া সুলতানা, চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের স্ত্রীগণ, বিএন লেডিস ক্লাব চট্টগ্রাম, সিজিএফডব্লিউএ চট্টগ্রাম, বিসিজিএস লেডিস ক্লাব চট্টগ্রাম শাখার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিএনএফডব্লিউএ ঢাকা শাখা কর্তৃক পরিচালিত নৌপরিবার শিশু নিকেতন স্কুলের শিক্ষকদের সম্মাননা প্রদান করেন প্রেসিডেন্ট বিএনএফডব্লিউএ





বিএনএফডব্লিউএ চট্টগ্রাম শাখা কর্তৃক পরিচালিত নৌপরিবার শিশু নিকেতন স্কুলের শিক্ষকদের সম্মাননা প্রদান করেন প্রেসিডেন্ট বিএনএফডব্লিউএ

নৌপরিবার শিশু নিকেতন স্কুলের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা

বিএনএফডব্লিউএ চট্টগ্রাম শাখা পরিচালিত নৌপরিবার শিশু নিকেতন স্কুল ১ ও ২ এর ব্যবস্থাপনা কমিটির সমন্বয় সভা ২৩ নভেম্বর বিএনএফডব্লিউএ চট্টগ্রামের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় সংঘের চেয়ারম্যান এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি নাদিয়া সুলতানা সভাপতিত্ব করেন। সভায় কমিটি প্রতিনিধি হিসেবে চিফ ইন্সপেক্টর নেভাল স্টোরস ক্যাপ্টেন খবির উদ্দিন আহমেদ, (ই), পিএসসি, বিএন, বিএনএফডব্লিউএ চট্টগ্রাম শাখার সচিব (শিক্ষা), বিএন স্কুল অ্যান্ড কলেজ চট্টগ্রামের অধ্যক্ষ কমান্ডার এম আশরাফুল আলম, (শিক্ষা), এনইউপি, বিএন, কোষাধ্যক্ষ বিএনএফডব্লিউএ চট্টগ্রাম এবং নৌপরিবার শিশু নিকেতন-১ ও ২ স্কুলের অধ্যক্ষ উপস্থিত ছিলেন। সভায় পূর্ববর্তী সভার অগ্রগতি এবং বর্তমান বিভিন্ন সমস্যা ও কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে করণীয় বিষয়ে আলোচনা হয়।

খুলনায় অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

বিএন লেডিস ক্লাব খুলনা নৌঅঞ্চলে কর্মরত কর্মকর্তাদের সন্তানদের জন্য ১১ অক্টোবর অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। ক্লাবের চেয়ারম্যান বেগম রুমানা শাহীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন।

চট্টগ্রামে চিলড্রেন গেমস আয়োজন

বিএন লেডিস ক্লাব চট্টগ্রাম ৫ অক্টোবর চিলড্রেন গেমসের আয়োজন করে। ক্লাবের চট্টগ্রাম শাখার চেয়ারম্যান বেগম শারমিন এরশাদ প্রধান অতিথি থেকে গেমসের উদ্বোধন করেন। ক্লাবের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ৪টি গ্রুপে ৮৮ জন প্রতিযোগী গেমসে অংশ নেয়। ৩১ অক্টোবর গেমসের বিভিন্ন ইভেন্টে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনএফডব্লিউএ চট্টগ্রাম শাখার চেয়ারম্যান বেগম নাদিয়া সুলতানা। এ সময় ক্লাবের চেয়ারম্যান ও বিএনএফডব্লিউএ চট্টগ্রাম শাখার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রামে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

বিএন লেডিস ক্লাব চট্টগ্রাম শাখা বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ২৪ ডিসেম্বর 'মুক্তিযুদ্ধ, বিজয় ও বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনএফডব্লিউএ চট্টগ্রাম শাখার চেয়ারম্যান বেগম নাদিয়া সুলতানা। এ সময় চেয়ারম্যান বিএন লেডিস ক্লাব চট্টগ্রাম, ক্যাপ্টেন ও তদুপরি পদবির কর্মকর্তাদের স্বীকৃতি এবং ক্লাবের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রামে আশার আলো স্কুলের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা

বিএনএফডব্লিউএ চট্টগ্রাম শাখা পরিচালিত আশার আলো স্কুলের ব্যবস্থাপনা কমিটির সমন্বয় সভা ২ অক্টোবর স্কুলের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল রিয়ার এডমিরাল এম নাজমুল হাসান, ওএসপি, এনপিপি, এনডিসি, এনসিসি, পিএসসি সভাপতিত্ব করেন। বিএনএফডব্লিউএ চেয়ারম্যান নাদিয়া সুলতানা, অধিনায়ক বানোজা সিসা খান, সংঘের চট্টগ্রাম শাখার সচিব (শিক্ষা), কোষাধ্যক্ষ ও আশার আলো স্কুলের অধ্যক্ষ সভায় উপস্থিত ছিলেন। স্কুলের বিভিন্ন সমস্যা ও কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে করণীয় বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়েছে।

বানোজা শেখ মুজিব পিঠা উৎসব

কমান্ডার ঢাকা নৌঅঞ্চলের ব্যবস্থাপনায় ২৪ ডিসেম্বর বানোজা শেখ মুজিবের বেলম্যান হাঙ্গারে বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা 'পিঠা উৎসব-১৪২৯' আয়োজন করেছে। উৎসবে নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল, এনবিপি, এনইউপি, এনডিসি, এফডব্লিউসি, পিএসসি প্রধান অতিথি এবং বিএনএফডব্লিউএ প্রেসিডেন্ট ও বিএন লেডিস ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক বেগম মনিরা রওশন ইকবাল বিশেষ

অতিথি ছিলেন। ঢাকা নৌঅঞ্চলে বসবাসরত সকল কর্মকর্তাগণ সপরিবারে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। পিঠা উৎসব উপলক্ষ্যে বিএন লেডিস ক্লাব এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করে। এছাড়া ক্লাবের সদস্যদের অংশগ্রহণে পিঠা প্রতিযোগিতা ও বিএন চিলড্রেন ক্লাবের সদস্যদের অংশগ্রহণে কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। নৌবাহিনী প্রধান ও প্রেসিডেন্ট বিএনএফডব্লিউএ পিঠা উৎসব আয়োজনের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

ঢাকায় বিজয় দিবসে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা ১৭ ডিসেম্বর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। প্রতিযোগিতায় ক, খ ও গ গ্রুপে বিএন চিলড্রেনস ক্লাব ঢাকার ৬০ জন সদস্য অংশ নেয়। ক্লাবের চেয়ারম্যান প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ও অংশগ্রহণকারী সকলকে পুরস্কৃত করেন।

মেরিটাইম মিউজিয়ামে নবনির্মিত বিনুক শপ উদ্বোধন

বিএনএফডব্লিউএ প্রেসিডেন্ট বেগম মনিরা রওশন ইকবাল প্রধান অতিথি থেকে চট্টগ্রামের মেরিটাইম মিউজিয়ামে নবনির্মিত বিনুক শপের উদ্বোধন করেন ২১ ডিসেম্বর। উদ্বোধন শেষে তিনি শপ প্রাঙ্গণে একটি ফলদ গাছের চারা রোপণ করেন। এ সময় শপের উত্তরোত্তর উন্নতি সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। পরে প্রধান অতিথি অন্যান্য অতিথিদের নিয়ে কেক কাটেন। বিএনএফডব্লিউএ চট্টগ্রাম শাখার সকল সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রামে নৌপরিবার শিশু নিকেতন স্কুলের মিলাদ মাহফিল

বিএনএফডব্লিউএ চট্টগ্রাম পরিচালিত নৌপরিবার শিশু নিকেতন-১ ও ২ স্কুলের উদ্যোগে এক মিলাদ মাহফিল ১২ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিএনএফডব্লিউএ চট্টগ্রাম শাখার অডিটোরিয়ামে এ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম শাখার চেয়ারম্যান নাদিয়া সুলতানা। এছাড়া নৌপরিবার শিশু নিকেতন স্কুলের দুই শাখার অধ্যক্ষ, শিক্ষিকাবৃন্দ ও ছাত্র-ছাত্রীরা মিলাদে অংশ নেন। পরে নতুন শ্রেণি চালু করার লক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।



ব্যাটল অব নাইল দুই পরাশক্তির অসম নৌযুদ্ধ

১৭৯৭ সালে ফ্রেঞ্চ রিপাবলিকের হাতে নাস্তানাবুদ হয় ফার্স্ট কোয়ালিশন। সেই সময় ইতালিতে অস্ট্রিয়ান জোটের বিপক্ষে একের পর এক যুদ্ধ জিতে জাতীয় বীরে পরিণত হন নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। কিন্তু এত বিজয়ের মাঝেও পরাস্ত করা গেল না ইংলিশ চ্যান্সেলের ওপারের আরেক পরাশক্তি ব্রিটেনকে। কারণ ফরাসিদের দাপট স্থলে, আর ব্রিটিশদের দাপট জলে। সাগরে ব্রিটিশদের আধিপত্য ভূমিকা রাখছিল তাদের বৈদেশিক বাণিজ্যেও। তাই ব্রিটেনকে হটিয়ে সাগরে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা কম ছিল না ফ্রান্সের। কিন্তু ব্রিটিশ রয়্যাল নেভি কোনোভাবেই ছাড় দেয়নি তাদের।

১৭৯৮ সালে আয়ারল্যান্ড বিদ্রোহ শুরু করলে ফ্রান্সের হাতে দারুণ এক সুযোগ আসে। নেপোলিয়ন তখন ব্রিটিশদের সাথে সরাসরি যুদ্ধে না গিয়ে তাদের অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দেওয়ার হুক কষেন। তাই তিনি প্রথমে মিশর আক্রমণের পরিকল্পনা করেন।

১৭৯৮ সালের জানুয়ারিতে নেপোলিয়ন তার সৈন্য এবং যুদ্ধজাহাজগুলোকে একত্রিত করতে থাকেন ফ্রান্সের তুল্লো বন্দরে। ফরাসিদের এই বিশাল প্রস্তুতির খবর পৌঁছে যায় ব্রিটেনে। তারা বুঝতে পেরেছেন ভূমধ্যসাগরের কিছু অংশে হামলা চালাতে চলেছে ফরাসিরা। কিন্তু তারা এটা জানতে পারেনি কোথায়। কারণ নেপোলিয়ন মিশর দখলের বিষয়টি তার অনেক ক্যাপ্টেনের কাছে গোপন রেখেছিলেন।

তারা প্রথমদিকের কিছু অভিযানের পর জানতে পেরেছেন তাদের আসল গন্তব্য মিশর।

ব্রিটেন তখন নেপোলিয়নের বাহিনীর ওপর নজরদারির জন্য একটি স্কেয়াড্রন নিযুক্ত করে। সেই অভিযানের দায়িত্ব দেওয়া হয় হোরশিও নেলসনকে। নেলসন সবে স্পেনের বিরুদ্ধে টেনেরিফ যুদ্ধের আঘাত সামলে নেভিতে যোগ দিয়েছেন। নির্দেশ পাওয়ার সাথে সাথেই তিনি এইচএমএস ভ্যানগার্ড জাহাজে চেপে রওনা দেন তুল্লোর দিকে। জিব্রাল্টার প্রণালী পার হতে না হতে ২১ মে প্রচণ্ড এক ঝড়ের মুখে পড়ে নেলসন বাহিনী। সেই ঝড়ে ভ্যানগার্ড ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাদের সার্ডিনিয়ায় অবস্থান নিতে হয়। কিন্তু তার আগেই ১৯ মে, নেপোলিয়ন প্রায় ৪০ হাজারের বেশি সৈন্য এবং ১৩টি রণতরী নিয়ে বেরিয়ে পড়েন।

নেলসন ফরাসিদের সন্ধানে ইতালির পশ্চিম উপকূল চষে ফেলেন। কিন্তু নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাবে ফরাসিদের কোনো হদিস পেলেন না। শেষে সিরাকিউজ বন্দরে এসে জানতে পারলেন ফরাসিরা মাল্টা দখল করে ফেলেছে এবং তারা মিশরের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে। নেলসনও তাই দেরি না করে মিশরের উদ্দেশে পাল তোলেন। কারণ তথ্য অনুযায়ী এতদিনে নেপোলিয়নের মিশর পৌঁছে যাওয়ার কথা।

কিন্তু সেই তথ্য ভুল ছিল। ২২ জুন রাতে নিজেদের অজান্তেই ফরাসি এবং ব্রিটিশ নেভি একে অপরকে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। নেলসন নেপোলিয়নের

একদিন আগেই মিশরের আলেক্সান্দ্রিয়ায় পৌঁছে যান। সেখানে গিয়ে ফরাসিদের কোনো যুদ্ধজাহাজ দেখতে না পেয়ে দারুণ হতাশ হন। তিনি তখন আবার সিরাকিউজে ফিরে যান। কিন্তু এদিকে ততদিনে নেপোলিয়ন মিশরের আলেক্সান্দ্রিয়া দখল করে ফেলেছে। নেলসন সিরাকিউজ থেকে রসদ নিয়ে যখন গ্রিসে যান, সেখানে জানতে পারেন ফরাসিরা আসলেই মিশর আক্রমণ করেছে। নেলসন এবার যুদ্ধের সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিয়ে রওনা দেন মিশরের দিকে এবং ১ আগস্ট আলেক্সান্দ্রিয়ায় পৌঁছেন।

যুদ্ধের দিন

ফরাসিরা ব্রিটিশদের বিপক্ষে যুদ্ধের জন্য খুব একটা প্রস্তুত ছিল না। বিচ্ছিন্ন এবং এলোমেলো অবস্থায় অনেক সৈন্য ছিল যুদ্ধে এবং অনেকে খাবার পানির সন্ধানে। এদিকে পরিবহনের জন্য নিয়ে আসা দুইশর বেশি জাহাজে আলেক্সান্দ্রিয়ার বন্দর গিজগিজ করায় ফরাসি এডমিরাল ক্রয়ো বাধ্য হন তার যুদ্ধ জাহাজগুলোকে ৩২ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বের আবুকির উপসাগরে নোঙর করতে। তিনি জাহাজগুলোকে একটি লাইনে সাজান, যার কেন্দ্রে থাকে ১২০ কামানের ল'ওরিয়ান্ট জাহাজ। এছাড়া সেই অঞ্চলটি অগভীর হওয়ায় তারা এমনভাবে নোঙর করে, যাতে ব্রিটিশ জাহাজ তাদের অন্য পাশ কাটিয়ে না যেতে পারে। এছাড়া সেই লাইনের মধ্যে যাতে কোনো ব্রিটিশ জাহাজ ঢুকে না পড়তে পারে, সেজন্য ক্রয়ো প্রতিটি জাহাজকে ক্যাবলের মাধ্যমে যুক্ত করেন।

এদিকে নেলসনের নেতৃত্বে থাকা ব্রিটিশ নেভির এই অংশটি যেথেষ্ট সময় পেয়েছিল যুদ্ধের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতে। তাছাড়া নেলসনের দুর্দান্ত লিডারশিপ এবং যুদ্ধের প্রতি জ্ঞানের কারণে প্রতিটি ক্যাপ্টেনের সাথে তার সম্পর্ক ছিল খুবই দৃঢ়। এখানেই নেলসন

গড়ে তোলেন তার বিখ্যাত 'ব্যান্ড অব ব্রাদারস'। এই শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে যখন আলেক্সান্দ্রিয়ায় নেলসন উপস্থিত হন, অপ্রস্তুত ফরাসিদের বিপক্ষে যুদ্ধের ফলাফল অনেকটাই অনুমেয়।

সেই সময়ের নৌপথের যুদ্ধগুলোতে দুপক্ষই তাদের জাহাজগুলোকে লাইনে সাজাত, যাতে তারা জাহাজের পাশের কামানগুলোকে ব্যবহার করতে পারে। একে বলা হয় লাইন অব ব্যাটল। তবে নেলসন বুঝতে পারলেন, এই যুদ্ধে লাইন অব ব্যাটল এর মাধ্যমে এগিয়ে গেলে তার জয় কঠিন হয়ে পড়বে। কারণ এতে করে তার প্রথমদিকের জাহাজগুলো ফরাসিদের লাইনের অন্য প্রান্তে পৌঁছতে পৌঁছতেই কামানের গোলায় ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই তার প্রাথমিক পরিকল্পনা ছিল ফরাসিদের একটি একটি জাহাজকে আক্রমণ করা, যাতে করে প্রতিটি ফরাসিদের জাহাজকে একই সাথে দুটি ব্রিটিশ জাহাজ আক্রমণ করতে পারে।

তবে ব্রিটিশরা যখন ফরাসিদের দিকে এগিয়ে আসছিল, তখন প্রথম জাহাজ গলাইথের ক্যাপ্টেন ফোলি খেয়াল করলেন ফরাসিদের লাইনের প্রথম জাহাজের সামনে বেশ বড় একটি ফাঁকা জায়গা আছে, যাতে করে তিনি সহজে অপর পাশে চলে যেতে পারবেন। তাই তিনি নেলসনের প্রাথমিক পরিকল্পনা না মেনে ফরাসিদের লাইনের অপর পাশে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। উটা বেজে ২০ মিনিটে ফরাসিদের প্রথম দুটি জাহাজ থেকে গলাইথের উদ্দেশ্যে গোলা নিক্ষেপ শুরু হয়। তবে তারা গলাইথের তেমন কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই সেটি লাইনের অপর পাশে চলে হামলা করে দ্বিতীয় জাহাজ কংকেরাঁটকে। ফোলিকে অনুসরণ করে তার পরের আরও চারটি জাহাজের ক্যাপ্টেন।

এই কৌশল চমকে দেয় ফরাসিদের। কারণ তারা একপাশের কামান ব্যবহার করে যুদ্ধ করবে ভেবে অন্য পাশে মনোযোগ দেয়নি। ফলে তখন শুরু হয় ফরাসি শিবিরে বিশৃঙ্খলা। অপর পাশের কামানের মাধ্যমে হামলা শুরু করতে করতেই ব্রিটিশদের তোপের আঘাতে তখনই হতে থাকে জাহাজগুলো। যুদ্ধ শুরুর মাত্র বিশ মিনিটের মধ্যেই ব্রিটিশ জাহাজ জেইলাসের অনবরত আক্রমণের শিকার হয় ফরাসি জাহাজ গেরিয়ার। তবে সেই জাহাজের সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করতে রাজি হয়নি। আর দ্বিতীয় জাহাজ কংকেরাঁট ব্রিটিশদের আক্রমণে প্রথম জাহাজ হিসেবে আত্মসমর্পণ করে।

তবে নেলসন তার আগের পরিকল্পনা অনুসরণ করেন এবং তার জাহাজ ভ্যানগার্ড নিয়ে তৃতীয় ফরাসি জাহাজকে হামলা করেন। তাকে অনুসরণ করে পরের

জাহাজগুলো। এদিকে তখন বেশির ভাগ ফরাসি জাহাজই দুই প্রান্ত থেকে আক্রমণের শিকার হয়। যুদ্ধের শুরুতেই জয়ের দিকে বেশ এগিয়ে যায় ব্রিটিশরা। কিন্তু একসময় ভ্যানগার্ডকে একসাথে দুটি ফরাসি জাহাজ স্পার্টিয়েট এবং একুইলন আক্রমণ করায় জাহাজটির বেশ ক্ষতি হয় এবং নেলসন নিজেও আহত হন। নেলসন প্রথমে ভেবেছিলেন তিনি খুব দ্রুত মারা যাবেন। তিনি তার ফ্ল্যাগক্যাপ্টেন অ্যাডওয়ার্ড ব্যারিকে বলেন, 'আমি মারা যাচ্ছি। আমার স্ত্রীকে আমার কথা স্মরণ করিয়ে দিও'। ভাগ্যক্রমে তার সেই আঘাত অতটা গুরুতর ছিল না।

রাত নয়টা বাজতে না বাজতেই গেরিয়ার এবং স্পার্টিয়েট আত্মসমর্পণ করে। তখন ব্রিটিশরা খেয়াল করে ফরাসিদের ফ্ল্যাগশিপ ল'ওরিয়ান্টে আগুন লেগেছে এবং তারা সেটা কোনোভাবেই নেভাতে পারছে না। একটু পর একুইলন আত্মসমর্পণ করলে চারটি ব্রিটিশ জাহাজ ল'ওরিয়ান্টকে ঘিরে ধরে। তারা জাহাজের আগুন লাগা অংশেই গোলাবর্ষণ করতে থাকে, যাতে করে ফরাসিরা সেই আগুন নেভাতে সফল না হয়। তখন ফ্রান্সের এডমিরাল ব্রুয়ো মারাত্মকভাবে আহত হন। কিন্তু তারপরও তিনি আত্মসমর্পণ করতে রাজি ছিলেন না। তার মাথা এবং হাত থেকে অনবরত রক্ত ঝরছিল, কিন্তু তিনি তখনো কোয়ার্টারডেকে দাঁড়িয়ে তার সৈন্যদের নির্দেশনা দিচ্ছিলেন। সে অবস্থাতেই মৃত্যু হয় তার।

কিন্তু ল'ওরিয়ান্টের আগুন এত তীব্রভাবে ছড়িয়ে পড়েছে তা একটা সময় নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। ব্রিটিশরা তখন বুঝতে পারে জাহাজটি যেকোনো সময় বিস্ফোরিত হবে। তাই তারা কামান থামিয়ে, পালগুলো ভিজিয়ে আস্তে আস্তে জাহাজটি দূরে সরে যেতে থাকে। রাতের দশটায় বিকট শব্দে ল'ওরিয়ান্ট বিস্ফোরিত হয়। বিস্ফোরণের মাত্রা এতটাই তীব্র ছিল যে, ব্রিটিশ-ফরাসি সবাই বিস্মিত হয়ে যায়। অনেকক্ষণ পর্যন্ত কোনো জাহাজ কোনো গোলা ছোড়েনি। আশপাশের ২৫০ মিটার এলাকা পর্যন্ত জাহাজের টুকরো এবং লাশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে।

তখন সবে নিজের কোয়ার্টার ডেকে ফিরে এসেছিলেন আহত নেলসন। এই বিস্ফোরণ তাকে জানিয়ে দিল যুদ্ধে তারা জিতে গেছেন। বিস্ফোরণের প্রায় দশ মিনিট পর ফরাসি জাহাজ ফ্র্যাঙ্কলিন আক্রমণ করে সুইচারকে। কিন্তু ব্রিটিশ আক্রমণের সামনে দাঁড়াতে না পেরে রাত ১১টা ১০ মিনিটে তারা

আত্মসমর্পণ করে। এরপর রাতজুড়ে টানান্ট এবং ম্যাজিস্টিক এই দুটো জাহাজ যুদ্ধ চালিয়ে যায়। সকালে কমান্ডার ভিল্যুভের ফ্ল্যাগশিপ গিল্যাম টেল এবং জেনেরো তাদের কেবল কেটে খোলা সমুদ্রের দিকে রওনা দেয়। একমাত্র এই দুটি জাহাজই যুদ্ধ থেকে পিছু হটতে সফল হয়। তারপরও গোলাগুলি চলে বেলা ৩টা পর্যন্ত। কিন্তু তার অনেক আগেই ফলাফল নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল।

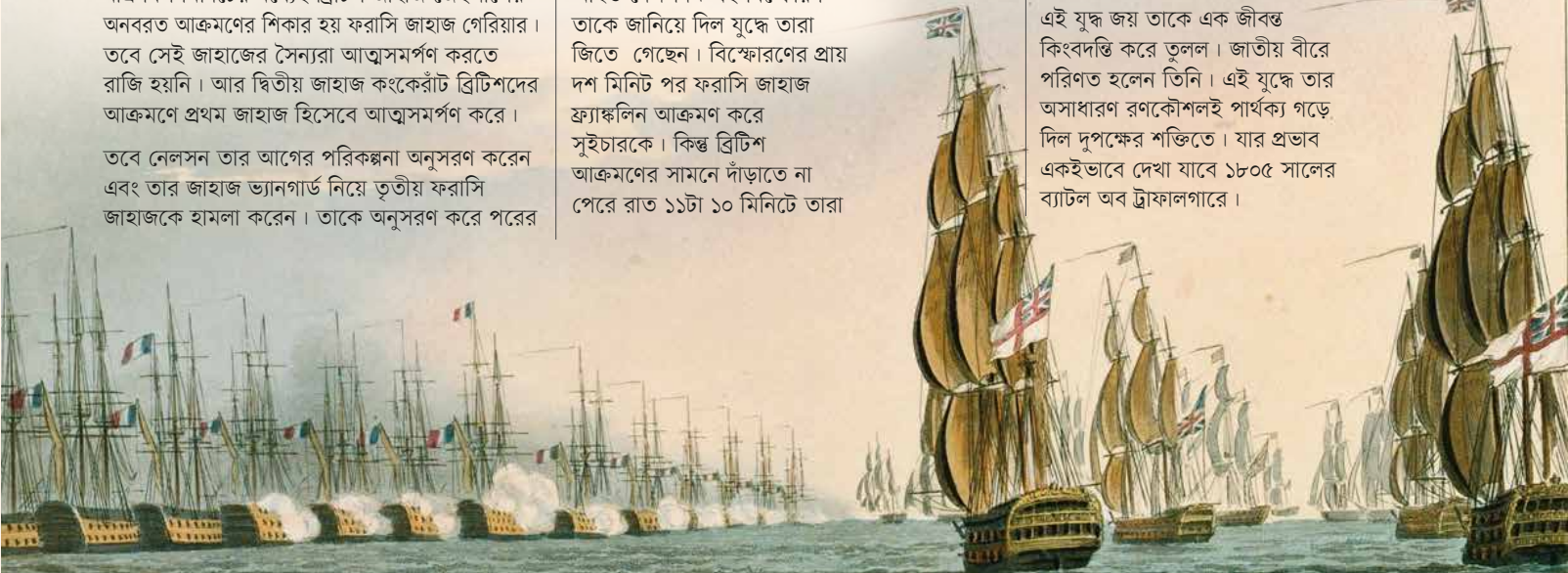
যুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতি

ব্যান্ড অব ব্রাদারসের অসাধারণ রণকৌশলের সামনে ফরাসিরা কোনো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি। তাদের ৯টি জাহাজ ব্রিটিশরা দখল করে নেয়, দুটি জাহাজ পুড়িয়ে দেয় এবং একটি পানিতে ডুবে যায়। অন্যদিকে ব্রিটেনদের কোনো জাহাজেই বড় কোনো ক্ষতি করতে পারেনি তারা। ধারণা করা হয় ব্রিটিশদের গোলার আঘাতে ফরাসি দুই হাজারের বেশি ফরাসি মারা যায়। আহত হয় আড়াই হাজারেরও বেশি। অন্যদিকে ব্রিটিশদের মধ্যে মারা যায় ২১৮ জন, আর আহত হয় ৬৭৮ জন। তবে অফিশিয়াল তালিকায় নিজেকে আহত হিসেবে যুক্ত করতে অস্বীকৃতি জানান নেলসন। যুদ্ধে তিনি হাজারেরও বেশি ফরাসি বন্দি হন।

যুদ্ধের প্রভাব

ব্যাটল অব দ্য নাইলে ফরাসি নৌবাহিনী পর্যুস্ত হলেও নেপোলিয়ন মিশরের বেশ বড় একটি অংশ নিজের নিয়ন্ত্রণে আনতে পেরেছিলেন। ১৭৯৯ সালে জিতেছিলেন ব্যাটল অব আবুকির। কিন্তু সেকেন্ড কোয়ালিশনের বিপক্ষে ফ্রান্সের একের পর এক পরাজয় এবং ফ্রান্সের টালমাটাল রাজনৈতিক অবস্থার কারণে তিনি সিদ্ধান্ত নেন ফ্রান্সে ফিরে যাবেন। তার সৈন্যদের কিছু না জানিয়ে তিনি ফ্রান্সে ফিরে আসেন এবং ক্যু করেন।

ওইদিকে ব্যাটল অব দ্য নাইলের আগেই ব্রিটেনে কেইপস এবং ভিনসেন্টের অভিযানের জন্য নেলসন বিখ্যাত ছিলেন। আর এই ফরাসিদের হারিয়ে এই যুদ্ধ জয় তাকে এক জীবন্ত কিংবদন্তি করে তুলল। জাতীয় বীরে পরিণত হলেন তিনি। এই যুদ্ধে তার অসাধারণ রণকৌশলই পার্থক্য গড়ে দিল দুপক্ষের শক্তিতে। যার প্রভাব একইভাবে দেখা যাবে ১৮০৫ সালের ব্যাটল অব ট্রাফালগারে।





NOUPARIKROMA
a quarterly publication by
Bangladesh Navy

